উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

২৭ আষাঢ় ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 12 July 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 55

রংদার রোববার

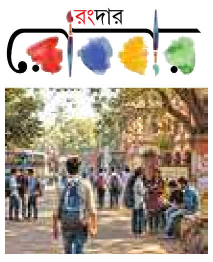

কলেজ জীবন যেন পিচঢালা রাজপথের স্বপ্নের পাশাপাশি বাস্তবের এবড়োখেবড়ো গলি। সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব আর চড়াই উতরাই পেরিয়ে আমরা নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই এই জীবনের সেই নস্টালজিয়া সার্থক।

কলেজ কোলাজ

১৫ ও ১৬-র পাতায়

৬০০ কোটির কারখানার শিলান্যাস ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩১°	৩২°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৬°	২৭°	২৬°

উড়ান ১৪

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন® জাদু মলম
Manmohan JADU MALAM
MK Since 90 Years
Ph : 9830303398

ভিয়েতনামে নৌকা ডুবে মৃত ১৫ ভারতীয় ৭

ছাত্র সংঘর্ষে উত্তপ্ত কলেজ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ জুলাই : দিন বদলেছে। কিন্তু ছবিটা একই থেকে গিয়েছে।

দিনহাটা কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ যেন থামার নামই নিচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনামলে একাধিকবার ছাত্র সংঘর্ষে এই কলেজ চত্বর উত্তপ্ত হয়েছে। সেই সময়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ক্যাম্পাসে রক্ত ঝরেছে। এমনকি, এক ছাত্রের মৃত্যুর মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছে। বর্তমান সরকার বদলালেও কলেজের সামগ্রিক পরিস্থিতির যে বিশেষ বদল ঘটেনি, তা শনিবার ফের প্রমাণিত হল। এদিন এবিভিপির (অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ) বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে এসএফআই সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনার জেরে কলেজ চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এবিভিপি অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আহত এসএফআই সদস্যদের অভিযোগ, এবিভিপির প্রেমকুমার বর্মনের নেতৃত্বে ২৫-৩০ জন তাদের ওপর চড়াও হয়। বেধড়ক মারধরের জেরে আহত চার ছাত্রকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের নিজের নার্সিং স্কুলে পড়ার সুবিধা
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

রাখি আগলে তোমায়... রায়গঞ্জে শনিবার। ছবি : দিবাকর সাহা

মমতাকে ছেড়ে সভাপতি রবি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১১ জুলাই : এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়লেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। যোগ দিলেন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল শিবিরে। যোগ দিয়েই তিনি হয়ে গেলেন ওই দলের কোচবিহারের জেলা সভাপতি। আর ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল শিবিরে যোগ দিয়ে মমতার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভও প্রকাশ করেন তিনি। দীর্ঘ ৫০ বছর একসঙ্গে রাজনীতি করার পর মমতার হাত ছেড়ে রবির ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কথা সামনে আসতেই জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিন মমতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে রবি বলেন, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়িনি। তিনিই আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন।' তাঁর কথায়, '১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমি একটানা ২২ বছর দলের জেলা সভাপতি ছিলাম। অথচ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে দল হারায় তিনি আমাকে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। '২১ সাল থেকে দিদি আমাকে দলে কোনও পদে রাখেননি। নব্য তৃণমূল কর্মীরা আমাদের নানাভাবে অপমান করলেও তিনি তার কোনও প্রতিবাদ করেননি। উলটে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আমাকে পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। তবে দিদিকে আমি শ্রদ্ধা করি। সেটা আজীবন করে যাব।'

৪ মে রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই কোচবিহার জেলাতেও তৃণমূল একবারে বসে পড়েছে। পরিস্থিতি এতটাই করুণ হয়ে পড়েছে যে, নির্বাচনের পর থেকে কোচবিহার শহরে তৃণমূলের জেলা কার্যালয় খোলার লোক নেই। দিনের পর দিন তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থেকে থেকে কার্যত ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়টি। পার্টি অফিসের সামনে থাকা মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় সাইনবোর্ড ভেঙে একেবারে সামনে ঝুলে পড়লেও সেটি ঠিক করার মতো কেউ নেই। তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে দলের জেলার প্রথম সারির নেতাদের অধিকাংশই হয় পালিয়ে রয়েছেন, না হয় গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন।

শোনা গিয়েছে সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীর তরফে কোচবিহারে দলের কয়েকজনকে জেলা সভাপতি হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু কেউ তাতে রাজি হননি। এই অবস্থায় কোচবিহার জেলায় তৃণমূলের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে।

এরপর বারোর পাতায়

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শূন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
isar আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি M: 9800711112

অহংকার ভাঙে ফুটবল

ইয়ামালকে বার্তা এমবাপের

মায়ামি, ১১ জুলাই : বয়সের ব্যবধান প্রায় এক দশকের। একজন ২৭ বছরের পরিণত সেনাপতি, যাঁর ঝুলিতে বিশ্বকাপ জয় থেকে শুরু করে রানার্স-আপ হওয়ার সব রকম অভিজ্ঞতা মজুত। অন্যজন সবে ১৮-তে পা দেওয়া এক স্প্যানিশ বিস্ময়, যাঁর পায়ে সালসার উদ্দাম ছন্দ আর চোখে বিশ্বজয়ের স্পর্ধা। আগামী ১৫ জুলাই ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় যখন স্পেনের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স, তখন এই দুই প্রজন্মের তারকাই হয়ে উঠবেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

বোস্টনে মরক্কোর বিরুদ্ধে ২-০ গোলের দাপুটে জয়ের পর কিলিয়ান এমবাপে আজ ফরাসি দলের অঘোষিত অভিভাবক। নিজের ২০তম বিশ্বকাপ ম্যাচে ২০ নম্বর গোলটি করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, চরম চাপের মুখেও তিনি কতটা অবিচল। তবে এবারের কিলিয়ান এমবাপের শরীরী ভাষায় তারকাসুলভ অহমিকার বদলে মিশে আছে এক অদ্ভুত সতর্কতা। তরুণ সতীর্থদের তিনি বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বমঞ্চের গাম্ভীর্য আর ফরাসি জার্সির ওজনের কথা। দিদিয়ের দেশঁর নিখুঁত ছকে এমবাপে এখন অনেক বেশি দলগত খেলোয়াড়। উইংয়ে দেজিরে দুয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে প্রতিপক্ষকে বোকা বানাচ্ছেন, আবার নিঃস্বার্থ দৌড়ে সতীর্থ ওসমান ডেম্বেলের জন্য ফাঁকা জায়গাও তৈরি করে দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, লস অ্যাঞ্জেলেসে বেলজিয়ামকে ২-১ গোলে হারিয়ে স্পেনের আত্মবিশ্বাসের পারদ এখন চরমে। আর স্প্যানিশ আর্মাডার সেই মাঝমাস্তুলে বসে আছেন বার্সেলোনার তরুণ তুর্কি লামিনে ইয়ামাল। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে গোল না পেলেও, তাঁর জাদুকরি ড্রিবলিং আর

এরপর বারোর পাতায়

স্পেন বনাম ফ্রান্স সাম্প্রতিক লড়াই

নেশনস লিগ ফাইনাল (২০২১)
৮০ মিনিটে এমবাপের বিতর্কিত গোলে ফ্রান্সের ২-১ ব্যবধানে জয়

ইউরো সেমিফাইনাল (২০২৪)
২৫ গজ দূর থেকে ইয়ামালের ঐতিহাসিক বাঁকানো গোলে স্পেনের ২-১ জয়

নেশনস লিগ সেমিফাইনাল (২০২৫)
৯ গোলের থ্রিলারে স্পেনের ৫-৪ জয়। ইয়ামালের জোড়া গোল ও এক অ্যাসিস্টের বিপরীতে এমবাপের সান্ত্বনার পেনাল্টি গোল

এমবাপে বনাম ইয়ামাল

আন্তর্জাতিক আধিপত্য
জাতীয় দলের জার্সিতে দুই তারকার জোড়া সাক্ষাতে দু'বারই শেষ হাসি হেসেছেন স্প্যানিশ তরুণ তুর্কি ইয়ামাল

একপেশে পরিসংখ্যান
ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে এমবাপের বিরুদ্ধে ৬-১ ব্যবধানে এগিয়ে ১৮ বছরের ইয়ামাল!

এল ক্লাসিকোর দাপট
বার্সেলোনার হয়ে টানা চারটি এল ক্লাসিকো-তেই রিয়াল মাদ্রিদের এমবাপেকে হারিয়েছেন ইয়ামাল

চরণরেখা তব যে পথে...

সুহাসচন্দ্র তালুকদার

১২ জুলাই ১৯৩৬
১ মার্চ ২০০৮

লক্ষ্যে অবিচল থেকে সেই পথেই আমাদের যাত্রা।

শুভ জন্মদিনে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদককে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

www.uttarbangasambad.com | 9735739677
উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর কর্মীবৃন্দ

সীমান্ত গ্রামে বন্ধ চোরাচালান, বদল চা চাষে

মদনেরবাড়ির কাঁটাতারবিহীন এলাকায় টিন দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১১ জুলাই : একসময় সীমান্তের এই গ্রামে অনেক মানুষের বাংলাদেশে চোরাচালানই ছিল রুটিরুজি। খোলা সীমান্ত দিয়ে বিএসএফের নজর এড়িয়ে পণ্য ওপারে পৌঁছে দিলেই রোজগার হত কয়েকশো টাকা। কিন্তু তাতে জীবনের ঝুঁকি ছিল। কিছুটা সেই কারণেই ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছে সীমান্ত গ্রামের পরিবেশ। ছোট ছোট চা বাগান করে এখন গ্রামের অনেকেই স্বচ্ছল। চা বাগানের বৈধতা না থাকলেও জীবনের ঝুঁকি নেই। সুস্থ জীবনের পথে ফিরে গ্রামের মানুষই এখন চাইছেন, পাকাপাকিভাবে কাঁটাতারের বেড়া বসুক। চোরাচালান সম্পূর্ণ বন্ধ হোক। আয়ের পথ বদলে যাওয়ায় মানুষের জীবনদর্শনও বদলে গিয়েছে রাজগঞ্জের মদনেরবাড়ি সীমান্ত গ্রামে।

এক সময় রাজগঞ্জ ব্লকের খালপাড়া সীমান্ত চৌকি থেকে শুরু করে ফুলবাড়ি সীমান্ত চৌকি পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সন্ধ্যার অন্ধকার নামলেই শুরু হয়ে যেত চোরাচালান। সেই সময় বিকল্প আয়ের পথ খুব কম থাকায় সীমান্ত এলাকার অনেক তরুণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই চোরাচালানের কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

নারায়ণজোতের বাসিন্দা বলেন, আজ থেকে ৪০ বছর আগে কৃষিকাজ করে যেটুকু আয় হত তা দিয়ে সংসার চলত না। বাইরে কাজের তেমন সুযোগও ছিল না। বাধ্য হয়ে ওপারের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চোরাচালানে যুক্ত হয়েছিলেন এপারের একাধিক তরুণ। বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিয়ে ওপারে কিছু জিনিস পৌঁছে দিতে পারলেই কয়েকশো টাকার মুখ দেখা যেত। তাই জীবনের ঝুঁকি থাকলেও বাধ্য হয়ে এলাকার তরুণরা চোরাচালানে জড়িয়ে পড়তেন।

ভদ্রেশ্বর শিবমেলার মাঠ পেরিয়ে বাঁ-দিকে বাঁক দিয়ে কিছুটা দক্ষিণে এগোতেই সামনেই চোখে পড়ে একটি মুদির দোকান। গ্রামের অবস্থা কেমন, জিজ্ঞাসা করতেই দোকানদার শ্যামল পাল বললেন, 'একসময় ছিল যখন গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ এক প্যাকেট বিস্কুট একসঙ্গে কিনতে পারত না। আমরা বিস্কুটের প্যাকেট খুলে বিক্রি করতাম। দোকানে টুথপেস্ট বিক্রি হত না।

এরপর বারোর পাতায়

ICFAI UNIVERSITY
The ICFAI University, Sikkim
Empowered by UGC to award degrees under Section 22 of the UGC Act, 1956
Early Bird Concession
Concession for Armed Forces
MERIT SCHOLARSHIPS Based on Entry Level Marks & Semester-wise Performance
Domicile Fee Concession
Scan to Register
MULTIPLE ENTRY EXIT OPTION AS PER NEP 2020
BA | BA (Hons) | BA (Hons. with Research) (Pol.Sc. | Eng. | Eco. Sociology | Public Administration | International Relations Civil Services | Mass Communication & Journalism (3 Years / 4 Years))
BCA | BCA (Hons) | BCA (Hons. with Research)
BBA | BBA (Hons) | BBA (Hons. with Research) | B.Com
B.Com (Hons) | B.Com (Hons. with Research) | BHM | BTTM
MTTM | BBA-LL.B (Hons.) | BA-LL.B (Hons.) | LL.B | LL.M
MCA | MA (Eco.) | MA (Pol.Sc.) | M.Com | MBA
MBA (Working Professionals)
FEE CONCESSION*
- Fee concession to the students from Sikkim Govt. Quota.
- Fee concession to the students from North East States, GTA Region & North Bengal.
*T & C Apply
As per NEP, for the Undergraduate Programs, Students will achieve:
- UG Certificate for 1 year duration
- UG Advanced Diploma for 2 years duration
- Bachelors Degree for 3 years duration
- Bachelors Research with Honors for 4 years duration
9834631871
www.iusikkim.edu.in | /iusikkim | E-mail: admissions@iusikkim.edu.in
Campus: The ICFAI University, Sikkim, Ranka Road, Lower Sichey, Gangtok, Sikkim - 737101

ছোবল খেয়ে সাপকে পালটা কামড়

মোথাবাড়ি, ১১ জুলাই : সাপের ছোবল খেলে মানুষ সাধারণত ভয়ে-আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু মালদার মোথাবাড়িতে যা ঘটল, তা হার মানাবে সিনেমার চিত্রনাট্যকেও। বিশালাকৃতির এক সাপ ছোবল মারতেই বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে উলটে সাপটিকে খপ করে ধরে ফেলেন এক তরুণ। শুধু ধরাই নয়, সাপটিকে পালটা কামড় বসান তিনি। এরপর সাপের ল্যাজ ধরে বনবন করে ঘুরিয়ে, সেই আধমরা সাপ হাতে ঝুলিয়ে চার কিলোমিটার পথ হেঁটে সোজা হাজির হন হাসপাতালে। শনিবার সকালে মোথাবাড়ির দুলালগঞ্জ এলাকার মাসুটোলার এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দুঃসাহসী ওই তরুণের নাম ফারুক মোমিন। এদিন সকালে বাড়ির পাশেই তিনি কাজ করছিলেন। আচমকা একটি বিশালাকৃতির সাপ তাঁকে ছোবল মারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাপ দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার বদলে ফারুক সাপটিকে ধরে ফেলেন ও পালটা কামড় দেন। কেন এমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালেন? ফারুকের কথায়, 'ছোটবেলায় শুনেছিলাম সাপের বিষের চেয়ে মানুষের দাঁতের বিষ নাকি আরও তীব্র। মানুষ কামড় দিলে সাপ আর বাঁচতে পারে না। তাই আমাকে ছোবল দেওয়ার পর সাপটাকে ধরে কামড়ে দিই।'

এই ঘটনার পর আধমরা সাপটির মাথা চেপে ধরে হাসপাতালের উদ্দেশে হাঁটা লাগান ফারুক। রাস্তায় টোটো বা রিকশা থামানোর চেষ্টা করলেও, হাতে সাপ দেখে ভয়ে কেউই দাঁড়ায়নি। অগত্যা সাপ হাতে হনহন করে হেঁটে মোথাবাড়ির বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালের দিকে এগোতে থাকেন। রাস্তার দু'ধারে তখন অবাক জনতার ভিড়। অনেকেই এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে শুরু করেন, কেউ কেউ আবার মোবাইল বের করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভও করেন। পথচারীরা তাঁকে দাঁড় করিয়ে ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলেও, কারও কথায় বিশেষ কান না দিয়ে তিনি সোজা হাসপাতালে যান। এদিকে, এক তরুণের হাতে সাপ দেখে হাসপাতালের নার্স ও চিকিৎসকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে সাপটিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখে ফারুকের চিকিৎসা শুরু হয়। মোথাবাড়ির বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ ডাঃ কৌশিক মিস্ত্রি বলেন, 'ওই তরুণ সাপ নিয়ে হাসপাতালে আসতেই আমরা চমকে গিয়েছিলাম। সাপটি সম্ভবত দাঁড়াশ। সাপটিকে বাইরে রেখে তরুণের প্রাথমিক চিকিৎসা করে অ্যান্টিভেনম দেওয়া হয়। তবে চার কিলোমিটার হেঁটে আসায় অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওঁর কথাবার্তাও অসংলগ্ন মনে হচ্ছিল। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।' ফারুকের এক আত্মীয় সাবির মোমিন জানান, বর্তমানে ফারুকের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। আশা করা হচ্ছে, দিন দুয়েকের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন।

পাত্র চাই

■ সুমুখশ্রী, কায়স্থ, 5'-2", H.S. back, মধ্যমবর্ণা পাত্রীর 48 থেকে 50-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। ডিভোর্সি বা বিপত্নীক হলেও হবে। (M) 7478406604. (C/113838)

■ কায়স্থ, সুন্দরী, A.M-33/5'-5", নামমাত্র ডিভোর্সি, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। সংস্থা নয়। (M) 7431807030. (C/113839)

■ দাস, SC, 32/5'-5", সরকারি Staff Nurse, সুশ্রী, শিলিগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9832662112. (C/113842)

■ কায়স্থ, ২৯/৫'-২", M.A., B.Ed., নামমাত্র ডিভোর্সি। এইরূপ পাত্রীর জন্য ৩৭-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনিয়াল সাইট অনাবশ্যক। যোগাযোগ নং-7679093905. (C/122738)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯/৫'-১", MBA, ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য ব্যাঙ্গালোর নিবাসী, উচ্চপদস্থ MNC-তে কর্মরত পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 8145043484. (C/113837)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, B.A.(H), 28/5'-3", সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। 9832392254. (C/122743)

■ পাত্রী SC, 32/4'-10", M.Sc., Govt. Service Railway, Group-D (TKM-4), অনূর্ধ্ব 35, সরকারি চাকুরে, মালদা ও মালদার কাছাকাছি সুপাত্র চাই। (M) 9647897757, 8116016057, 9088852888. (C/122748)

■ পাত্রী কায়স্থ, সুদর্শনা, M.Sc. (Math), 30/5'-4", রেলে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/122753)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-2", M.Sc., B.Ed., বেসরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরতা, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7076128673. (C/122053)

■ কুণ্ডু, 28+/5'-1", M.A., Com. ডিপ্লোমা, ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, প্রঃ ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিঃ, M.R. পাত্র কাম্য। (M) 8918950741. (C/122773)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 31+, M.A., B.Ed. (Eng.), Asstt. Teacher, Bihar Govt. (Kishanganj), অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী পিতার একমাত্র কন্যার জন্য চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। (M) 9734957975. (U/D)

■ কায়স্থ পাত্রী, ২৫/৫'-৬", ফর্সা, সুন্দরী, IT সেক্টরে কর্মরত। IT সেক্টরের কর্মরত উপযুক্ত পাত্র চাই। অনূর্ধ্ব ২৮। (M) 9239271892. (C/122756)

■ কায়স্থ, ২৭+/৫'-৩", M.Tech., একমাত্র কন্যা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, Private Bank কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, সরকারি চাকরিজীবী, কায়স্থ, অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্র কাম্য। (M) 9436677253. (C/122759)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, ফর্সা, সুন্দরী, B.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, গৃহকর্মে নিপুণা। এইরূপ পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9382435745. (C/122761)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc., B.Ed., সরকারি স্কুলে চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9242547789. (C/122761)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। 9242398532. (C/122761)

■ দেবনাথ, কোচবিহার নিবাসী, 27/5'-1", M.A., B.Ed. (Eng.), ফর্সা, সুন্দরী, আর্ট ও গান জানা, শিক্ষিত, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য কোচবিহার-এর মধ্যে সুশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, সুচাকুরে পাত্র কাম্য। কেবলমাত্র অভিভাবকরা যোগাযোগ করিবেন। (M) 9474146779. (C/121487)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৪ বছর, M.A., ভালো গান জানে, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9091607897. (C/122776)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, Ph.D., সরকারি কলেজ-এ কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7029241726. (C/122776)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর, M.Sc., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6297176324. (C/122776)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর, MBBS সরকারি ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 7478203371. (C/122776)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, M.Sc., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7365993445. (C/122776)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, বয়স 29/5', (M.A.pass), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 35 বছরের ব্যবসায়ী/সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, দাবিহীন পাত্র কাম্য। ঘটকরা যোগাযোগ করবেন না। কল-7001636408. (C/122779)

■ পাত্রী মালদা নিবাসী, 36/5'-3", ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 40 বছর, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সত্বর বিবাহে আগ্রহী পাত্র কাম্য। ফোন নং-8509874235. (C/122780)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সূত্রধর, ২৬/৫'-৬", বিএ পাশ, ফর্সা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন-9932948922. (C/122786)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৫/৫'-১", M.Sc. পাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চপদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। No. 9934912272. (C/122438)

■ পাত্রী সাহা, 31/5'-5", M.A., B.Ed., 35/37 মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী সাহা পাত্র কাম্য। (M) 9800179955. (C/122446)

■ পাত্রী ৫'-৪", সুন্দরী, ২৯, কুলীন, বেসরকারি ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলের শিক্ষিকা। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে। সরকারি/ব্যাংক চাকুরে পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) ৮৬১৭৫৬৯৫৯০. (C/122437)

■ দেবনাথ, 31/5'-4", BDS ডাক্তার (শিলিগুড়িতে নিজ চেম্বার), কনভেন্ট এডুকেটেড, ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9832015615. (C/122291)

■ Gen., 29+/5'-3", B.A., D.El.Ed., সুশ্রী, রায়গঞ্জ নিবাসী, পিতা রিঃ সঃ অফিসার। উপযুক্ত সঃ/বেসঃ চাকুরে পাত্র চাই। 7063395551. (C/122789)

■ রায়গঞ্জ, 29, MBA, ফর্সা, সুশ্রী, মধ্যম গড়ন, নম্র, ভদ্র, বৈশ্য আলিম্যান, কর্কট, বিশিষ্ট বনেদী পরিবার। কেঃ সঃ/রাঃ সঃ উচ্চপদস্থ বা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। দেবারি ব্যতীত। (M) 8967924047, 9564021760 (6 P.M. - 8 P.M.). (C/122789)

■ ব্যানার্জী, দেবারি, 28/5'-5", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, M.Sc. নার্সিং কলেজে Asst. Prof. উপযুক্ত সুপাত্র চাই। (M) 8653009471. (C/122789)

■ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, 28/5'-1", ফর্সা, দেব, H.S./38 মধ্যে উপযুক্ত সুচাকুরে, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 9163413714. (K)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ঘোষ, 35/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9734189905. (C/120160)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, দেবারিগণ, 29/5'-5", ফর্সা, সুন্দরী, B.Tech. CSE পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। শুধুমাত্র অভিভাবকরা যোগাযোগ করুন (কায়স্থ অগ্রগণ্য)। 8016694187. (C/122057)

■ রাজবংশী, M.A. (Eng.), 27/5'-3", পিতা অবসরপ্রাপ্ত, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 6295763204. (C/122058)

■ কায়স্থ, (বৈশ্য), 31+/5'-1", B.Tech., MBA, IT Sector-এ কর্মরতা (Work from home), B.Tech. পাত্র কাম্য। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 8974981093. (C/121491)

■ পাত্রী 26, সুন্দরী, ইসলামপুর ও শিলিগুড়ির মধ্যে ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 7970694899. (C/122797)

■ বৈশ্য সাহা, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা, 29/5'-2", ফর্সা, অতীব সুন্দরী, M.Sc. Zoology, সংগীতে পারদর্শী। অনূর্ধ্ব 36, ডাক্তার/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9832199492. (C/122799)

■ বয়স 28, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, প্রকৃত সুন্দরী, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9830241426. (K)

■ বয়স 50, বিধবা, হাসপাতাল নার্স। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9230648121. (K)

■ কায়স্থ, 28, গ্র্যাজুয়েট, GNM (under-"NHM"), সরকারি চাকুরে উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য পাত্র কাম্য। ম্যাট্রিমনি নয়। 9641647308. (C/122800)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ২৭, B.Tech. MBA পাশ ও বর্তমানে নামী MNC কোম্পানীতে চাকরিরতা। শিক্ষিত, ভদ্র ও প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/122291)

পাত্র চাই

■ বয়স ২৬+, M.Sc. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা শিক্ষিত, সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পরিবারের পাত্রীর জন্য যোগ্য সরকারি, বেসরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/122291)

■ গন্ধবণিক, 31/5'-3", M.A., B.Ed. পাশ, (Gen.), পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 8900432575. (C/121483)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী , ২৬, M.Sc. ইন ম্যাথ ও বর্তমানে ICDS-এ সুপারভাইজার। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/122291)

■ 30/5'-1", B.Tech., সরকারি Bank-এ ক্যাশিয়ার পদে কর্মরত, একমাত্র পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/122291)

■ EB, 27, M.Sc. পাশ, অ্যাগ্রিকালচার অফিসার, বনেদী পরিবারের পাত্রীর জন্য একটা উপযুক্ত ভালো পাত্র চাই। 9733066658. (C/122291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুশ্রী, বয়স ২৩, M.A. পাশ, ঘরোয়া স্বভাবের ও গানে পারদর্শী। শিক্ষিত, ভদ্র ও প্রতিষ্ঠিত যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/122291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বিধবা পাত্রী, বয়স ৩৮, বর্তমানে ICDS কর্মচারী। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9874206159. (C/122291)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যা, বয়স ২৫+, M.A., B.Ed. পাশ ও স্টেট গভঃ-এর হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এ চাকরিরতা। শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/122291)

■ জন্ম ১৯৯৫, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট-এ চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/122291)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 26/5'-2", M.A., B.Ed., সুশ্রী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। অনূর্ধ্ব 32, 9475108422. (B/B)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 39+/5'-3", সঃ চাকরিরতা। সঃ চাঃ উপযুক্ত পাত্র কাম্য, শিলিঃ/জলপাইগুড়ির মধ্যে। (6-10 P.M.) (M) 9339006347, 9434772859. (C/122293)

■ Retired Range Officer-এর সংস্কৃতিমনা একমাত্র কন্যা, হিন্দু (ব্রাহ্মণ), ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, উজ্জ্বল সুশ্রী, ২৬ বছর। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্র সংগীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। বর্তমানে B.Ed. পাঠরতা। পিতা পূর্বে জলপাইগুড়ি, বর্তমানে বোলপুর নিবাসী। ভদ্র, শিক্ষিত, সম্মানিত পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত/চাকরিরত সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ/সাধারণ জাতি অনূর্ধ্ব ৩৩ বছর পাত্র চাই। যোগাযোগ-9647932132. (C/122293)

■ পাত্রী কায়স্থ, উচ্চতা 5'-7", বয়স-25, স্লিম, শিক্ষাগত যোগ্যতা-B.A. in English (B.Ed., M.A.), লম্বা, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোবাইল নম্বর-7602646947. (DS)

■ পাত্রী কায়স্থ দত্ত, ৩১/৫'-৫", Ph.D., দেবারিগণ, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। পাত্র একমাত্র পুত্র হওয়া আবশ্যক। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। যোগাযোগ : ৮৫৯৭৫৩১৩২৭, ৮৫৯৭০১৪৪৬৮. (K)

■ 37/5'-2", M.A., Post Office-এ চাকরিরতা, অবিবাহিত পাত্রীর জন্য Divorcee/অবিবাহিত পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/122291)

■ 23/5'-3", M.A., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Caste no bar. 9635026555. (C/122291)

■ দিনহাটা নিবাসি, কায়স্থ ৩৫/৫'৩" একমাত্র কন্যা সেঃ গভঃ Group A Officer (scientist), বর্তমানে লখনৌতে কর্মরতা, বাবা নেই, মা পেনশনার। এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। M : 9749488017. (DS)

পাত্রী চাই

■ MNC-তে কর্মরত, Pune-তে। (২৮) পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9593242633. (C/122272)

■ কায়স্থ, MBA, 36/6', নরগণ, ITC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 6295942749, 7602028944, এজেন্ট, ঘটক নয়। (C/122424)

■ মাহিষ্য, মালদা নিবাসী, 30+/5'-11", B.Tech./MBA IIT কলিঃ Govt. Bank-এ উচ্চপদে কর্মরত, অনূর্ধ্বা 30, সুশ্রী, ফর্সা, উচ্চশিক্ষিতা, স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। ফোন-6289379449. (C/122739)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, নিজ বাড়ি, কায়স্থ, 36/5'-6", MBA, ভুটানে বেসরকারি চাকরিরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 32, চাকরিরতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার বা সংলগ্ন অগ্রগণ্য। অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন-8617615803. (C/122051)

■ পাল, সুদর্শন, ৩৫/৫'-৬", B.Tech., সরকারি Bank Officer পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 9547996569. (C/122747)

■ কুণ্ডু, সুদর্শন, 31/5'-10", B.Tech., কোলকাতায় MNC-তে কর্মরত। উচ্চ আয়। পিতা M.B.B.S., পেনশনার। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী, ফর্সা, চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। 7872130237. (C/114104)

■ পূঃ বঃ নিবাসী, ৩৫ বঃ, ৫'-৬", (M.Com. pass) কায়স্থ (দত্ত), কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী (ছোট ভাই) কলকাতায় নিজ গৃহ রয়েছে। বাবা-মা মৃত। উঃ বঃ নিবাসী পাত্রী চাই। Mob : 8017176951. (C/122750)

■ সাহা, 31/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, B.A. (English Medium), নিজস্ব Gold Showroom, কারখানা, Flat, দোতলা বাড়ি, গাড়ি রয়েছে। সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8436002268. (C/122777)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, দত্ত, গন্ধবণিক, B.Tech., 32/5'-8", কলিতেঃ কর্মরত। স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 9434352894. (C/113843)

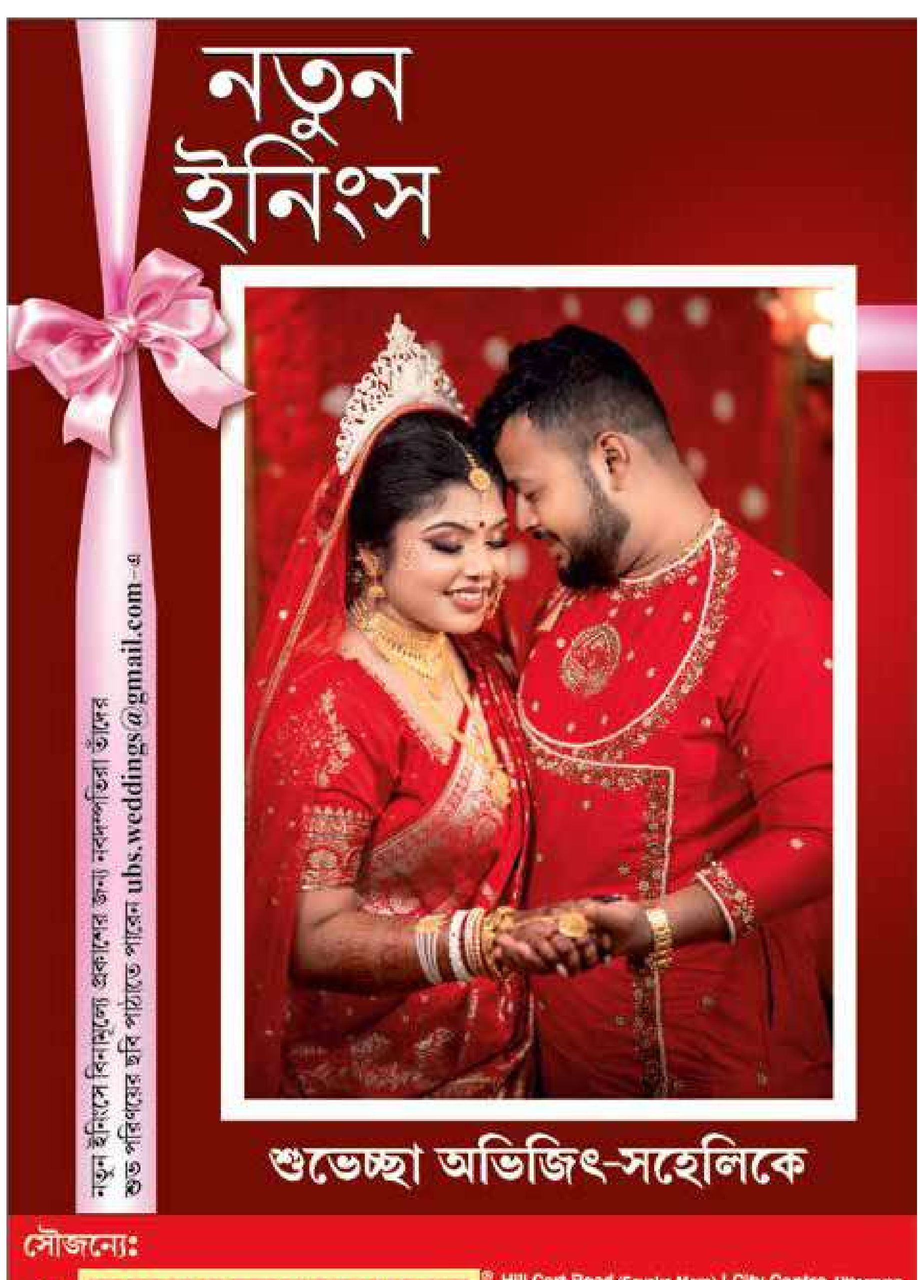

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, সুন্দরী, শিক্ষিতা, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট-এ গুয়াহাটি-তে চাকরিরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9242295120. (C/122291)

■ M.A., D.Ed., ফর্সা, 32/5'-1", কায়স্থ, শিলিগুড়ি পাত্র চাই। 7407859693. (C/122801)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫+, M.A., 5', সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি অথবা বড় ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। 9749358701. (M/M)

■ পাল, 23, B.A. (Eng.), ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা Retd. সরকারি কর্মী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9733088858. (C/122291)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, বোস, 5'-5", বেসরকারি ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষক, M.A., B.Ed., মিথুন রাশি, দেবগণ, ছেলে ও মা, (পেনশনার)। 36-এর মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8967869854. (C/113836)

■ পাত্র জলপাইগুড়ি, ব্রাহ্মণ, 33/5'-10", B.Tech., MNC, Kol. উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। সুন্দরী, শিক্ষিতা, পাত্রী কর্মরতা অগ্রগণ্য। (M) 9609982551. (C/121584)

■ WB. Govt. চাকরিজীবী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, (35), পাত্রের উপযুক্ত ঘোষ পাত্রী চাই। (M) 9614444850. (C/122272)

■ বারুজীবী, 31/5'-6", Graduate, MNC দুবাই-তে কর্মরত, দার্জিলিং নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। 9749938810. (C/113845)

■ কায়স্থ দত্ত, APD Jn., 39+/5'-3", মেডিসিন কোম্পানীতে এরিয়া ম্যানেজার, সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রী চাই। সত্বর বিবাহ। (M) 8768714651, 9734395348. (U/D)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-10", B.Tech., M.Tech., সরকারি চাকুরে (ইঞ্জিনিয়ার) পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, একমাত্র পুত্রের সুশ্রী, শিক্ষিতা/চাকরিরতা পাত্রী চাই। (M) 9002153527 (কেবল পরিবারের)। (C/122291)

পাত্রী চাই

■ গন্ধবণিক, 30/5'-8", B.Tech. (Comp.), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য দীর্ঘাঙ্গী, ভদ্র, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (9-10 A.M.) (M) 9434873599. (U/D)

■ বারুজীবী, 29/5'-4", B.Tech., মাইক্রোসফট হায়দ্রাবাদে কর্মরত, ফালাকাটা নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। চাকরিজীবী হলেও চলবে। যোগাযোগ-(M) 9832036624. (B/S)

■ ইসলামপুর নিবাসী, ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, নর, মিথুন, 41/5'-9", B.A. পাশ, পারিবারিক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সন্তানের জন্য সুশ্রী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8436361404. (C/121485)

■ দক্ষিন দিনাজপুর, কায়স্থ, 33/5'-7", Ph.D., কলেজের অধ্যাপক। সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই। (M) 7501607175. (C/122758)

■ কায়স্থ, 44/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, কোচবিহারবাসী। সমবয়সি (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য), সুন্দরী, অবিবাহিতা, শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258. (CA)

■ তন্তুবায় (পূর্বঃ), 29/5'-2", B.Tech., ব্যাঙ্গালোর-এ MNC-তে কর্মরত (36 LPA), স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। Ph : 8133887891 (W/A). (C/122760)

■ উঃ বঃ নিবাসী, ৫০ বঃ, ৫'-৮" (H.S.Pass), ফর্সা, কায়স্থ (ধর), ব্যবসায়ী, নিজ গৃহ রয়েছে। বাবা ও মা উভয়ই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। বাবা মৃত। ২ ভাই (২ বোন বিবাহিতা)। উঃ বঃ নিবাসী পাত্রী চাই (রায়গঞ্জ বাদে)। Mob : 8017176951. (C/122750)

■ রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, M.Sc., FCI অফিসার। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই, কাস্টবার নেই। 9382435745. (C/122761)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 34, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। 8637896519. (C/122761)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ রুচিশীল ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9242547789. (C/122761)

■ মণ্ডল, 31/5'-7", বিটেক (KIIT), রাঃ সঃ ইঞ্জিঃ পাত্রের জন্য শিক্ষিতা সুপাত্রী কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। মালদা-6295400821. (C/122762)

■ 39+/5'-8", B.Com., Pvt. Lt. Co., A/M, বয়স 30-36 পাত্রী চাই। রাক্ষসগণ বাদে। (M) 7063776228. (C/122763)

■ EB ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, ৩৮/৫'-8", বালুরঘাট, নিজস্ব বাড়ি, M.A., B.Ed., পেশা-বিজনেস, ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ, বয়স ২৯-৩৫ পাত্রী চাই, পিতা রিটায়ার্ড হাইস্কুল টিচার। ফোন-9563341400, (ঘটক নিষ্প্রয়োজন)। (C/122764)

■ পাত্র রাজবংশী, 28/5'-10", BE, সরকারি ব্যাংক কর্মী, পিতা Retd. LIC Officer, মা স্কুল শিক্ষিকা, একমাত্র সন্তানের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। 9476358685. (C/122771)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৮, MBA, সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9091607897. (C/122776)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯ বছর, M.Tech., MBA, ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9239329826. (C/122776)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৫ বছর, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী MNC-তে কর্মরতা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9239329826. (C/122776)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৫ বছর, M.Tech., PWD-তে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7029241726. (C/122776)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৫ বছর, MBBS, MD, সরকারি ডাক্তার, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 6297176324. (C/122776)

■ WB ব্রাহ্মণ, 35/5'-3", কেঃ সরকারি কর্মচারী, অনূর্ধ্ব 28, ব্রাহ্মণ/উচ্চবর্ণীয় শিক্ষিতা, সুশ্রী, উঃ বঙ্গ পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 7001917551, 9800840551. (C/122755)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩২ বছর, M.Tech., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7365993445. (C/122776)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৪ বছর, B.Tech., সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এরূপ পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7047934466. (C/122776)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 35+/6', BBA, বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, 27-31, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 8250519059. (U/D)

■ পাত্র সাহা, MBA, 36/5'-10", সুদর্শন, Computer-এ কাজ। একমাত্র পুত্র। পিতা Rly. Rtd., স্বঃ/অসবর্ণ যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9775857416. (C/113847)

■ 48, কায়স্থ, বেসরকারি চাকরি, 45-55 বয়সি, বিধবা, বিবাহ বিচ্ছিন্না, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9932301998. (C/113848)

■ 36, জেনারেল, 5'-9", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ পোর্ট-এ অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার পদে হলদিয়ায় কর্মরত, বাড়ি শিলিগুড়ি, উপযুক্ত শিক্ষিত, সুন্দরী পাত্রী কাম্য, চাকরিরতা অগ্রগণ্য। 9832473835. (C/122781)

■ 29/5'-8", SC, শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Tech., রেলওয়ে স্থায়ী পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব 27 পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9434816207. (C/122783)

■ কায়স্থ, দিল্লী নিবাসী, বর্তমান কানাডাতে (আদি বাড়ি কোচবিহার) ব্যাংকে কর্মরত, 33/5'-6", গোরবর্ণ, BE পাত্রের কনভেন্ট উচ্চশিক্ষিতা, গৌরবর্ণা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9811392242, 9711298850. (C/113846)

■ ব্রাহ্মণ, 40/5'-7", Health Contractual up to 60 years (26,000 PM), স্বাস্থ্যবতী পাত্রী কাম্য। (M) 9614539553. (C/122440)

■ পিতা Retd. ব্যাংক কর্মী, মাতা শিক্ষিকা (H.S.), ৩৩, কায়স্থ, একমাত্র সন্তান (M.A., B.Ed.), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৭, উচ্চশিক্ষিত, রুচিশীল পরিবারের উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। Call : 7098428190 (3 P.M.-7 P.M.). (C/122442)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 35/5'-8", M.A., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 25-30, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 7679725717. (C/122444)

■ ৪০/৫'-৭", ডিভোর্সি, ব্রাহ্মণ, সরকারি কর্মী (জলপাইগুড়ি)-র জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া/কর্মরতা পাত্রী আবশ্যক। 9933473530. (K)

■ কায়স্থ, 37, M.Sc., 5'-8", বড় ব্যবসায়ী (মাঃ ইঃ 2 লক্ষ), সুদর্শন, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001699369. (C/122791)

■ শিলিগুড়িতে নিজ গৃহ, 29/5'-10", Rail-এ স্থায়ী চাকরি, বর্তমানে অসমে কর্মরত, একমাত্র ছেলের জন্য শিলিগুড়ি নিকটস্থ ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। কোনও দাবি নেই। (M) 7908942281. (C/122792)

■ দঃ দিঃ, 29, ব্যবসা ও Ph.D. চলছে, ব্রাহ্মণ ও শিলিঃ সংলগ্ন পাত্রী অগ্রগণ্য। নিরামিষাশী হলেও হবে। 9123001838. (C/122793)

■ সাহা পাত্র, 37+/5'-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য, 32-এর মধ্যে। মোঃ 9475046694. (C/122794)

■ Bengali (Khotriyo) B.Tech.+MBA, (34/6'), MNC Delhi. Owns 5k sqft. house Bihar. Seeks educated bride, Any caste non manglik. 7992473264. (K)

■ 32+/5'-9", নরগণ, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI)-তে ম্যানেজার পদে কর্মরত, কোচবিহার নিবাসী, সুদর্শন পাত্রের জন্য 5'-3" উচ্চতার ঊর্ধ্বে উপযুক্ত পরিবারের ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 7047915118, 9875310287. (C/121492)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 32/5'-2", B.A. pass, D.El.Ed., স্কুল শিক্ষক, স্বর্গীয় পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে-এর জন্য ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। (M) 8250685651. (C/122798)

■ দাস পাত্র, ৩০/৫'-৩", নবদ্বীপ। শিলিগুড়িতে ICSE শিক্ষক। শিক্ষিতা, সুশ্রী, নম্র পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9051675606. (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১+, শিক্ষিত, LIC-তে ডেভেলপমেন্ট অফিসার পদে কলকাতা-তে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/122291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৭+, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, রেলওয়ে-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য, লোকেশন, কাস্ট নো বার। (M) 9242295120. (C/122291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি পাত্র, 88+, M.A., B.Ed. পাশ ও বর্তমানে সরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরত। শিক্ষিতা, ভদ্র, সুশীলা, যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9874206159. (C/122291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩৩+, B.Tech. পাশ, PWD-তে কর্মরত। শিক্ষিতা, যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/122291)

■ ডিভোর্সি, জেনারেল, ব্যবসায়ী পাত্র, 33/5'-9", ঘরোয়া, বিধবা পাত্রী চাই, ছোট একটা দুধের বাচ্চা থাকলে চলবে। পাত্রীপক্ষ ফোন করুন। 8670073497. (C/122295)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬ বছর বয়সি, M.Tech. পাশ করে সেন্ট্রাল গভঃ CPWD-তে কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রী কাম্য। শীঘ্রই বিবাহে আগ্রহী, দাবিহীন। (M) 9330394371. (C/122291)

■ বয়স ৩৩+, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Com. পাশ। পাত্র ইনকামট্যাক্স ইন্সপেক্টর। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। দাবিদাওয়া নেই। (M) 7596994108. (C/122291)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩১+, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী IT কোম্পানীতে কর্মরত। শিক্ষিতা, ভদ্র ও যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/122291)

■ নমশূদ্র, 30/5'-7", B.Tech., শিলিগুড়ি নিবাসী, সেন্ট্রাল Govt. Railway-তে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9635575795. (C/122291)

■ 30/6ft., MCA, শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত (30-35 LPA) পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Caste no bar. 8172097658. (C/122291)

■ সাহা, 31, B.Tech., SBI Bank অফিসার, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রের জন্য একটা ভালো ঘরোয়া বা চাকরিরতা পাত্রী চাই। 9836935367. (C/122291)

■ জেনারেল, 36/5'-9", M.Tech., MBA, কেন্দ্রীয় সরকারি উচ্চপদে কর্মরত। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এই পরিবারের জন্য ভদ্র পাত্রী চাই। 9593704442. (C/122291)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সূত্রধর, ৩১/৫'-৮", ম্যানেজার+অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে বেসরকারি কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, অবিবাহিতা, অনূর্ধ্ব ২৫, পাত্রী কাম্য। (M) 7864887790. (C/122291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৯, বর্তমানে কাস্টমস ইন্সপেক্টর পদে কলকাতায় কর্মরত। সুশিক্ষিতা, ভদ্র পাত্রী কাম্য। সম্পূর্ণ দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/122291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বণিক, MNC কর্মরত, উচ্চতা ৫'-৮", ২৪-২৫'এর মধ্যে সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9749154496. (C/122291)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, SC, B.Com., 38+/5'-2", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজের ফ্ল্যাট ও জমি আছে। দাবিহীন পাত্রী চাই। 9832039258. (C/122292)

■ বারুজীবী পাল, 30+/5'-2", মাধ্যমিক, মালবাজার নিবাসী, হাটে নিজস্ব কাপড়ের ব্যবসা পাত্রের জন্য ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। (M) 8337813342. (C/122292)

■ পাত্র জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্যানার্জী, একমাত্র সন্তান, 33/5'-6", M.A., B.Ed. (Eng.), Private B.Ed. College প্রশাসক এবং lecturer (Own college), দাবিহীন, No caste bar, এক চোখ খারাপ, সরাসরি যোগাযোগ করবেন। 9832043332. (C/122450)

■ কায়স্থ, সচ্ছল পরিবারের ৩৮/৫'-8", সুচাকুরে, ডিভোর্সি। বাড়ি, গাড়ি আছে। পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 7866846479, ম্যাট্রিমনি বাদে। (C/122449)

■ বারুজীবী, 42/5'-4", B.Com. পাশ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শিলিগুড়ি লাগোয়া, ঘরোয়া সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8597282066. (C/122293)

■ কোচবিহার, একমাত্র পুত্র, নিজস্ব ব্যবসা, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (P/C)

■ পাত্র পাল, B.Sc., B.Ed., 5'-6"/35+, UDA (Upper Divisional Assistant) নরগণ, কলকাতায় Posting, মা-বাবা Retired H.S. Teachers, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। দিনহাটা। মোঃ 7384117714. (DS)

■ কায়স্থ, ৩৭/৫'-৭", এমএ ডবল, ডিএলএড, একমাত্র ছেলে, কন্ট্রাকচুয়াল হাইস্কুল শিক্ষক ও সাংবাদিক পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, জেনারেল কাস্ট পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9800902443, সন্ধে ৬টা থেকে ১০টা। (NM)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 32/5'-4", B.A. পাশ, ফাইনান্স কোম্পানীতে ম্যানেজার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434889419. (C/122294)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার। কলিকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, দুর্গাপুর। অফলাইন ম্যাট্রিমনি। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9239500117. (C/122237)

■ রেজিস্ট্রেশন=বিয়ে পাকা মাত্র 1999/-এ সঠিক জীবনসঙ্গী, ISO Certified. (M) 9038408885. (C/122291)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। Mobile No. 8918425686. (C/122293)

অভিভাবকত্বে অনীহা জেন ওয়াইদের

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ জুলাই : বর্তমানের নতুন প্রজন্মের দম্পতিদের মধ্যে সন্তান নেওয়ার প্রতি অনীহা ক্রমশ বাড়ছে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে এক অনুষ্ঠানে এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এর চিকিৎসকেরা। কেরিয়ার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাবোধ এর নেপথ্যে অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন মনোবিদরা। সম্প্রতি ন্যাশনাল হেলথের সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের গ্রামীণ এলাকায় প্রজনন হার ২.১ শতাংশ। কিন্তু বাংলায় গ্রামীণ এলাকায় এই হার মেরেকেটে ১.৭ শতাংশ। এআইআইএইচ-এর চিকিৎসক দেবাশিস দত্ত অবশ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বর্তমানে প্রায় ৯০ শতাংশ দম্পতি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে দায়িত্ব নেওয়ার পথে এগোচ্ছে না। ফলে গ্রামীণ এলাকায় একজন মহিলা দুটি সন্তান নিলেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে সেই প্রবণতা কমছে। মেয়েদের মধ্যে সন্তান নেওয়ার অনীহা আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছেন মনোবিদ সংগীতা রায়।

জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন চলবে না : শমীক

অরূপ দত্ত

ডানকুনি, ১১ জুলাই : রাজ্য শিল্পায়নের স্বার্থে শ্রমিক-মালিক সমন্বয়ের বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তবে, একইসঙ্গে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় 'জঙ্গি' শ্রমিক আন্দোলনকেও বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন শমীক। শনিবার ডানকুনিতে একটি হোসিয়ারি শিল্পের সম্প্রসারণ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে এই মনোভাব ব্যক্ত করেন তিনি। একইসঙ্গে বিগত বাম ও তৃণমূলের মতো সরকারের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার পথে হাঁটবে না বিজেপি বলেও শিল্পপতিদের আশ্বস্ত করেছেন তিনি। সিঙ্গুরে শিল্প হাব তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগী হতে ডানকুনি থেকে ফের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

অভিযোগ, বাম জমানায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে মহাকরণকে ও তৃণমূলের আমলে নবান্নকে নিয়ন্ত্রণ করেছে কালীঘাট। শিল্প থেকে শিক্ষা থেকে সরকারের প্রতিটি কাজে দলীয় হস্তক্ষেপের বাড়াবাড়ির জন্যই ধাক্কা খেয়েছে শিল্পায়ন। রাজ্যের বিজেপি সরকার যাতে সেই পরিস্থিতির বদলাতে পারে তার জন্য শুরু থেকেই সক্রিয় শমীক। সরকার পরিচালনায় দলীয় নিয়ন্ত্রণকে সীমার মধ্যে বাঁধতে চান তিনি। এদিন ডানকুনির মঞ্চে শমীক বলেন, 'দল সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সরকারের সব বিল দল তৈরি

করে দেবে, সরকারের অভিমুখ দল নিয়ন্ত্রণ করবে।'

ডানকুনি থেকে মেজিয়ায় প্রস্তাবিত শিল্পের জন্য সেখানকার শিল্পপতিরা নবান্নে না গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কাছে আগে গিয়েছিলেন। শমীক বলেন, 'এটা বিগত ৫০ বছর ধরে এখানে সরকারের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার ফল। আমি তাদের বললাম আপনারা ভুল ঠিকানায় এসেছেন। শিল্প করতে হলে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে যান।'

দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম হওয়ার জন্যই বাম আমলে শিল্প ও কলকারখানায় সিটুর মতো সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন দাপিয়ে বেড়িয়েছে। বাম জমানার পরে মমতার তৃণমূল সরকার ধর্মঘটের মতো সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে তাকে নিষিদ্ধ করে। কিন্তু, সিন্ডিকেট আর তোলাবাজির জেরে শিল্পে বিনিয়োগ রাজ্যে ছেড়ে ভিনরাজ্যে চলে যাওয়া বাড়তেই থেকেছে। এই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যে শিল্পায়নের জন্য বিনিয়োগ ফেরাতে মরিয়া হয়েছে দল ও সরকার। শমীক বলেছেন, শিল্পপতিদের বলতে চাই এখানে কোনও জুলুমবাজি হবে না। তোলাবাজি করতে দেব না। জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন চলবে না।' শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বঞ্চনা ও শোষণের অভিযোগকে মনে করিয়ে দিয়ে শমীক বলেছেন, 'তবে, শ্রমিকের স্বার্থকেও মালিককে রক্ষা করতে হবে। শ্রমিক মালিক সংঘর্ষ নয়, সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

চিনা ড্রাগন বোট রেসের একটি মুহূর্ত। শনিবার কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর লেকে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

বারুইপুরে ইঙ্গিত শুভেন্দুর

'মৌলবাদী-অতি বামপন্থীদের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে'

কলকাতা, ১১ জুলাই : বারুইপুরে অশান্তি-গণপিটুনিতে মৃত্যুর নেপথ্যে উগ্র মৌলবাদী শক্তি এবং অতিবামপন্থীদের হাত রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বারুইপুরে গিয়ে নিহত নাবালিকার পরিবার ও ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ইন্দ্রজিতের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও দাদাকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন। এদিন সূর্যপুরে নতুন পুলিশ ফাঁড়িরও উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশান্তি ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নাম-পরিচয় দেখে একটা ৩৫ বছরের অবিবাহিত তরুণের হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। এর পিছনে ভোটে যারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাদের উসকানি রয়েছে। উগ্রপন্থী, মৌলবাদী বা অতিবামপন্থীদের বড়সড়ো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।' ভিডিও ফুটেজ দেখে ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বকখালি, দিঘা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে গণপিটুনি কাণ্ডের মূল অভিযুক্তকে।

সূর্যপুরে নতুন পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার।

নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শুভেন্দু বলেন, 'আমি পরিবারকে বলে এসেছি দোষীদের কাস্টডি ট্রায়াল হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নজরদারিতে কনভিকশন হবে। আমরা কীভাবে পাশে দাঁড়িয়েছি বলব না, যখন পরিবারের দরকার হবে বলবে।' তবে এনকাউন্টারের ঘটনায় সিআইডি তদন্ত প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। ২০১৩-র কামদুনি মামলা নিয়েও বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টে কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারকে আইনি লড়াইয়ে সহযোগিতা করা হবে। আগের সরকারের মতো বিরোধিতা করবেন না রাজ্যের আইনজীবীরা।

বারুইপুরে নিহত নাবালিকার গণধর্ষণ ও খুনের নেপথ্যে বেআইনি মদ, গাঁজার ঠেকের বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী দু'সপ্তাহ রাজ্যজুড়ে এই ঠেকগুলিতে বিশেষ পুলিশি অভিযান চালানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পুলিশের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'ব্যাটালিয়নের যাঁরা সরাসরি কাজে যুক্ত নেই তাদের কাজে লাগান। সীমান্ত এলাকায়, রেলস্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে রেইকি করে ধরা হচ্ছে। এবার প্রত্যন্ত এলাকা, গাঁ-গঞ্জ থেকেও এগুলি উপড়ে ফেলা দরকার।'

অভিযুক্তদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যারা রেললাইনে লোহার বিম ফেলেছিল তারা কেউ ভারতপ্রেমী হতে পারে না। ইন্দ্রজিতের খুনিদের সঙ্গে পেয়ার-মহব্বত হতে পারে না। যাঁরা নিরীহ লোক কিন্তু বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তাঁদের সেই অধিকার রয়েছে। খুনি, ধর্ষক ও ভাঙচুরকারীরা ভয়ে থাকুক।'

এদিন ইন্দ্রজিতের বাবার বার্ধক্যভাতা, মায়ের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু এবং ভেঙে দেওয়া বাড়ি দু'দিনের মধ্যে সংস্কার করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাদাকে নতুন পুলিশ ফাঁড়িতেই কাজ দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রজিতের খুনিদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'যারা পিছন থেকে মোবাইল ফোনে, মেসেজে উসকানি দিয়েছে, রেললাইনে বিম ফেলে ঝামেলার চেষ্টা করেছে সে যে দলেরই হোক, উচিত শিক্ষা দেবে পুলিশ।'

রেজি. নং. ডি.এল.-৩৩০০৪/৯৯

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
সিজি-এ এস-ই-০৬০৭২০২৬-২৭৪১৯০
এক্সট্রাঅর্ডিনারি
পার্ট-II, সেকশন-৩, সাব-সেকশন (ii)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

নং-৩৪৯৫ নয়াদিল্লি, সোমবার ৬ জুলাই, ২০২৬/১৫ আষাঢ়, ১৯৪৮

রেলমন্ত্রক
[উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ বিভাগ]
বিজ্ঞপ্তি
মালিগাঁও, ৬ জুলাই ২০২৬

এস.ও. ৩৬৫৬(ইং)- রেলওয়ে অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৮-এর ২০ এ ধারার (১) নং উপধারা সূত্রে ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে এবং এর সহিত সংযোজিত ধারায় উল্লেখিত মতে সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জমি, যাহা কেন্দ্রীয় সরকারের স্পেশাল রেলওয়ে প্রোজেক্ট, প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর দিনাজপুর জেলার স্পেশাল রেলওয়ে প্রোজেক্ট "আলুয়াবাড়ি রোড-নিউ জলপাইগুড়ি তৃতীয় এবং চতুর্থ বি.জি. লাইন নামীয়-এর কার্য সম্পাদন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও কাজকর্ম চালনার জন্য আবশ্যক। এই মর্মে সন্তুষ্ট হওয়ায় এতদ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার, উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে অনুসূচিত জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি ঘোষণা করেছেন।

কোনও ব্যক্তি উক্ত জমি সংক্রান্ত বিষয়ে আপত্তি থাকলে, ভারত সরকারের রাজপত্রে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উল্লেখিত জমিতে উক্ত আইনের ২০ডি ধারার (১) নং উপধারা মতে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে উক্ত জমি ব্যবহার ও অধিগ্রহণের বিষয়ে আপত্তি জানাতে পারবেন।

উক্ত প্রতিটি আপত্তি লিখিত রূপে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ অতিরিক্ত জেলাশাসক (এল.এ), উত্তর দিনাজপুর, ঠিকানা- জেলাশাসকের করণ, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১৩০-এ পাঠাতে হবে এবং এটির ভিত্তি স্থির করা হবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অভিযোগকারীকে স্বয়ং অথবা লিগ্যাল প্র্যাক্টিশনার কর্তৃক মন্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করবেন। সমস্ত আপত্তির শুনানি এবং প্রয়োজনে অধিকতর অনুসন্ধানের পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে আপত্তি গ্রহণ বা খারিজ করা হবে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আইনের ২০ডি ধারার (২) নং উপধারা মতে প্রদত্ত যে কোনও আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

আগ্রহী ব্যক্তি এই প্রজ্ঞাপন আওতাভুক্ত জমির নকশা ও জমির অন্যান্য বিবরণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত কার্যালয়ে পরিদর্শন করতে পারবেন।

তপশিল

মৌজা অনুসারে জমির তপশিল

ক্রমিক নং	জেলার নাম	থানার নাম	মৌজার নাম	জে.এল. সংখ্যা	এল.আর. প্লট সংখ্যা	ক্ষেত্রফল (একরে)	ক্ষেত্রফল (হেক্টরে)
১	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	ভোতামারি-২	২০	১৭৫৩	১.০৩৫০	০.৪১৮৮৪
					১৭৫৪	০.১২০০	০.০৪৮৫৬
					১৭৫৫	০.০০৫০	০.০০২০২
					১৭৫৬	০.০৯৫০	০.০৩৮৪৪
					১৭৫৭	০.১৩৫০	০.০৫৪৬৩
					১৭৫৮	০.১৪৫০	০.০৫৮৬৮
					১৭৫৯	০.০১৫০	০.০০৬০৭
ভোতামারি-২ মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						১.৫৫০০	০.০৬২৭২৫
২	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	ভোতামারি-৪	২০	৪১১৮	০.০০৭৫	০.০০৩০৪
					৪১২২	০.০০৫০	০.০০২০২
					৪১২৩	০.০০৭৫	০.০০৩০৪
					৪১২৪	০.০০২৫	০.০০১০১
					৪১২৫	০.০০৫০	০.০০২০২
					৪১২৬	০.০১৭৫	০.০০৭০৮
					৪১১৮/৬৪৯৯	০.০০৫০	০.০০২০২
					৪১২২/৬৫১৮	০.০১৫০	০.০০৬০৭
ভোতামারি-৪ মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						০.০৬৫০	০.০২৬৩০
৩	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	ঝাঁঝরি-১	৮	৯৯৭	০.১৭০০	০.০৬৮৮০
					৯৯৮	০.৫৭০০	০.২৩০৬৭
					৯৯৯	০.১১০০	০.০৪৪৫১
					১০০০	০.০৭০০	০.০২৮৩৩
					১০০২	০.৩১৫০	০.১২৭৪৭
					১০০৫	০.০৩৫০	০.০১৪১৬
					১০০৬	০.০৩০০	০.০১২১৪
					১০০৯	০.২০৫০	০.০৮২৯৬
					১০১০	০.০৫০০	০.০২০২৩
					১০১১	০.২৩০০	০.০৯৩০৮
					১০১২	০.২৫০০	০.১০১১৭
					১০১৩	০.১৩০০	০.০৫২৬১
					১০১৪	০.১০০০	০.০৪০৪৭
					১০১৫	০.০৫০০	০.০২০২৩
					১০১৬	০.০৩০০	০.০১২১৪
					১০১৭	০.০৬০০	০.০২৪২৮
ঝাঁঝরি-১ মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						২.৪০৫০০	০.৯৭৩২৫
৪	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	ঝাঁঝরি-২	৮	২১২৩	০.০৪০০	০.০১৬১৯
					২১২৪	০.২২০০	০.০৮৯০৩
					২১২৫	০.০৪০০	০.০১৬১৯
					২১২৭	০.০৫০০	০.০২০২৩
					২১২৮	০.০৪০০	০.০১৬১৯
					২১২৯	০.০৪০০	০.০১৬১৯
					২১৩০	০.১২০০	০.০৪৮৫৬
					২১৩২	০.০১৫০	০.০০৬০৭
					২১৩৩	০.০১৫০	০.০০৬০৭
					২১৩৪	০.০৪০০	০.০১৬১৯
					২১৩৫	০.০১০০	০.০০৪০৫
					২১৪৫	০.০১৫০	০.০০৬০৭
					২১৪৬	০.০১৫০	০.০০৬০৭
					২১৪৭	০.০১০৫০	০.০৪২৪৯
					২১৬৪	০.০১০০	০.০০৪০৫
					২১৮৪	০.০০৫০	০.০০২০২
					২১৮৫	০.০৪০০	০.০১৬১৯
					২১৮৬	০.০৩০০	০.০১২১৪
					২১৮৭	০.২৩০০	০.০৯৩০৮
					২১৮৯	০.০৮০০	০.০৩২৩৭
					২১৯০	০.১১০০	০.০৪৪৫১
					২১৯১	০.০৩০০	০.০১২১৪
					২১৯২	০.০৫০০	০.০২০২৩
					২১৯৩	০.১০৫০	০.০৪২৪৯
					২১৯৫	০.১৯০০	০.০৭৬৮৯
					২১৯৬	০.১৫৫০	০.০৬২৭৩
					২১৯৭	০.০১০০	০.০০৪০৫
					২১৯৮	০.০২০০	০.০০৮০৯
					২১৯৯	০.০৬০০	০.০২৪২৮
					২২০০	০.১৭৫০	০.০৭০৮২
					২২০২	০.২৩৫০	০.০৯৫১০
					২২০৬	০.২০০০	০.০৮০৯৪
					২২০৭	০.০১০০	০.০০৪০৫
					২২০৮	০.২১০০	০.০৮৪৯৮
					২২০৯	০.২৩৫০	০.০৯৫১০
					২১৯৫/৩৪১৮	০.১৯০০	০.০৭৬৮৯
					২১৯৯/৩৪২২	০.০৩০০	০.০১২১৪
ঝাঁঝরি-২ মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						৩.১৭৫০	১.২৮৪৯
৫	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	জিয়াখুরি-১	৩	৮৯৩	০.০২০০	০.০০৮০৯
					৮৯৫	০.১৬৫০	০.০৬৬৭৭
জিয়াখুরি-১ মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						০.১৮৫০	০.০৭৪৯
৬	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	জিয়াখুরি-৩	৩	৪১৫১	০.০১০০	০.০০৪০৫
					৪১৫২	০.০১০০	০.০০৪০৫
জিয়াখুরি-৩ মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						০.০২০০	০.০০৮১
৭	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	কোইমারি-১	৭	১০	০.০২৫০	০.০১০১২
					১১	০.৪৮৫০	০.১৯৬২৭
					১২	০.২৯০০	০.১১৭৩৬
					১৩	০.৪৫৫০	০.১৮৪১৩
কোইমারি-১ মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						১.২৫৫০	০.৫০৭৯
৮	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	কোইমারি-২	৭	২১২৪	০.০০৭৫	০.০০৩০৪
					২১২৫	০.০১০০	০.০০৪০৫
					২১২৬	০.০২০০	০.০০৮০৯
					২১২৭	০.০৬০০	০.০২৪২৮
					২১২৮	০.০০৭৫	০.০০৩০৪
					২১২৯	০.০৯০০	০.০৩৬৪২
					২১৩৭	০.০৪০০	০.০১৬১৯
					২১৩৯	০.০৩৫০	০.০১৪১৬
					২১৪০	০.০২৫০	০.০১০১২
					২১৪১	০.০০০৫	০.০০০২০
					২২৪৬	০.০২০০	০.০০৮০৯
					২২৪৭	০.০২৫০	০.০১০১২
					২২৫০	০.০৫৫০	০.০২২২৬
					২২৫১	০.০৪৫০	০.০১৮২১
					২২৭৩	০.০৭৫০	০.০৩০৩৫
					২২৭৪	০.১২০০	০.০৪৮৫৬
					২২৭৫	০.০৬০০	০.০২৪২৮
					২২৭৬	০.০০০৫	০.০০০২০
					২৩১৫	০.০০০৭	০.০০০২৮
					২৪৪৫	০.০২০০	০.০০৮০৯
					২৪৪৬	০.০১০০	০.০০৪০৫
কোইমারি-২ মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						০.৭২৬৭	০.২৯৪১
৯	উত্তর দিনাজপুর	চোপড়া	পোয়াখালি	৪	৫৪৬	০.২০০০	০.০৮০৯৪
					৫৫৬	০.০৬০০	০.০২৪২৮
					১০৯৮	০.০৬০০	০.০২৪২৮
					১১০৫	০.০২৫০	০.০১০১২
					১১০৭	০.০১০০	০.০০৪০৫
পোয়াখালি মৌজার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						০.৩৫৫০	০.১৪৩৭
উত্তর দিনাজপুর জেলার মোট ক্ষেত্রফল (কমবেশি)						৯.৭৩৬৭	৩.৯৪০২৩

[এফ. নং. ডব্লিউ/২০৭/কন/এনজেপি/ল্যান্ড/এইউবি-এনজেপি (৩য় এবং ৪র্থ লাইন)/৪]
সঞ্জীব কুমার, সিই/কন/এনজেপি/প্রোজেক্ট

ডানকুনিতে লাক্স কোজি গ্রুপের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে শুভেন্দু অধিকারী।

৬০০ কোটির কারখানার শিলান্যাস

ডানকুনি, ১১ জুলাই : বাংলায় বড় বিনিয়োগের পথ সুগম করতে এবার জমি নীতিতেই বদল আনার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার হুগলির ডানকুনিতে লাক্স কোজি গ্রুপের ৬০০ কোটি টাকার নতুন পোশাক উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে ১০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুরসভা বা পঞ্চায়েতের চক্কর কাটতে হবে না, সরাসরি 'সিঙ্গেল উইন্ডো' ব্যবস্থার মাধ্যমে মিলবে ছাড়পত্র ও জমি। ল্যান্ড সিলিং পলিসিও বদলে দেওয়া হবে।

ভূমিপুজো ও শিলান্যাস করে এই নতুন শিল্পযুগের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিনিয়োগে আবার ভারতসেরা হবে শ্যামাপ্রসাদের বাংলা। ডবল ইঞ্জিনের সুফল সবাই পাবেন।' বিগত বাম ও তৃণমূল জমানাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'গত পাঁচ দশকে রাজ্যে ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ সুদসহ ঋণ শোধ করতেই চলে যাচ্ছে, যা পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রভাব ফেলছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত দু'মাসে পরিবেশ অনেকটাই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মে মাসের পর কেউ টাকা চাইতে যাচ্ছে না। দুর্নীতি ও দাদাগিরি বরদাস্ত করা হবে না।' রাজ্য সরকার সরকারি চাকরি, বেসরকারি চাকরি এবং ব্যবসার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে 'ত্রিমুখী কর্মসংস্থান' গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে।

লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডানকুনিতে তাদের বর্তমান ৮ লক্ষ বর্গফুট কারখানার সঙ্গে আরও ১২ লক্ষ বর্গফুট এলাকা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ২০ লক্ষ বর্গফুটের এই প্রকল্প সম্পূর্ণ চালু হলে এটি এশিয়ার

এই বিনিয়োগ ভারতের উৎপাদন শিল্পের ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের আস্থার প্রতিফলন।

অশোক টোডি
চেয়ারম্যান, লাক্স গ্রুপ

অন্যতম বৃহৎ পোশাক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। এর ফলে বছরে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে আরও ২০ কোটি পোশাক। একইসঙ্গে প্রায় ৩ হাজার প্রত্যক্ষ এবং ৬ হাজার পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। অনুষ্ঠানে লাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অশোক টোডি বলেন, 'এই বিনিয়োগ ভারতের উৎপাদন শিল্পের ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের আস্থার প্রতিফলন।' শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের শিল্প মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হল। শিল্প বাড়লে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ও ব্রেন ড্রেন দুই-ই কমবে।'

কলকাতায় ওড়িশা ফেস্টিভাল

কলকাতা, ১১ জুলাই : খিদিরপুরের 'শ্রী জগন্নাথ সেবা সমিতি'-র সাংস্কৃতিক শাখা 'উৎকলা'-র উদ্যোগে ১৬ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত নয়দিনব্যাপী রথযাত্রা ও ওড়িশা ফেস্টিভাল হবে। ১৬ জুলাই খিদিরপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে ভবানীপুরের নর্দার্ন পার্ক পর্যন্ত রথযাত্রার মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হবে। ১৭ জুলাই থেকে নর্দার্ন পার্কে ওড়িশা ফেস্টিভাল শুরু হবে, যেখানে ওড়িশার শিল্প, সংস্কৃতি, হস্তশিল্প ও ওড়িয়া খাবারের প্রদর্শনী থাকবে। উৎসবে অধ্যাপক পিকে মিশ্রকে 'উৎকলা সম্মান ২০২৬' প্রদান করা হবে।

আশাকর্মীদের নজরদারি

কলকাতা, ১১ জুলাই : শিশুদের মারাত্মক ডিজিটাল আসক্তি রুখতে এবার প্রায় ৭৫ হাজার আশাকর্মীকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহের সময় অভিভাবকের কাছে নতুন প্রশ্নের উত্তরও চাইবেন— 'আপনার সন্তান দিনে কতক্ষণ মোবাইল ঘাঁটে?' কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রাষ্ট্রীয় বাল সুরক্ষা কার্যক্রম ২.০-এর অধীনে সম্প্রতি তাঁদের প্রশিক্ষণ মডিউলে বড়সড়ো বদল আনা হয়েছে।

রাজ্যের নির্দেশ

কলকাতা, ১১ জুলাই : স্কুল ও মাদ্রাসায় প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় বন্দে মাতরম গাওয়া আগেই বাধ্যতামূলক করেছিল নতুন সরকার। এবার সেই একই নির্দেশিকা পৌঁছাল সমস্ত সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কড়া নির্দেশ, কলেজের যে কোনও ছাত্র-জমায়েত বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় স্তোত্র গাইতে হবে। সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে পড়ুয়াদের কাছে এই ঐতিহাসিক গানের তাৎপর্যও তুলে ধরতে হবে কলেজ কর্তৃপক্ষকে।

ব্যালেন্স চেক করে হতবাক বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা

অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১১ জুলাই : লটারির টিকিট কাটার দরকার নেই, গুপ্তধনের খোঁজ করারও কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি যদি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হন, তবে নিছক পাড়ার সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ব্যাংকের ব্যালেন্স চেক করলেই রাতারাতি হয়ে যেতে পারেন ৭০০-৭৫০ কোটি টাকার মালিক। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন। গত দু'দিন ধরে উত্তরবঙ্গজুড়ে হঠাৎ করেই শুরু হয়েছে 'কোটিপতি হওয়ার মরশুম'। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার থেকে ফাঁসিদেওয়া, মিনি ব্যাংক বা গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে গিয়ে আধার সংযুক্ত অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স চেক করলেই স্ক্রিনে ম্যাজিকের মতো ফুটে উঠছে ৭৪০ থেকে ৭৫৯ কোটি টাকারও বেশি। দিন আনা, দিন খাওয়া দরিদ্র পরিবারগুলির কাছে আচমকা এত বিপুল টাকার অঙ্ক যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপ্টিবাড়ি এলাকায়। সেখানকার জোরদারটারির বাসিন্দা শেফালি রায়। স্বামী সুকান্ত রায় পেশায় প্রান্তিক কৃষক। ভাঙাচোরা দরমার বেড়ার ঘরেই তাঁদের বাস। শনিবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকেছে কি না, তা দেখতে শেফালি স্থানীয় একটি কিয়স্কে যান। আধার-সংযুক্ত বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে ব্যালেন্স চেক করতেই বেরিয়ে আসে স্লিপ। তা দেখেই প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড় তাঁর। অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স দেখাচ্ছে ৭৫৯ কোটি টাকারও বেশি। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে এল, তা ভেবেই আতঙ্কে তিনি সোজা এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে গা-ঢাকা দেন। তাঁর ছেলে দীপেন রায় তড়িঘড়ি ছুটে যান ময়নাগুড়ি থানায়। দীপেন বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। ব্যাংকের কোনও ত্রুটির কারণেই এত টাকা ঢুকেছে। আমরা চাই ব্যাংক দ্রুত এই টাকা ফেরত নিক।'

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রনগরে দেখা গেল অন্য ছবি। সেখানকার বৃদ্ধ অগেশ্বর বর্মন শুক্রবার বার্ধক্য ভাতার ১ হাজার টাকা তুলতে গিয়ে দেখেন তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে প্রায় ৭৪০ কোটি টাকা। শনিবার ফের ব্যালেন্স চেক করতে গেলে দেখেন, ব্যালেন্স আরও বেড়ে ৭৫৯ কোটি ৬৯ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। অগেশ্বর ঘাবড়ে গিয়ে সোনাপুর ফাঁড়িতে খবর দিলেও, তাঁর স্ত্রী সরোদিনি বর্মন সরল মনে এক দাবি করে বসেছেন। তাঁর কথায়, 'এত টাকা যখন ঢুকেই পড়েছে, তখন এখান থেকে আমাদের অর্ধেক টাকা দেওয়া হোক। আর বাকি টাকা সরকার নিয়ে নিক।' একই 'ভূতুড়ে ব্যালেন্স'-এর সাক্ষী কোচবিহার ও হলদিবাড়ির বাসিন্দারাও। শনিবার কোচবিহার-১ ব্লকের মাথাপাড়া গ্রামের এক গৃহবধূ কৌতূহলবশত ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে ওই একই অঙ্ক দেখেন। এত টাকা দেখে তিনি অসুস্থবোধ করতে শুরু করেন। তবে কিছুক্ষণ পর ফের ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে দেখেন, অ্যাকাউন্টে রয়েছে তাঁর জমানো মাত্র ১,০৯০ টাকা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'কিছু সময়ের জন্য কোটিপতি হওয়ার অনুভূতি অন্তত পেলাম।'

অন্যদিকে, এদিন হলদিবাড়ির সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সুপর্ণা রায় স্কুলের স্কলারশিপের ৯০০ টাকা তুলতে গিয়ে নিজের অ্যাকাউন্টে ৭৫৯ কোটি টাকা দেখে। তার মা শম্পা রায় দেবনাথের বক্তব্য, 'আমরা দিন আনি দিন খাই। মেয়ের অ্যাকাউন্টে এত টাকা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছি।' একই দৃশ্য ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর এলাকার মেহেরুন্নেসার। তিনিও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা যাচাই করতে এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিএসপি-তে যান। গিয়ে দেখেন অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭৪০ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা জমা রয়েছে। হতবাক ওই গৃহবধূ পুলিশকে বিষয়টি জানান। বর্তমানে তাঁর অ্যাকাউন্টটি নিষ্ক্রিয় দেখাচ্ছে।

তবে এই স্বপ্নের ঘোর বেশিক্ষণ টেকেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্তারা জানিয়েছেন, পুরোটাই সার্ভারের প্রযুক্তিগত ত্রুটি। বাস্তবে গ্রাহকদের মূল হিসেবে এই টাকার কোনও অস্তিত্ব নেই, তা তোলাও কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সার্ভার যাই বলুক না কেন, একবার ব্যালেন্স চেক করে আসতেই পারেন। কে বলতে পারে, সার্ভারের কৃপায় হয়তো কয়েক মিনিটের জন্য আপনিও ধনী ব্যক্তি হওয়ার স্বাদ পেয়ে যেতে পারেন!

জলপাইগুড়িতে হাইড্রোগ্রাফ স্টেশন

ভূগর্ভস্থ জলের খবর দেবে স্কুল চত্বর

নাগরাকাটা, ১১ জুলাই : জলসম্পদ সংরক্ষণে এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হল জলপাইগুড়ি জেলায়। এবার জেলার বাছাই করা বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলের খোলা মাঠে 'স্থায়ী হাইড্রোগ্রাফ স্টেশন' (পিএইচএস) তৈরি হতে চলেছে। ভূগর্ভস্থ জলের চাপ, জলের স্তর ও প্রবাহের হার নিখুঁতভাবে মাপতে জলসম্পদ অনুসন্ধান দপ্তর এই আধুনিক স্টেশনগুলি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইতিমধ্যে কোন কোন স্কুলে এই কাজ করা যেতে পারে তার একটি তালিকা ও 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' (এনওসি) চেয়ে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কাছে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ অনুসন্ধান ডিভিশন (৪) চিঠি পাঠিয়েছে। দপ্তরের চিঠি পেয়ে সংসদের তরফেও তৎপরতার সঙ্গে জেলার প্রতিটি শিক্ষা সার্কেলের সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। স্কুলের নাম, ঠিকানার পাশাপাশি জিপিএস লোকেশনের জন্য অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এবং কাছাকাছি পরিচিত ল্যান্ডমার্কের তথ্য দ্রুত জমা দিতে বলা হয়েছে। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'স্কুলগুলির কাছ থেকে তথ্য আসা মাত্রই তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় এনওসি দিতেও কোনও আপত্তি নেই।'

স্কুল চত্বরে এই হাইড্রোগ্রাফ স্টেশন তৈরির জন্য প্রকাণ্ড জায়গার প্রয়োজন হবে না। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, স্কুল ক্যাম্পাসের খোলা আকাশের নীচে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বড়জোর এক মিটার জায়গা ঘিরেই এই স্টেশন তৈরি করা হবে। সেখানেই মাটির নীচে বসানো হবে অত্যাধুনিক যন্ত্র, যার পোশাকি নাম 'পিটট টিউব' বা 'পিজোমিটার'। পিজোমিটার হল এমন একটি যন্ত্র, যা মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে তরল কতটা উচ্চতায় ওঠে তা ট্র্যাক করে। এর মাধ্যমে মূলত ভূগর্ভস্থ জলের চাপ ও স্তর নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায়। পাশাপাশি পিটট টিউবের মাধ্যমে মাটির নীচে জলের প্রবাহের বেগও নির্ণয় করা সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বেশিরভাগ একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। ফলে সেই স্কুল চত্বরগুলিতে হাইড্রোগ্রাফ স্টেশন বসানো হলে, গোটা জেলার প্রতিটি কোনায় মাটির নীচের জলস্তরের একেবারে সঠিক ও বাস্তব চিত্রটি উঠে আসবে। বৃষ্টিপাত, পাহাড়ের বরফগলা জল বা যথেচ্ছভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে মাটির নীচের জলাধারগুলিতে ঠিক কী প্রভাব পড়ছে, তার স্পষ্ট তথ্য মিলবে এই স্টেশনগুলি থেকে। সংগৃহীত তথ্যগুলি দপ্তরের কাছে সংরক্ষিত থাকবে। ফলে জল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনও কাজে পরবর্তীতে সুবিধা হবে।

> **স্কুলগুলির কাছ থেকে তথ্য আসা মাত্রই তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এনওসি দিতেও কোনও আপত্তি নেই।**
>
> **শ্যামলচন্দ্র রায়** চেয়ারম্যান, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ এক্সপ্রেস, দুপুর ১.০০ পাগলু-টু, বিকেল ৪.০০ মন মানে না, সন্ধে ৭.০০ সংঘর্ষ, রাত ১০.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ প্রেমী, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.০০ বড় বউ, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ বিবাহ অভিযান

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অনুতাপ, বেলা ১১.৩০ অভাগিনী, দুপুর ২.৩০ মায়া মমতা, বিকেল ৫.০০ প্রজাপতি, রাত ৮.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, ১১.০০ আজকের সন্তান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.৩০ স্বপ্ন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জবাব চাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয় বিজয়

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৬ দিওয়ানা, দুপুর ২.৫৪ ম্যাঁয় হু না, সন্ধে ৬.৫০ ফর্জ, রাত ৯.৪৫ এয়লান

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৫৫ ঘর এক মন্দির, দুপুর ১.৫০ অওলাদ, বিকেল ৪.৫৪ আগ, সন্ধে ৭.৫০ অনাড়ি, রাত ১১.১৪ বীরাসত

বিবাহ অভিযান রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

হিস্ট্রি অফ লাইফ অন আর্থ রাত ৮.৫৯ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

প্রজাপতি বিকেল ৫.০০ জি বাংলা সোনার

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসাক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করলেও আগামীর জন্যে কিছু পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে কাটবে। সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্ববোধ করবেন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সাহায্যে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

বৃষ : সপ্তাহের শেষদিকে সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির খবরে স্বস্তি। ব্যবসার কাজে দূরস্থানে যাত্রা করতে হতে পারে। পরের জন্যে কিছু করতে পেরে মানসিক তৃপ্তিলাভ। পথে চলতে একটু সতর্ক থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে মানসিক চাপ। প্রেমের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

মিথুন : ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। জমি ও বাড়ি কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ছাত্রছাত্রীরা সাফল্য লাভ করবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সংকটে পড়তে পারেন। অপত্যস্নেহের কারণে অধিক অর্থব্যয়। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

কর্কট : সামান্য আর্থিক সমস্যা সপ্তাহের প্রথম দিকে থাকলেও পরে কেটে যাবে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে নিকট প্রিয়জনেরা অন্যায় কাজ করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক কোনও পরীক্ষায় সাফল্য মিলবে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে মানসিক দুশ্চিন্তা কমবে। ঋণ পরিশোধ করে স্বস্তি। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

সিংহ : সংসারে সামান্য মতবিরোধ কিন্তু বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা সক্রিয় হবেন। কোনও সাহসী সিদ্ধান্ত এ সপ্তাহে নিতে হতে পারে। তবে এবিষয়ে অভিজ্ঞ কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে পরামর্শ নিন। সপ্তাহের মাঝামাঝি কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নেবে।

কন্যা : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। অংশীদারি ব্যবসায় অশান্তি। বিদ্যার্থীরা সাফল্য পাবেন। হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়বেন। নতুন বাড়ি কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। প্রণয়ে সমস্যা হতে পারে। কোনও নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ। নতুন কোনও ব্যবসা বা চাকরির সন্ধান এ সপ্তাহে চেষ্টা করলে সাফল্য পাবেন।

তুলা : ব্যবসায় প্রথম সপ্তাহে সামান্য মন্দাভাব চলবে। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায়ীরা এ সপ্তাহে বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। নিজের বুদ্ধির ভুলে কোনও সম্পূর্ণ হয়ে আসা কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন আগের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে মানসিক যন্ত্রণা। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে গর্ববোধ। সপ্তাহের শেষদিকে পরিবার নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

বৃশ্চিক : বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। সামান্য কারণেই আপনি উত্তেজিত হওয়ায় কাজ পণ্ড হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা গুরুত্ব পাওয়ায় খুশি হবেন। বাড়ি সংস্কারে অতি আবেগে ব্যয়। ভাইবোনের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ দিকটি কাটিয়ে মানসিক আনন্দ।

ধনু : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পেরে স্বস্তি পাবেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও উপেক্ষা না করে চিকিৎসকের কাছে যাবেন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় সামাজিক সম্মান নষ্ট হতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। সংসারের কাজে সারা সপ্তাহ পরিশ্রমে যাবে।

মকর : নিজের ভুলেই ব্যবসায় অতিরিক্ত অর্থব্যয়। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে অযথা মানসিক কষ্ট। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা হলেও তা কেটে যাবে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। সংসারের ছোটখাটো সমস্যা এড়িয়ে চলুন। এ সপ্তাহে স্কুটার, বাইক একটু সাবধানে চালান।

কুম্ভ : বাবার শরীর নিয়ে সপ্তাহ ধরে দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। দূরের বন্ধুর কাছ থেকে আসতে পারে মূল্যবান উপহার। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে সাফল্য আসবে। সংগীতশিল্পী হলে নতুন সুযোগ প্রাপ্তি।

মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অধিক লাভের আশায় ব্যবসায় বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কোনও নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। চোখের রোগে ভোগান্তি বাড়বে। দাম্পত্যে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি একটু যত্ন নিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ২১ আষাঢ়, ১২ জুলাই ২০২৬, ২৭ আহার, সংবৎ ১৩ আষাঢ় বদি, ২৬ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।২৩। রবিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৮।৫৪। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ৭।২। বৃদ্ধিযোগ রাত্রি ৮।২। গরকরণ দিবা ১০।৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।৫৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৭।২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, সন্ধ্যা ৬।১১ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী-দক্ষিণে রাত্রি ৮।৫৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৩ গতে ২।২৩ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, অপরাহ্ন ৫।১৮ গতে পূর্বে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৮।৫৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ, দিবা ৭।২ গতে ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৭।২ মধ্যে ধান্যরোপণ, রাত্রি ৮।৫৪ মধ্যে গর্ভাধান। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।২৩ গতে ৬।৪৭ মধ্যে ধনুর্লগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৫৪ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫২ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।৩৮ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৪।৩৫ গতে ৫। ২৯ মধ্যে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE,PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 13) Tender Id: 2026_WBPWD_5016630_1 & 2026_WBPWD_5016630_2. Bid submission start date: 15.07.2026, 14.30 hrs & Bid submission closing date: 29.07.2026, 14.30 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/-EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T12296(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/eNIT-10/2026-27 and ID : 2026_PHED_1031817_1 to 2026_PHED_1031817_3 for different work like Laying of pipeline and Protection work of HOPE PWSS under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 27.07.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum/corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T12284(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD are invited Notice Quotation no. WBPWD/EE/DDD/NIeQ-03/2026-27 for the work 1 (One) no. Service work "Providing round the clock security by deploying 15 nos. Security Personnel without Arms on purely temporary basis of different categories for guarding different premises under DDDivn." Last date of Bid Submission 28-07-2026 upto 14:00 Hrs. All documents alongwith Corrigenda can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5016637_1. Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. ICA-T12298(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
e-tender has been invited against NIT No. 01 of 2026-27 by the Executive Engineer (Agri-Mech), Cooch Behar (Agri-Mech) Division for the works of Maintenance of Misc. Works at Different Major RLI Schemes, in Coochbehar district. Total Tender amount is Rs.571879.00 vide e-Tender Id- 2026_WRDD_1031640_1 to 2. Last date & time of Bid submission is 18.07.2026 up to 18.00 PM. Other details may also be seen from the office notice board& in https://wbtenders.gov.in website. Corrigendum if any will be published in website only.
Sd/
Executive Engineer(A-M),
Coochbehar(A-M)Division
ICA-T12260(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E.Dte.on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. WBPHED/EE/JD/eNIT-11/2026-27 and ID: 2026_PHED_1031906_1 for potable Water Supply through water tanker at different location icw Shrabani Mela under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 16.07.2026 upto 16:00 Hours. The details/addendum/corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. ICA-T12287(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Dinhata Sub-Division, Dinhata, Cooch Behar invites online e-tender. e-NIT No.- 04 OF 2026-2027 AE, DINHATA. Tender ID : 2026_WBPWD_5016651_1. Bid Submission start date (online) : 14.07.206 from 10:30 Hrs. Bid Submission closing date (online) : 24.07.2026 from 14:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Dinhata Sub-Division, Dinhata, Cooch Behar. ICA-T12315(2)/2026

BSF SR. SEC. RESIDENTIAL SCHOOL, KADAMTALA, SILIGURI
(Affiliated to CBSE New Delhi)
WALK IN INTERVIEW
Walk in interview for the post of PGT History, Counselor & Wellness Teacher (TGT), TGT Sanskrit, TGT Bengali, TGT Science, TGT Art Education and Laboratory Attendant (MTS) purely on contractual basis on 21st July 2026 at 0830 onwards. Details of required Qualification, Age limit and salary may be seen in the school website.
The interested eligible candidate should submit their application to the school office prior to the date of walk-in-interview through post or in person. Candidate must apply only in a prescribed Application Form alongwith self attested photo copies of all testimonials and original of the same must be produced during interview. Prescribed Application Form may be downloaded from school website **www.bsfschoolkadamtala.in** No separate call letter will be issued to the candidate. No TA/DA shall be admissible for attending the interview.
Phone No. 0353-2580820 **Principal**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৩১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৩২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHAMAAL 4 (H)
*ing : Ajay Devgn, Riteish Deshmukh Arshad Warsi, Jaaved Jaaferi
Show Time : 12.30, 3:15, 6:15 PM
A.C with Dolby Digital

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
WELCOME TO THE JUNGLE — SHOW TIME 10.40 AM HINDI
আজও অর্ধাঙ্গিনী — SHOW TIME 04.30 PM BENGALI
DHAMAAL 4 — SHOW TIME 01.30 PM, 07 PM HINDI

স্পোকেন ইংলিশ

■ উচ্চারণ চর্চায় স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। ২ মাসের কোর্স। 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/122291)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ 30 বছরের বিশ্বস্ত ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানির জন্য জেলাভিত্তিক PCD চাই। 9748995599. (K)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য মালবাজার, শিলিগুড়ি, সিতাই, ময়নাগুড়িতে ডিস্ট্রিবিউটার ও বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

বিক্রয়

■ আসাম জোড়হাটে ১০ বিঘা জমির উপর ২টি সুইমিং পুল ২টি Banquat hall ইত্যাদি সহ বিক্রি হইবে। Bar cum Restaurantও আছে। (M) 9733066255. (C/122292)

■ কোচবিহার শহরের মাঝখানে হরিশপাল চৌপথীতে 3500 sq.ft. কমার্শিয়াল স্পেস বিক্রয়। M : 8617506535. (CA)

■ 250 sqft shop sale @55L at Siliguri 9635314408. (K)

■ রাস্তা সংলগ্ন ৮৭ ডি জমি বিক্রয় হইবে। বালুরচিপ মৌজা খারিজা বেরুবাড়ি, জলপাইগুড়ি, (M) 8101673907. (C/122291)

বিক্রয়

■ সুভাষপল্লিতে মনোরম পরিবেশে 2 BHK, গ্যারাজ সহ ফ্ল্যাট (G) সত্বর বিক্রয় হবে। M- 8167694813 (6-10 P.M) (C/121489)

■ উত্তর ভারত নগর তরুণ তীর্থ ক্লাব এর কাছে ২.৫ কাঠা জমি বিক্রি আছে। (M : 9830530952). (K)

■ জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়া 11 নং গলিতে প্রতাপ সংঘ ক্লাবের নিকট দক্ষিণে ড্রেন সহ 32 ফুট রাস্তা এবং পূর্বে ড্রেন সহ 40 ফুট রাস্তা কর্নার প্লটে জমি সহ বাড়ি বিক্রয়। টোটাল জমি 5 কাঠা। দাম 1.25 কোটি। পেপার সমস্ত আপডেট আছে। জলপাইগুড়ি হাইকোর্টে টোটো রিক্সায় মাত্র 15-20 মিনিট ফোন :- 919073127309. (যোগাযোগের সময় রাত্রি 8-9 টা)। (C/122291)

■ ফালাকাটার মাদারীরোডে সুরক্ষা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পেছনে বাড়ি বিক্রয়। যোগাযোগ 8250341459. (C/122790)

■ 850 sqft covered Garage, sale near Shanti More, Siliguri, 9830506995 (M). (C/122796)

■ 4/2, BHK, 1640/960 sqft N-Face Gr.fl. Flat sale-no parking, Gokhale Rd. by Lane, Siliguri 9830506995 (M). (C/122796)

■ শিলিগুড়ি-শান্তিনগর, শিলবাড়ির নিকট-২ কাঠা বাস্তুজমি বাউন্ডারী ঘেরা দুদিকে পাকা রাস্তা ৪৮ লাখে বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতারাই যোগাযোগ করুন। 9434073488. (C/122293)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়িতে খতিয়ান/L.R. ভুক্ত 6 কাঠা জমি বিক্রি হবে। শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। (দালাল নিষ্প্রয়োজন) 9831417949. (C/122291)

■ 1 1/2 কাঠা জমির উপর বাড়ি বিক্রয় ফাপরিতে, নিয়ার হোটেল ফর্চুন, ইস্টার্ন বাইপাস, শিলিগুড়ি। M : 9832096748. (C/122293)

■ চম্পাসারি, পকাই জোত, National Public School-এর নিকটে 6 কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 9933386750. (C/122294)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া ৩ তলায় 2 BHK, 570 স্কো ঃ ফুঃ পুরানো পিছনের ফ্ল্যাট বিক্রয়। লিফট নেই। দাম ২০ লক্ষ। 9474897702. (C/122294)

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ স্পিতি ভ্যালি 20/09, কেদার-বদ্রী 01/10, কাশ্মীর 17/10, 27/10, রাজস্থান 17/10, 19/12, অরুণাচল 17/10, কেরালা 17/10, 28/10, 18/12, গুজরাট 23/11,21/12, দক্ষিণ ভারত 06/12, থাইল্যান্ড 30/10, ভিয়েতনাম 23/11, আন্দামান any day. M : 9733373530 (জলপাইগুড়ি), 9474797330 (শিলিগুড়ি)। (C/122448)

ভাড়া

■ অধ্যাপক স্বামী-স্ত্রী জলপাইগুড়ি শহরে 3 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া চাই। দালাল নহে। 7479093169. (C/122770)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/122292)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ সমস্ত উত্তরবঙ্গ জুড়ে E.V. চার্জিং পয়েন্ট বসিয়ে ভালো আয় করার সুযোগ নিন। ব্যাটারি চালিত সমস্ত গাড়ির জন্য। যোগাযোগ 8337833777. (C/122293)

ভাড়া

■ হাকিমপাড়া তিলক রোডের উপর দাদাভাই হোটেলের পাশে চার মাথার মোড়ে গ্রাউন্ড এবং ফার্স্ট ফ্লোর 1600 sq.ft.এর অফিস/গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9679080000. (C/122292)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Bharat Roy, S/o. Lakshi Roy, ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 6319880862863 আমার বাবার নাম Lakshi Roy-এর পরিবর্তে Bilash Roy নথিবদ্ধ হয়েছে। আধার কার্ড নং 2201 8749 9170 আমার জন্মের তারিখ 13-5-1968-এর পরিবর্তে 13.5.1966 ভুলবশত লিখিত হয়েছে। গত 09-07-26 C.J. (JR. Divn) Addl Court সদর কোচবিহার, অ্যাফিডেভিড দ্বারা আমার বাবা Lakshi Roy এবং Bilash Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার জন্মের সঠিক তারিখ 13-5-1968 এবং আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Lakshi Roy ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। H.N. Road, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/121488)

■ আমি Amar Bhowal- আমার ভোটার কার্ড ও এডমিট কার্ডে পিতার নাম ভুল থাকায় ইং 22/6/26 জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Mantu Bhowal, Manindra Bhawal Manindra Bhowal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। W. No-1। ধূপগুড়ি। (A/B)

কর্মখালি

■ Need female candidates with Computer knowledge. M:- 7001205756. (C/122291)

■ শিলিগুড়িতে মার্কেটিং এর কাজের জন্য একজন কর্মঠ লোকাল ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগ:- 9832494825. (C/122291)

কর্মখালি

■ Need Accountant with Tally, 5+ yrs exp. full time job. Contact - 7908519702, Address - Debidanga, Champasari, Siliguri. (C/122746)

■ Wanted a B. Tech (Civil), M. Tech (Structural/Geo tech/ Transportation) for consultancy firm at Jalpaiguri, Cont. M 9547590876, email - univsaharoy2013@gmail.com (C/113840)

■ Required Expert Marketing Staff and ladies receptionist for Diagnostics. Maynaguri. Cont. - 9832009477. (S/C)

■ হোটেলে ম্যানেজার চাই, থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে, যোগ্যতা : গ্র্যাজুয়েট, বয়স 25-35. যোগাযোগ - 7364887778. (C/122282)

■ প্রতিষ্ঠিত খাদ্য উৎপাদন ও বেকারি সংস্থায় সেলস এক্সিকিউটিভ প্রয়োজন। যোগ্যতা : স্নাতক পাশ। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। বেতন : আলোচনাসাপেক্ষ। যোগাযোগ : 8927071886. (C/122289)

■ শিলিগুড়িতে, প্যাকেজিং ইউনিটে সুপারভাইসার প্রয়োজন। বেতন - 14K+Fooding+Bonus. Ph:- 9832030425. (C/122291)

■ শিলিগুড়িতে বাড়ির কাজের মহিলা ও কার ড্রাইভার (স্বামী ও স্ত্রী) চাই। (M) 7797712353. (C/122293)

■ প্রসিদ্ধ ব্রান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, ফালাকাটা ও কোচবিহারের জন্য 'সেলস ম্যানেজার' চাইছে। সত্বর যোগাযোগ : (M) 9749827856. (A/K)

কর্মখালি

শিলিগুড়ির বৃহত্তম সংস্থার মার্কেটিং এগজিকিউটিভ, শপবয় ও Graphics Designer চাই - 9832009803. (C/122804)

গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাই বেতন 35K - 45K

■ নামী অফিসে কাজের জন্য ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট যোগ্য শিলিগুড়ির লোকাল মেয়ে চাই। বেতন 35K to 45K PM. Interview সোমবার 13th July, 5-7 P.M., যোগাযোগ প্রবীণ আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd floor, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9733073333. (C/122295)

REQUIRED SECRETARY / EXECUTIVE ASSISTANT
A reputed multi-dimensional business & Industrial concern having HO at Siliguri, requires a smart, educated, dynamic and responsible Secretary / Executive Assistant for office coordi-nation, communication, follow-up work, scheduling, documentation and day-to-day administrative support.
Qualification: Graduate; MBA / Commerce / Mass Communication preferred.
Skills Required: Good communication in English, Hindi and basic Bengali & Nepali, computer knowledge, email handling, discipline, honesty and long-term commit-ment. Candidate must be willing to undertake extensive travelling as part of the job. Valid passport is mandatory.
Place of Posting (Location): Bolpur/Santiniketan.
Experience: Fresher or experienced candidates may apply.
Salary: As per merit and experience.
Whatsapp detailed CV +91 9434054000

কর্মখালি

REQUIREMENT

■ For an Esteemed Tea Company required one Commerce Graduate or Masters in Commerce staff for Siliguri H.O. having very good knowledge in Computer. Apply with CV by WhatsApp : 9434054000. (C/122774)

Green Valley Academy
Applications are invited for the posts of Mother Teacher, TGT (Science), and PGT (Political Science) in a CBSE Affiliated School at Islampur, Uttar Dinajpur, West Bengal - 733202. Interested candidates may send their resume via WhatsApp to 9064952280 / 9734760084 / 8670527177 or email greenvalleyisp@gmail.com

The Dandelion Resort
Belgaum, Karnataka
REQUIRED - RESORT STAFF
MANAGER
(experience preferred)
(Rs 30,000 – 40,000)
COOK / CHEF
(North Indian + Tandoor, 5+ yrs)
(Rs 30,000 – 40,000)
With free lodging & boarding, weekly off.
Whatsapp / email your resume at the earliest
Call: +91 7764006404, 9019582945
help@thedandelion.in,
www.thedandelion.in

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CG-AS-E-06072026-274202
EXTRAORDINARY
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3496] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948
No. 3496] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northeast Frontier Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Maligaon, the 6th July, 2026

S.O. 3657(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Amendment Act, 2008, the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed here to, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely **"Aluabari Road – New Jalpaiguri 3rd & 4th B.G. Line" in the district of Darjeeling, in the state of West Bengal** hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of 30 (thirty) days, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the respective Competent Authority, viz. **Additional District Magistrate (LA), Darjeeling** at his office, in office hours in writing and shall set out the grounds there of, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final in this regard.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid offices of the Competent Authority.

Mouza wise Schedule of Land in Darjeeling District

Sl. No.	Name of District	Name of Police Station	Name of Mouza	J.L. No.	L.R. Plot No.	Area to be Acquired (Acre)	Area to be Acquired (Hectare)
1	Darjeeling	Phansidewa	Bara Pathuram	77	982	0.0007	0.0003
					984	0.0025	0.0010
					985	0.1656	0.0670
					986	0.2352	0.0952
					987	0.1497	0.0606
					988	0.3642	0.1474
					989	0.1982	0.0802
					990	0.3324	0.1345
					991	0.2498	0.1011
					992	0.0529	0.0214
					993	0.0682	0.0276
					999	1.0008	0.4050
TOTAL AREA IN BARAPATHURAM MOUZA (MORE OR LESS)						**2.8202**	**1.1413**
2	Darjeeling	Naxalbari	Rangapani	105	594	0.0660	0.0267
					595	0.9620	0.3893
					598	0.7991	0.3234
					599	0.0232	0.0094
					750	0.1189	0.0481
					753	0.3501	0.1417
					759	0.1105	0.0447
					760	0.1006	0.0407
					761	0.3000	0.1214
					762	0.1400	0.0567
					763	0.0709	0.0287
					764	0.2414	0.0977
					765	0.4520	0.1829
					769	0.0015	0.0006
					770	0.2200	0.0890
					771	0.2753	0.1114
					777	0.2506	0.1014
					778	0.1396	0.0565
					779	0.1000	0.0405
					780	0.4011	0.1623
					787	0.0017	0.0007
					788	0.3138	0.1270
					793	0.0452	0.0183
					798	0.0665	0.0269
					799	0.1011	0.0409
					807	0.0005	0.0002
					808	0.1324	0.0536
					809	0.1806	0.0731
					810	0.0892	0.0361
					811	0.0700	0.0283
					1042	0.1688	0.0683
					1043	0.1119	0.0453
					1044	0.2128	0.0861
					1045	0.4754	0.1924
TOTAL AREA IN RANGAPANI MOUZA (MORE OR LESS)						**7.0927**	**2.8703**
3	Darjeeling	Phansidewa	Bansgaon Chakla - 1	111	401	0.3235	0.1309
					428	0.0188	0.0076
					429	0.0670	0.0271
					431	0.0277	0.0112
					432	0.0815	0.0330
					433	0.0141	0.0057
					434	0.0089	0.0036
					484	0.0185	0.0075
					485	0.0521	0.0211
					486	0.0408	0.0165
					487	0.0205	0.0083
					492	0.0474	0.0192
					532	0.0882	0.0357
TOTAL AREA IN BANSGAON CHAKLA-1 MOUZA (MORE OR LESS)						**0.8090**	**0.3274**
4	Darjeeling	Phansidewa	Bansgaon Chakla - 2	111	854	0.2869	0.1161
					856	0.3615	0.1463
					857	0.2352	0.0952
					920	0.0109	0.0044
					921	0.0366	0.0148
					922	0.0492	0.0199
					924	0.0507	0.0205
					925	0.0210	0.0085
					926	0.0571	0.0231
					927	0.0086	0.0035
					1465	0.0178	0.0072
					1466	0.0040	0.0016
					1688	0.3044	0.1232
					1689	0.0900	0.0364
					1690	0.1200	0.0486
					1691	0.1438	0.0582
					1694	0.0062	0.0025
					1695	0.3548	0.1436
					1697	0.1085	0.0439
TOTAL AREA IN BANSGAON CHAKLA-2 MOUZA (MORE OR LESS)						**2.2672**	**0.9175**
5	Darjeeling	Phansidewa	Leusipakuri	84	469	0.0200	0.0081
					470	0.0524	0.0212
					471	0.0393	0.0159
					536	0.0756	0.0306
					537	0.0655	0.0265
					543	0.0200	0.0081
					546	0.0781	0.0316
					551	0.0717	0.0290
					569	0.1152	0.0466
					576	0.0689	0.0279
					577	0.0121	0.0049
					578	0.0652	0.0264
					580	0.0707	0.0286
					573/1865	0.0472	0.0191
TOTAL AREA IN LEUSIPAKURI MOUZA (MORE OR LESS)						**0.8019**	**0.3245**
6	Darjeeling	Phansidewa	Chhota Pathuram	78	1232	0.0442	0.0179
					1233	0.0351	0.0142
					1234	0.0175	0.0071
					1323	0.0608	0.0246
					1328	0.0479	0.0194
					1329	0.0546	0.0221
					1330	0.0358	0.0145
					1331	0.0702	0.0284
					1332	0.0692	0.0280
					1337	0.0783	0.0317
					1338	0.0514	0.0208
					1339	0.0124	0.0050
					1411	0.1055	0.0427
					1412	0.0783	0.0317
					1231/1729	0.1357	0.0549
					1410/1742	0.0882	0.0357
TOTAL AREA IN CHHOTA PATHURAM MOUZA (MORE OR LESS)						**0.9852**	**0.3987**
7	Darjeeling	Phansidewa	Nirmal	73	56	0.0803	0.0325
					57	0.0339	0.0137
					58	0.5367	0.2172
					64	0.1287	0.0521
					65	1.0823	0.4380
					66	0.0302	0.0122
					67	0.2419	0.0979
					68	0.0262	0.0106
					240	0.0237	0.0096
					241	0.1097	0.0444
					242	0.1515	0.0613
					498	0.0015	0.0006
					499	0.0811	0.0328
					500	0.3694	0.1495
					502	0.0272	0.0110
					503	0.0452	0.0183
					506	0.0665	0.0269
					507	0.0311	0.0126
					508	0.0947	0.0383
					509	0.0183	0.0074
					510	0.0096	0.0039
					517	0.0022	0.0009
					536	0.0042	0.0017
					537	0.0111	0.0045
					543	0.0193	0.0078
TOTAL AREA IN NIRMAL MOUZA (MORE OR LESS)						**3.2265**	**1.3057**
8	Darjeeling	Phansidewa	Banshgaon	110	333	0.0497	0.0201
					334	0.0578	0.0234
					337	0.1710	0.0692
					338	0.1134	0.0459
					345	0.0292	0.0118
					346	0.0062	0.0025
					374	0.1722	0.0697
					375	0.0904	0.0366
					376	0.1025	0.0415
					377	0.0435	0.0176
					399	0.0230	0.0093
					400	0.0934	0.0378
					401	0.0200	0.0081
					402	0.0116	0.0047
					403	0.0405	0.0164
					420	0.0175	0.0071
					421	0.0027	0.0011
TOTAL AREA IN BANSHGAON MOUZA (MORE OR LESS)						**1.0448**	**0.4228**
9	Darjeeling	Phansidewa	Bhushibhita	71	695	0.0143	0.0058
TOTAL AREA IN BHUSHUBHITA MOUZA (MORE OR LESS)						**0.0143**	**0.0058**
10	Darjeeling	Phansidewa	Nembutary	86	480	0.0556	0.0225
					613	0.0778	0.0315
					650	0.0084	0.0034
TOTAL AREA IN NEMBUTARY MOUZA (MORE OR LESS)						**0.1418**	**0.0574**
11	Darjeeling	Phansidewa	Mahipal	88	9	0.1124	0.0455
					11	0.0193	0.0078
					12	0.0129	0.0052
					13	0.0205	0.0083
					15	0.0250	0.0101
					16	0.0151	0.0061
					17	0.0136	0.0055
					18	0.0193	0.0078
					20	0.0143	0.0058
					21	0.0148	0.0060
					22	0.0007	0.0003
					34	0.0006	0.00025
					92	0.0259	0.0105
					93	0.0114	0.0046
					94	0.0146	0.0059
					95	0.0457	0.0185
					96	0.0158	0.0064
					113	0.1497	0.0606
					114	0.0845	0.0342
TOTAL AREA IN MAHIPAL MOUZA (MORE OR LESS)						**0.6161**	**0.24935**
12	Darjeeling	Phansidewa	Paschim Bansgaon Kismat	99	1977	0.0035	0.0014
					1978	0.0082	0.0033
					1980	0.0504	0.0204
					1981	0.0343	0.0139
					1982	0.0390	0.0158
					2244	0.0296	0.0120
					2245	0.0210	0.0085
					2246	0.0321	0.0130
					2247	0.0272	0.0110
					2248	0.0378	0.0153
					2249	0.0600	0.0243
					2250	0.0200	0.0081
					2251	0.3062	0.1239
					2252	0.0262	0.0106
					2253	0.0516	0.0209
					2254	0.0166	0.0067
					2261	0.0205	0.0083
					2262	0.0245	0.0099
					2263	0.0445	0.0180
TOTAL AREA IN PASCHIM BANSGAON KISMAT MOUZA (MORE OR LESS)						**0.8532**	**0.3453**
TOTAL AREA IN DARJEELING DISTRICT (MORE OR LESS)						**20.6729**	**8.36605**

[F. No. W/207/CON/NJP/LAND/AUB-NJP(3rd &4th Line)/3]

SANJEEV KUMAR, CE/CON/NJP Project

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়া বাঘের ছবি।–ফাইল চিত্র

বক্সায় ফের বাঘ আনার প্রস্তুতি ঘিরে যেমন আশার আলো, তেমনই গাছ কাটা, বনবস্তির ভবিষ্যৎ ও পরিবেশ নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন। ক্যানোপি ওপেনিং, ঘাসভূমি পুনরুদ্ধার ও সফট রিলিজের মতো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সমান গুরুত্বপূর্ণ মানুষের আস্থা, স্বচ্ছ প্রশাসন ও ন্যায়সংগত পুনর্বাসন। বাঘের প্রত্যাবর্তন সফল হবে তখনই, যখন সংরক্ষণ, জন অধিকার ও ডুয়ার্সের ভবিষ্যৎ একই সুতোয় গাঁথা থাকবে।

বাঘের বন, বক্সার ভবিষ্যৎ

বিমল দেবনাথ

আজকাল বন মহল্লায় বাঘ নিয়ে চলছে চরম তর্জা; অন্য জঙ্গল থেকে বাঘ এনে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে ছাড়া নিয়ে চলছে তুমুল বাগবিতণ্ডা। অনেকের মনের মধ্যে এখন চলছে মনের বাঘ আর বনের বাঘের দাপাদাপি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, 'বাংলার বাঘ' স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন কিংবা নেতাজির মতো ইতিহাসের বাঘেদের কথা বারবার স্মরণ করতে হচ্ছে। পরিতাপের বিষয়, উত্তরের জঙ্গল থেকে সেই 'সোনারায়' আজ প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। বিগত এক-দেড় দশক ধরে মনে হচ্ছিল বন দপ্তরের অবস্থা যেন টোটোর প্রযুক্তি বসানো ভলভো বাস— আকারে-আকৃতিতে বড় কিন্তু গতিহীন। এখন 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার; তাই হৃতসম্মান ফিরে পাওয়ার আশায় বনের বাঘের পাশাপাশি মানুষের মনের বাঘও গর্জন করছে। তবে এই গর্জনের সমান্তরালে ডুয়ার্সের জনমানসে যে তীব্র বিভ্রান্তি ও সংশয় দানা বাঁধছে, তাকে কোনওভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে অসম বা বিহার থেকে বাঘ ফেরানোর রাজকীয় তোড়জোড়ের মাঝেই যেভাবে বনের গাছ কাটা ও জঙ্গল ব্যবস্থাপনার খবর সামনে আসছে, তা সাধারণ মানুষের একাংশের মনে উদ্বেগ ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। একদিকে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বাঘ ফেরানোর প্রক্রিয়া, অন্যদিকে বনের গাছ কাটার কুঠারধ্বনি— এই আপাত-বিরোধী বৈপরীত্য ডুয়ার্সের একাংশ মানুষকে আজ সন্দিহান করে তুলেছে।

কেন এখন এই সময়ে ক্যানোপি (বনের উঁচু গাছগুলোর ডালপালা ও পাতার মিলিত ছাদ) কাটা হচ্ছে, আর তা নিয়ে পরিবেশবিদদের একাংশের আপত্তিই বা কোথায়, এই প্রশ্নগুলোই এখন জনমানসে ঘুরপাক খাচ্ছে। আসলে, বন দপ্তরের জনসংযোগ ও যোগাযোগের ঘাটতিই এই বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে। যদি শুরু থেকেই অরণ্যের বাসিন্দাদের অন্ধকারে না রেখে সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য সহজ ভাষায় পৌঁছে দেওয়া যেত, তবে আজ বাঘ পুনর্বাসনের এই প্রকল্প নিয়ে এমন অনভিপ্রেত সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হত না। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কোনও গোপন মিশন নয়, বরং এটি একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা। তাই সাধারণ মানুষের মনের সংশয় দূর করতে প্রশাসনিক স্তরে আরও স্বচ্ছতা ও সক্রিয় জনসংযোগ অত্যন্ত জরুরি ছিল। বক্সায় বাঘ পুনর্বাসনের কথা বাতাসে ভাসছে প্রায় এক দশক ধরে। এই বাঘ-বাতাস সবার কাছে সমান নয়। পরিবেশবাদীদের কাছে এটি বন্ধুর বাড়ির বসন্ত বাতাস হলেও, কিছু বনবস্তিবাসী ও ব্যবসায়ীরা এর মধ্যে 'শত্রু শত্রু' গন্ধ খোঁজে। কেন এই আশঙ্কা? কারণ এর পেছনে জড়িয়ে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন বনবস্তিবাসীদের ভিটেমাটি ও বনাধিকার হারানোর তীব্র আতঙ্ক।

'ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি' স্পষ্ট বলেছে, বনের ওপর চাপ কমাতে বক্সায় প্রথম পর্যায়ে ১৩টি গ্রাম এবং দুটি এফডি হোল্ডিং এলাকা থেকে বাসিন্দাদের স্থানান্তরিত করতে হবে। এখন পর্যন্ত মাত্র দুটি বনবস্তি স্থানান্তরিত করা হয়েছে, বাকিগুলোও করতে হবে। তার জন্য নির্দিষ্ট পুনর্বাসন প্রকল্পও রয়েছে। এই স্থানান্তরের প্রক্রিয়া ও বনাধিকার আইন ক্ষুণ্ণ হওয়ার সুযোগ যেমন নেই, প্রশাসনও অবহেলা করতে পারে না। করছেও না। বন অধিকার সংশোধনী আইনের ৪ (২) ধারা মোতাবেক গ্রামসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত পেলেই যথেষ্ট। কিন্তু বন দপ্তর সবার সম্মতি নিতে চাইছে। তাই থমকে আছে কিছু গ্রামের স্থানান্তরিত হবার প্রক্রিয়া। বিতর্ক, এখনও কেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত থাকলেও সংখ্যালঘুকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। একটি বড় প্রকল্পে বিতর্ক থাকতেই পারে, তবে সেই বিতর্ক তথ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া জরুরি। বনে বাঘ পুনর্বাসনের বিষয়ে কথা বলার সঠিক সংস্থা হল এনটিসিএ ও ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। তাদের পরামর্শ মেনেই রাজস্থানের সারিস্কা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে বিশ্বে সর্বপ্রথম সফল বাঘ পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছিল, যেখানে নতুন বনে বাঘিনী সন্তান প্রসবও করেছে। বন দপ্তর তাদের নির্দেশিত পথেই কাজ করে। সেই পথে আবেগের পাশাপাশি বাস্তবতাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

উত্তরবঙ্গ এক সময় ছিল বাঘের আদর্শ বাসস্থান। গভীর বনের বুক চিরে বয়ে যেত চিরপ্রবাহী নদীগুলো। নদীর চরে ছিল ঘাসের বন। সেই ঘাসবনের মধ্যে সবুজ দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে থাকত খয়ের ও শিশুর বন। সেখানে চরে বেড়াত হরিণ ও গৌরের (ভারতীয় বাইসন) মতো নানা তৃণভোজী প্রাণী। ঘন বন ছিল বাঘের বাসস্থান আর নদীর চরের ঘাসবন ছিল তাদের শিকারভূমি। স্বচ্ছতোয়া নদীগুলো ছিল জলের ভাণ্ডার ও তৃষ্ণা মেটানোর আশ্রয়। উত্তরবঙ্গে কোনও ভারী শিল্প স্থাপিত হয়নি, কোনও উন্মুক্ত খনি অঞ্চলও নেই; তবুও প্রকৃতি নষ্ট হয়েছে জনসংখ্যার চাপে। নদী অববাহিকার বন পাতলা হয়েছে, নদীর বুক উঁচু হয়েছে, নদী চরের ও প্লাবনভূমির ঘাসবন বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে বাঘ থাকবে কোথায়! কোনও বনে বাঘ আনতে হলে সবার আগে তার বাসস্থান ঠিক করতে হয়। এই কাজটা মোটেও সহজ নয়। বাসস্থান পুনরুজ্জীবনের কাজগুলো হল মুমূর্ষু রোগীকে জীবনদান করার মতো প্রয়োজনীয় এক কর্মযজ্ঞ। এই যজ্ঞ করতে হবে এখন পর্যন্ত টিকে থাকা নির্জন বনভূমির মধ্যেই।

প্রকৃতির নিয়মে ঘন বনের ভেতরে পর্যাপ্ত ঘাস থাকে না, কারণ ঘাসের জন্য প্রয়োজন প্রচুর আলো। গভীর বনের মাটিতে আলো পড়ে না বলে ডালপালার ছাদ কেটে মাটিতে আলো ফেলার ব্যবস্থা করা জরুরি; বন ব্যবস্থাপনার ভাষায় একে বলা হয় 'ক্যানোপি ওপেনিং'। সেই ফাঁকা জায়গায় ঘাসের চাষ ও বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তবেই বাঘের শিকার হিসেবে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যাও বাড়বে। বাঘের ক্ষেত্রে অচেনা পরিবেশ আনন্দের নয়, বরং আতঙ্কের কারণ হয়। তাই তাকে প্রথমে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ করে নতুন জায়গা চেনানোর প্রক্রিয়াকে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনায় 'সফট রিলিজ' বলা হয়। এই সফট রিলিজে বাঘ স্বাভাবিক আচরণ বজায় রেখে নতুন জায়গার সঙ্গে মানিয়ে নেয়। এই এলাকায় পর্যাপ্ত ঘাস ও শিকার থাকতে হয় বলে এলাকাটি নেহাত ছোট হয় না এবং সে জন্যই ঘন বন পরিষ্কার করতে হয়।

এখানেই বিজ্ঞান বনাম লোকবিশ্বাসের দ্বন্দ্বটি সামনে আসে। প্রশ্ন উঠতে পারে, নষ্ট হয়ে যাওয়া বনে এই 'সফট রিলিজ' করলে কী ক্ষতি? আসলে বাঘ একদম নির্জন এলাকা পছন্দ করে। সে মিলনের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় একাকী থাকে। মানুষের কোলাহল ও তথাকথিত উন্নয়ন সে একদম পছন্দ করে না। উপদ্রুত বা বিরক্তিকর এলাকায় বাঁচতে শিখে গেলে বনের বাঘ আর খাঁচার বাঘের মধ্যে কোনও তফাত থাকবে না। ওই যে বলে না— মেজাজটাই আসল রাজা! বাঘ উপদ্রুত এলাকা পছন্দ না করার পেছনে তার জীবনের এক গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে। বাঘিনী মানুষ বা কুকুরের মতো প্রজনন করে না। পরিবেশগতভাবে চাপে থাকলে কিংবা বাচ্চার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বুঝতে পারলে সে ঋতুকালেও ডিম্বাণু নিঃসরণ বন্ধ করে রাখতে পারে। বিপদ বুঝলে অনেক সময় ছদ্ম-মিলন হয়, কিন্তু বাচ্চা হয় না। আর স্বাভাবিক মিলনের সময় নিষেকের নিশ্চয়তার জন্য সঠিক ঋতুপর্বে দিনে বহুবার মিলিত হতে হয়, যা কোলাহলপূর্ণ এলাকায় অসম্ভব। তাই বাঘ ছাড়ার প্রথম শর্তই হল সেই এলাকাকে সম্পূর্ণ মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হস্তক্ষেপমুক্ত করা।

বর্তমান বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার এই প্রতিষ্ঠিত ধারণা ও বাঘিনীর বিশেষ জীববৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যটি জনসাধারণের কাছে বন দপ্তর কেন পর্যাপ্তভাবে বুঝিয়ে উঠতে পারল না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ডুয়ার্সের বুকে যখন গাছ কাটা নিয়ে আদিবাসী ও বনবস্তিবাসীদের মনে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তখন স্থানীয় স্তরে ধারাবাহিক আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক রোডম্যাপ প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। অদূর ভবিষ্যতে যখন বাঘকে উন্মুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন সঠিক বাসস্থান না পেলে মানুষ-বাঘের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। তাই বাঘকে সফট রিলিজে রাখার পাশাপাশি আরও অনেক কাজ বাকি থাকে। এত বৃহৎ কাজ সফল করতে হলে বনবস্তিবাসী থেকে শুরু করে শহরের বাসিন্দা— সবাইকে বাংলার সেই ঐতিহাসিক বাঘেদের মতো মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে হবে। কোথাও আত্মত্যাগ, কোথাও আবার পুনর্বাসনের সঠিক বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন। মোদ্দা কথা, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পকে বন্যপ্রাণের জন্য নিরিবিলি ও নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে; তাহলে সারিস্কার মতো বক্সাতেও বাঘ টিকে যাবে।

কিন্তু স্থানান্তরিত মানুষগুলোর কী হবে? বাঘের বন যতটা না বাঘের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবজাতির কল্যাণের জন্য। বাঘ থাকলে বন থাকবে, বন থাকলে মাটি থাকবে, আর মাটি থাকলে জল থাকবে। আর প্রকৃতির এই চক্র সচল থাকা মানেই তো মানুষের জীবনের গ্যারান্টি। যে মানুষগুলো নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে মানবজাতির সুরক্ষার কাজ করছে, তাদের জীবিকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এই মানুষগুলো এতদিন সমাজ থেকে অনেক দূরে অত্যন্ত কষ্টকর জীবনযাপন করেছে, কারণ বনের ভেতর আধুনিক উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এবার দেখতে হবে স্থানান্তরিত এই মানুষগুলোর বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের যেন যথাযথ ব্যবস্থা হয়। বনের ভেতরের আদিম ও অনগ্রসর জীবনযাত্রার অবসান ঘটিয়ে এই প্রান্তিক মানুষদের মূলস্রোতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আনা সরকারের নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব। পুনর্বাসন প্যাকেজটি যেন কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবে তাঁদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

কোনও এলাকায় বাঘ পুনর্বাসন করলে শুধু স্থানান্তরিত মানুষেরই উন্নয়ন হয় না, বরং পুরো ভূচিত্রেরই পরিবর্তন আসে। ভারতের নামী ব্যাঘ্র-প্রকল্প যেমন— করবেট, কানহা ও বান্ধবগড় ইত্যাদির ইকো-ট্যুরিজম কার্যক্রম দেখলে ঠিক তেমনই মনে হয়। সেখানে বনের ভেতরে একটিও বস্তি নেই। ওখানকার স্থানান্তরিত মানুষ আর বাঘ যদি শান্তিতে ও উন্নত জীবনশৈলী নিয়ে বাঁচতে পারে, তবে আমরা কেন পারব না? ডুয়ার্সের পর্যটনশিল্পের এক বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এখানে লুকিয়ে রয়েছে। বক্সায় বাঘের স্থায়ী উপস্থিতি ও গর্জন যদি আন্তর্জাতিক স্তরে ডুয়ার্সের পর্যটনকে তুলে ধরতে পারে, তবে তা স্থানীয় বহু মানুষের জন্য রুটিরুজির নতুন সম্ভাবনা এনে দিতে পারে। করবেট বা বান্ধবগড়ের মতো বক্সাও যদি একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে, তবে গাইড, গাড়িচালক, হোমস্টে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামের হস্তশিল্পীরাও এর সুফল পাবেন। জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া বা রায়ডাকের মতো নিস্তব্ধ বনাঞ্চলগুলো তখন পরিকল্পিত ইকো-ট্যুরিজমের হাত ধরে উত্তরবঙ্গের পর্যটন অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। বনবাসীদের অরণ্য ধ্বংসের কারণ না বানিয়ে, তাঁদেরই এই নতুন পর্যটন ব্যবস্থার মূল অংশীদার ও চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক ও প্রাক্তন বনাধিকারিক)
ছবি : অভিজিৎ ঘোষ ও সংগৃহীত

নজরে।। *বক্সার ২৫ মাইলে বাঘের জন্য তৈরি হয়েছে এনক্লোজার। বাঘ আনার পর এখানেই প্রায় ছয় মাস রাখা হবে।*

রুপোলি ফ্রেমে রয়েল গর্জন

শেরনি
(বলিউড, ২০২১)

বিদ্যা বালান অভিনীত এই ছবিটি বাঘ-মানুষের সংঘাতের চেয়েও বড় করে দেখিয়েছে প্রশাসনিক ব্যবস্থার টানাপোড়েন। লোকালয়ে ঢুকে পড়া এক বাঘিনীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন দপ্তর, রাজনীতি ও আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের সংঘর্ষই ছবির মূল সুর। বাঘ শিকার নাকি সংরক্ষণ; এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও পরিবেশ-রাজনীতির বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে।

টাইগার ২৪
(আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র, ২০২২)

চারজন মানুষকে মারার অভিযোগে রণথম্ভোরের বিখ্যাত বাঘ 'উস্তাদ' (টি–২৪)-কে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে পরিবেশবিদ, বন দপ্তর ও প্রশাসনের মধ্যে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। মানুষ ও বন্যপ্রাণের সংঘাতে প্রকৃত দায় কার— এই কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় তথ্যচিত্রটি। বন্যপ্রাণের অধিকার রক্ষায় আইনি লড়াই ও অরণ্য ব্যবস্থাপনার এক অনন্য ও নিরপেক্ষ দলিল এটি।

লাইফ অফ পাই
(আন্তর্জাতিক, ২০১২)

অ্যাং লি-র এই অস্কারজয়ী ছবিটির মূল বিষয় কেবল মানুষ–বাঘ সংঘাত নয়, বরং বেঁচে থাকা, বিশ্বাস ও অস্তিত্বের দর্শন। প্রশান্ত মহাসাগরে একটি লাইফবোটে আটকে পড়া এক ভারতীয় কিশোর আর 'রিচার্ড পার্কার' নামের এক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের টিকে থাকার গল্প। এখানে বাঘ কেবল হিংস্র প্রাণী নয়; মানুষের ভয়, বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতির অদম্য শক্তির এক গভীর প্রতীক।

শেরদিল : দ্য পিলভিট সাগা
(বলিউড, ২০২২)

পঙ্কজ ত্রিপাঠী অভিনীত এই ছবিটির পটভূমি সরকারি ক্ষতিপূরণের এক অদ্ভুত ও অন্ধকার বাস্তব। বাঘের আক্রমণে মারা গেলে পরিবার টাকা পাবে, এই আশায় এক গ্রামপ্রধান নিজেই বাঘের শিকার হতে জঙ্গলে যান। ব্যঙ্গাত্মক সুরের আড়ালে অরণ্যের প্রান্তিক মানুষের চরম দারিদ্র্য ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের সংকটের এক নির্মম প্রতিকৃতি এই সিনেমা। মানুষের টিকে থাকার লড়াই কীভাবে তাকে বন্যপ্রাণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, তা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে এখানে দেখানো হয়েছে।

দ্য জঙ্গল বুক
(আন্তর্জাতিক, ২০১৬)

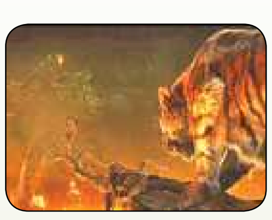

রডইয়ার্ড কিপলিংয়ের ক্লাসিক গল্পের এই আধুনিক রূপায়ণে শের খানের চোখে মানুষ মানেই আগুন, ধ্বংস আর জঙ্গলের জন্য হুমকি। সেই আশঙ্কা থেকেই মানুষের শিশুকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় সংঘাত। চমকপ্রদ দৃশ্যায়নের আড়ালে ছবিটি প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের প্রশ্নও তুলে ধরে। মানুষের আদিম সভ্যতার বিকাশ কীভাবে বন্যপ্রাণের বুকে ত্রাস সৃষ্টি করে, তা এখানে রূপকের মাধ্যমে দারুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

প্রশান্ত মহাসাগরে কৌশলী চুক্তি

অকল্যান্ড, ১১ জুলাই : ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চিনের দাপট রুখতে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সামরিক ও বাণিজ্যিক মৈত্রী আরও বাড়িয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই দেশ যৌথ বিবৃতিতে কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত করার বার্তা দিয়েছে।

শনিবার অকল্যান্ডের গভর্নমেন্ট হাউসে প্রধানমন্ত্রীকে মাওরি জনজাতির চিরাচরিত 'পোহিরি' অভ্যর্থনা ও বর্ণাঢ্য 'হাকা' নাচে স্বাগত জানানো হয়। নিউজিল্যান্ডের মাওরি নববর্ষ 'মাতারিকি'র সঙ্গে ভারতের 'কৃত্তিকা' নক্ষত্রপুঞ্জের সাংস্কৃতিক মিলের কথা তুলে ধরেন মোদি। এই নিবিড় যোগসূত্রকে বর্তমানের মৈত্রীর ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেন তিনি।

চল্লিশ বছর পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নিউজিল্যান্ড সফরে সমুদ্র সুরক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে। দক্ষিণ চিন সাগরে বেজিংয়ের আগ্রাসনের আবহে দুই রাষ্ট্রপ্রধান ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবাধ নৌ-চলাচল ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রতি বছর আলোচনার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের পরিকাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক লেনদেন দ্বিগুণ করে ৩৫ হাজার কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে দুই দেশ। এদিন ১০টি চুক্তি সহ মোট ১৮টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি, দুগ্ধশিল্প এবং শিক্ষার জন্য ২০৩০ পর্যন্ত নতুন রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে। মোদি বলেন, 'ভারতকে নিছক একটি বিশাল বাজার ভাবলে ভুল হবে। ভারত একইসঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতির উত্থানের মঞ্চও বটে। তাকে সেভাবেই ব্যবহার করতে হবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে এই অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাই।'

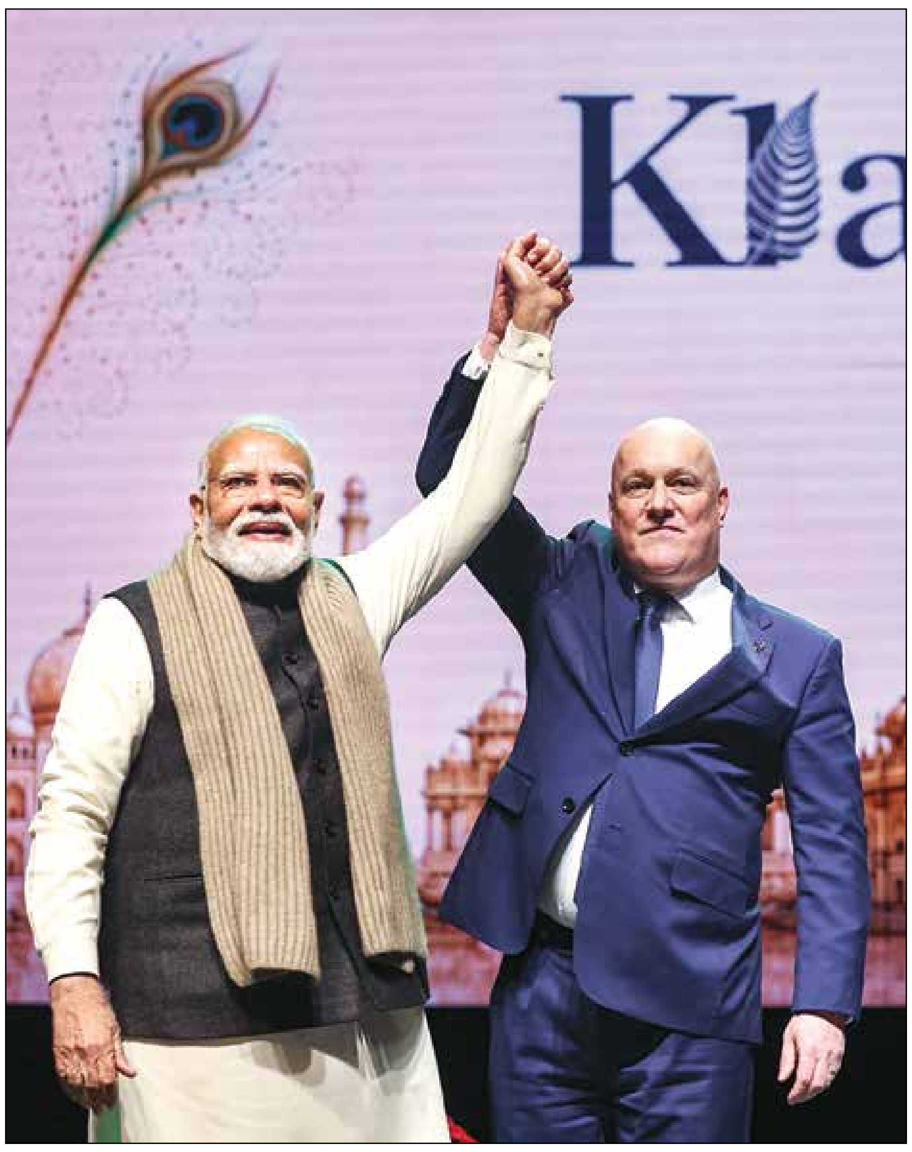

ঐক্যের বার্তা ভারত ও নিউজিল্যান্ডের দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। শনিবার অকল্যান্ডে।

দিল্লির নজরে চিন

- ২০৩০ সালের বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০০০ কোটি টাকা
- সম্পর্ককে 'কৌশলগত অংশীদারিত্বে' উন্নীত করায় ঐকমত্য
- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌ-সহযোগিতা বৃদ্ধি
- প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক তথ্য আদানপ্রদান চুক্তি
- রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারে যৌথ দাবি
- কৃষি ও দুগ্ধশিল্পে বিশেষ সহযোগিতার রোডম্যাপ

মোদি আরও বলেন, 'ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মতো দুই সামুদ্রিক দেশের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নতুন শক্তির সঞ্চার করবে এবং আমাদের শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।' কিউয়ি প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লাক্সন জবাবে বলেন, 'ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' হওয়ার যে লক্ষ্য নিয়েছে, নিউজিল্যান্ড বাণিজ্য, কৃষি, উদ্ভাবন এবং পরিচ্ছন্ন শক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেই যাত্রার সঙ্গী হতে চায়।'

এদিন মোদির সম্মানে লাক্সন আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ ও বাণিজ্যিক বৈঠকেও আগামী দিনে দু'দেশের বিনিয়োগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির পক্ষে সওয়াল করে দুই দেশ।

ভিয়েতনামে নৌকা ডুবে মৃত ১৫ ভারতীয়

হ্যানয়, ১১ জুলাই : ভিয়েতনামের জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র ফু কোক দ্বীপের কাছে এক ভয়াবহ নৌকাডুবিতে অন্তত ১৫ জন ভারতীয় পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে ৩২ জন ভারতীয় পর্যটক এবং ৪ জন 'ক্রু' সহ একটি স্পিডবোট হোন মে রুত দ্বীপ থেকে অ্যান থোই বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। উপকূল থেকে মাত্র ৪০০ মিটার দূরে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের কবলে পড়ে বোটটি আচমকাই উলটে যায়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ২১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভিয়েতনামের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ঘটনার সময় সমুদ্র খুবই অশান্ত ছিল। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আশপাশের অন্যান্য পর্যটন বোট, ভিয়েতনামি সীমান্তরক্ষী এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে। এক উদ্ধারকারী বোট চালক বলেছেন, 'আমরা ৫ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। কিন্তু বোটটি সম্পূর্ণ উলটে যাওয়ায় বহু যাত্রী ভিতরে আটকে পড়েছিলেন, ফলে উদ্ধারকাজ চালানো কঠিন ছিল। খুব কম মানুষকে আমরা জীবিত অবস্থায় বের করতে পেরেছি।'

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর ভিয়েতনামের ভারতীয় দূতাবাস গভীর শোকপ্রকাশ করেছে। সমাজমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে দূতাবাস বলেছে, 'ভিয়েতনামের ফু কোক দ্বীপের কাছে বেশ কিছু ভারতীয় পর্যটক বোঝাই একটি নৌকাডুবির অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় তল্লাশি ও উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দুর্ঘটনার কবলে পড়া ভারতীয়দের পরিবারকে তথ্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হো চি মিন সিটি এবং হ্যানয়ে দুটি চব্বিশ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে হেল্পলাইন নম্বরগুলিও (হ্যানয়: +৮৪ ৯১ ৩০৮ ৯১৬৫, হো চি মিন সিটি: +৮৪ ৩৬ ২৮১ ৭৯৩০, +৮৪ ৯১ ৫৫২ ৩৭১৪) প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশেষ দিনে আগমন... বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে শনিবার মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে।

প্রশ্নের মুখে মোদি

অকল্যান্ড, ১১ জুলাই : নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়ে ফের সংবাদমাধ্যমের অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়তে হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এক সাংবাদিক সরাসরি জানতে চান, প্রধানমন্ত্রী কেন কোনও সাংবাদিক সম্মেলন করেন না? জবাবে বিদেশ মন্ত্রকের প্রবীণ আধিকারিক রুদ্রেন্দ্র ট্যান্ডন সওয়াল করেন মোদির 'সরাসরি জনসংযোগ' কৌশলের পক্ষেই।

রুদ্রেন্দ্র বলেন, একজন সরকারি আধিকারিক হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়। তাঁর কথায়, 'মোদি তাঁর নির্বাচকমণ্ডলী অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেই বেশি পছন্দ করেন। আর এই কৌশলটা তিনি প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন।' ট্যান্ডনের মতে, ভারতীয় রাজনীতিকরা সাধারণত কোনও মধ্যস্থতাকারীর চেয়ে আমজনতার সঙ্গে সরাসরি সংযোগেই বেশি স্বচ্ছন্দ। এর আগে নরওয়ে সফরেও একই প্রশ্ন করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীকে।

বাবাকেও খুন করেন আয়ুষী

জয়পুর, ১১ জুলাই : মা নীরজ শর্মাকে সুপারি কিলার দিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত জয়পুরের আইন পড়ুয়া আয়ুষী শর্মার বিরুদ্ধে এবার বাবাকেও খুনের অভিযোগ উঠল। আয়ুষীর মামা রাকেশ শর্মার দাবি, গত বছর এপ্রিল মাসে বাবা বিজয় শর্মার মৃত্যুও স্বাভাবিক ছিল না। তাঁর অভিযোগ, ২০২৫ সালে অসুস্থ বাবার 'ফিডিং টিউব' খুলে দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলেছিলেন আয়ুষী। মূলত সরকারি চাকরি এবং পারিবারিক সম্পত্তির লোভেই তুতো ভাই বলরামের সঙ্গে মিলে আয়ুষী এই কাজ করেছিলেন বলে অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে।

হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের ■ পালটা মোজতবার

'হাজার ক্ষেপণাস্ত্র তাক করা রয়েছে'

ওয়াশিংটন, ১১ জুলাই : বিস্ফোরক মন্তব্যের জেরে ফের খবরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই-এর স্মরণসভায় ট্রাম্পকে খুনের প্রকাশ্য ডাক দেওয়ার পরই তেহরানকে নজিরবিহীন হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁকে হত্যার চেষ্টা হলে ইরানকে মানচিত্র থেকে মুছে দিতে মার্কিন বাহিনীকে ইতিমধ্যে আগাম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই-এর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হতেই আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ডাক দিয়েছেন ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা মোজতবা খামেনেই। শনিবার এক বার্তায় মোজতবা বলেন, 'শহিদদের রক্ত কখনও বৃথা যাবে না। আমেরিকার কাপুরুষোচিত অপরাধের চরম ও উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।'

প্রাণনাশের হুমকি নিয়ে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে হত্যা বা সেই ধরনের কোনও চেষ্টা করার হুমকি বাস্তবে রূপ দেওয়ার সাহস দেখায়, তবে ঠিক ১,০০০টি ক্ষেপণাস্ত্র এই মুহূর্তে ইরানের দিকে একদম 'লকড অ্যান্ড লোডেড' অবস্থায় তাক করা রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'প্রাথমিক ধাক্কার পর ইরানকে পুরোপুরি ধূলিসাৎ করতে আরও কয়েক হাজার ক্ষেপণাস্ত্র নিমেষের মধ্যে ধেয়ে যাবে। মার্কিন সেনা এই ধ্বংসলীলা চালাতে পুরোপুরি তৈরি।'

> ইরান যদি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে হত্যার চেষ্টা করার সাহস দেখায়, তবে ১,০০০টি ক্ষেপণাস্ত্র এই মুহূর্তে ইরানের দিকে 'লকড অ্যান্ড লোডেড' অবস্থায় তাক করা রয়েছে
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারেও একই সুর শোনা গিয়েছিল ট্রাম্পের গলায়। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অনেকদিন ধরেই ওদের হিটলিস্টে রয়েছি। যদি আমার কোনও ক্ষতি হয়, তবে ইরানকে আক্ষরিক অর্থেই এমন স্তরে গিয়ে বোমায় উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ আমি দিয়ে রেখেছি, যা তারা আগে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।' তবে ট্রাম্প রসিকতা করে সাংবাদিকদের বলেন, 'আশা করি, আমি চলে গেলে তোমরা আমায় মিস করবে!'

উত্তেজনার আবহে হরমুজ প্রণালী নিয়েও আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সংঘাত চরম সীমায় পৌঁছেছে। মার্কিন কর্তাদের দাবি, ইরানকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে যে আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ খোলা থাকবে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়, হরমুজ সংক্রান্ত ঘোষণার জন্য ইরানকে ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই 'ডেডলাইন' মানা না হলে ইরানকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে সাফ জানিয়েছে আমেরিকা। যদিও শনিবার রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ইরানের কূটনীতিক পালটা বলেছেন, 'হরমুজ প্রণালীতে যাবতীয় গতিবিধি একচেটিয়াভাবে ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।'

ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরান আলোচনার অনুরোধ জানালেও দু-দেশের অঘোষিত যুদ্ধবিরতি সম্পূর্ণ শেষ। ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'ইরান আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আর্জি জানিয়েছে। আমরা সম্মত হয়েছি, তবে আমেরিকা তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ কিন্তু শেষ!' বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের ১,০০০ ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি মধ্যপ্রাচ্যকে এক বিপজ্জনক যুদ্ধের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

জামিন পেয়ে নির্যাতিতা সহ ৬ জনকে খুন

হায়দরাবাদ, ১১ জুলাই : পকসো মামলায় জামিন পেয়েই নির্যাতিতা সহ ছয় জনকে খুন করল তেলেঙ্গানার তরুণ বি রাজকুমার (২৮)। রঙ্গারেড্ডি জেলার শাবাদ মণ্ডলে এক রাতেই নির্যাতিতা কিশোরী, তার মা ও দিদা এবং নিজের স্ত্রী ও দুই সন্তান সহ মোট ৬ জনকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে ওই তরুণের বিরুদ্ধে। খুনের পর থেকে খোঁজ নেই অভিযুক্তের। পুলিশ সূত্রে খবর, মে মাসে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে পকসো আইনে গ্রেপ্তার হয় রাজকুমার। জামিন পেয়ে জেল থেকে বেরিয়েই সে প্রতিশোধের ব্লু-প্রিন্ট ছকে ফেলে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রথমে নিজের বাড়িতে ঘুমন্ত স্ত্রী পার্বতী সরিতা (৩০) এবং তাঁদের দুই শিশুসন্তানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে। এরপর সেখান থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে নির্যাতিতার বাড়িতে চড়াও হয়ে কিশোরীর মা ও দিদাকে কুপিয়ে হত্যা করে এবং কিশোরীকে অপহরণ করে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে খুন করে।

টাকা হাতিয়ে নিখোঁজ

হায়দরাবাদ, ১১ জুলাই : সুইৎজারল্যান্ডে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হায়দরাবাদের ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী। অভিযোগ, দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন ওই দম্পতি। পালানোর আগে বিনিয়োগকারীদের চড়া সুদের টোপ দিয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা। তিন সপ্তাহ আগে পব্বা চন্দ্রশেখর ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না সুইৎজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেন। দু-জনের ফোনই বন্ধ। শেষমেশ দম্পতির মেয়ে শ্রেয়া পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে চর্চায় অপারেশন লোটাস

শ্রীনগর, ১১ জুলাই : শিবসেনা-ইউবিটি, তৃণমূল কংগ্রেসের পর এবার কি ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)! আরও এক অ-বিজেপি আঞ্চলিক দলে ভাঙন আসন্ন! এনসিতে ভাঙন ধরিয়ে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পতন ঘটাতে বিজেপি নেতাদের একাংশ না কি 'ঘোড়া কেনাবেচা'র খেলায় নেমেছেন। বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর দাবি, এনসি বিধায়কদের দলে টানতে ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা, মন্ত্রিত্ব এবং রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার টোপ দেওয়া হচ্ছে। শনিবার শ্রীনগরের হজরতবলে ঠাকুমা আকবর জাহানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত দলীয় সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই অভিযোগ করেছেন ওমর।

বিজেপির বিরুদ্ধে 'ঘোড়া কেনাবেচা'-র অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ভাঙার জন্য আবার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যখন টাকা বা মন্ত্রিত্বের লোভ কাজ করেনি, তখন আমার বিধায়কদের বন্ধ ঘরে বলা হচ্ছে, তোমরা আমাদের সঙ্গে এসো, আমরা জম্মু-কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেব।'

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, জম্মুর এক এনসি বিধায়ক স্বয়ং তাঁর ঘরে এসে এই প্রস্তাবের কথা জানিয়েছেন। ওমরের কথায়, 'ঈশ্বর সাক্ষী, আমাদের জম্মুর এক বিধায়ক আমাকে এসে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী, যিনি বিজেপির এক পদাধিকারীও বটে, তিনি ওই বিধায়ককে দল ছাড়ার জন্য ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা, মন্ত্রিত্ব এবং রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার টোপ দিয়েছেন। ওরা ভাবছে মানুষের বিবেক বুঝি এতই সস্তা!'

বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ওমর বলেন, 'মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এমন একজনও বিধায়ককে পাবেন না যিনি ২০ কোটি তো দূর, ১০০ কোটি টাকা পেলেও নিজের সততা ও বিবেক বিক্রি করতে রাজি আছেন। আমাদের ধৈর্যকে যেন কেউ দুর্বলতা না ভাবেন। পিছনের দরজা দিয়ে আপনারা ক্ষমতায় আসতে পারবেন না।'

নৌসেনায় আইএনএস মহেন্দ্রগিরি

বিশাখাপত্তনম, ১১ জুলাই : নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল ভারতীয় নৌসেনা। শনিবার বিশাখাপত্তনমে বাহিনীতে যোগ দিল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক স্টিলথ ফ্রিগেট আইএনএস মহেন্দ্রগিরি। নীলগিরি শ্রেণির এই যুদ্ধজাহাজের অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

যুদ্ধজাহাজটি তৈরি করতে মাঝগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড মাত্র ৩১ মাস সময় নিয়েছে। আগে এ ধরনের যুদ্ধজাহাজ তৈরিতে সময় লাগত ৬৩ মাস। গত ১৮ মাসে এটি নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া ষষ্ঠ ফ্রিগেট। ৬,৬৭০ টন ওজনের এই যুদ্ধজাহাজে ৭৫ শতাংশের বেশি দেশীয় উপকরণ রয়েছে। এটি ব্রহ্মস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, মাঝারি পাল্লার আকাশযান প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র, টর্পেডো এবং ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী রকেট লঞ্চারে সজ্জিত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'ফ্রিগেটটি শুধু উপকূল এলাকায় নয়, গভীর সমুদ্রেও ভারতের স্বার্থ রক্ষা করবে।'

খাসির বদলে মুরগি, মেনু বদলে হাতাহাতি

পাটনা, ১১ জুলাই : খাসির মাংসের বদলে কেন পাতে পড়ল মুরগি? এই সামান্য দাবিতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বিহারের সহরসা জেলার সিমরী বখতিয়ারপুরের এক বিয়েবাড়ি। কনেপক্ষের দেওয়া প্রতিশ্রুতিমতো মেনুতে 'মাটন' না থাকায় শুরু হয় বচসা, যা শেষপর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়।

মহম্মদ আবদুল্লার সঙ্গে মহম্মদ জাভেদের মেয়ের নিকাহ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরেই বিপত্তি ঘটে। খাবার টেবিলে খাসির মাংসের বদলে চিকেন দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বরযাত্রীরা। বচসা থেকে শুরু হয় ব্যাপক হাতাহাতি ও চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর। অভিযোগ, কনেপক্ষ লাঠিসোঁটা ও তলোয়ার নিয়ে বরপক্ষের ওপর চড়াও হয়। পালটা মারধর করে বরপক্ষও।

এই ঘটনায় বর সহ অন্তত ১২ জন গুরুতর জখম হয়ে বর্তমানে মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে বিয়ের আসরে তলোয়ার উঁচিয়ে উন্মত্ত তাণ্ডবের দৃশ্য ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যে দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

টিকিট না পেয়ে তাণ্ডব পদ্ম নেতার সঙ্গীদের

ভোপাল, ১১ জুলাই : বিধানসভা উপনির্বাচনে টিকিট না পাওয়ায় বিজেপির প্রভাবশালী নেতা তথা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রের অনুগামীদের বিক্ষোভে উত্তাল মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া। ৩ হাজার বিক্ষোভকারী ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক প্রায় ১২ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। শনিবার ভোরে পুলিশ রাস্তা থেকে তাঁদের সরাতে গেলে গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথরবৃষ্টি শুরু করে, যার জেরে দাতিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) ময়ূর খণ্ডেলওয়াল এবং জেলা শাসক (ডিএম) স্বপ্নিল ওয়াংখেড়ে সহ অন্তত ৮ জন পুলিশকর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় এবং এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়।

৩০ জুলাইয়ের উপনির্বাচনে বিজেপি আশুতোষ তিওয়ারিকে প্রার্থী ঘোষণা করতেই এই বিক্ষোভের সূত্রপাত। পথ অবরোধকারীদের একজন বলরাম বলেন, 'যতক্ষণ না নরোত্তম দাদা টিকিট পাচ্ছেন, আমরা আন্দোলন থামাব না। প্রয়োজনে দল ছাড়ব।' ইতিমধ্যে জেলা বিজেপি সভাপতি রঘুবীর সিং কুশওয়াহ এবং একাধিক পদাধিকারী পদত্যাগ করেছেন।

জখম ডিএম, এসপি

দাতিয়ার এসপি ময়ূর খণ্ডেলওয়াল বলেন, '৩ হাজারের বেশি মানুষ শহরের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছে। আমরা আদর্শ আচরণবিধি মনে করিয়ে তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা পিছু না হটে পাথর ছুড়লে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়।' তবে বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ তিওয়ারির বক্তব্য, 'মিশ্রজি অত্যন্ত বর্ষীয়ান নেতা এবং আমার অভিভাবক। তিনি দলের হয়েই প্রচার করবেন বলে জানিয়েছেন।'

ফের রণক্ষেত্র মণিপুর

ইম্ফল, ১১ জুলাই : উত্তর-পূর্বের অশান্ত রাজ্য মণিপুরে ফের নতুন করে ছড়ালো হিংসা। এবার পশ্চিম ইম্ফল জেলার নাগা ও মেতেই অধ্যুষিত কান্তো সাবাল এলাকায় প্রায় ৬০০ জনের এক ক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালায়। মেতেই সম্প্রদায়ের গ্রামে ঢুকে একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গেও বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, সকাল ১১টা নাগাদ ৬০০ জনের একটি বড় দল কান্তো সাবালের দিকে এগোতে শুরু করে। বড়সড় হিংসার আশঙ্কায় নিরাপত্তাবাহিনী তাদের পথ আটকানোর চেষ্টা করলেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। উত্তেজিত জনতা অন্তত ৬টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের সেল ও স্মোক বোমা ফাটায় নিরাপত্তাবাহিনী। এই ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে কোনো প্রাণহানির খবর মেলেনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কুকি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই পথেই হামলার পরিকল্পনা করে আসছিল বলে তারা আগেই খবর পেয়েছিলেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যেতে দেখেন তাঁরা। প্রথমে ভাবা হয়েছিল বিক্ষোভকারীরা টায়ার পোড়াচ্ছে, কিন্তু পরে দেখা যায় আস্ত বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। উল্লেখ্য, সপ্তাহখানেক আগেও কান্তো সাবালে ঠিক একই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছিল।

২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া কুকি-মেতেই জাতিদাঙ্গায় এখনও পর্যন্ত মণিপুরে কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গত সপ্তাহেই বিদ্রোহীদের হামলায় অসম রাইফেলসের দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর উখরুল জেলার জঙ্গল ও আবাসিক এলাকায় যখন জোরকদমে তল্লাশি চলছে, ঠিক তখনই পশ্চিম ইম্ফলের এই নতুন হিংসা প্রশাসনের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিল। এলাকায় শান্তি ফেরাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মানচিত্রে ভুল, প্রতিবাদ ভারতের

ঢাকা, ১১ জুলাই : ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেমিনারে আয়োজকদের দেখানো মানচিত্রে জম্মু ও কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে দেখেই প্রতিবাদ জানালেন ভারতীয় কূটনীতিক পূজাকুমারী ঝা।

শুক্রবার সার্ক সংক্রান্ত এক আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখছিলেন ভারতে বাংলাদেশের প্রাক্তন হাইকমিশনার আহমেদ তারিক করিম। মঞ্চের পিছনের স্লাইডে ভারতের ভুল মানচিত্র নজরে আসতেই আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত বাংলাদেশের ভারতীয় হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি পূজা বলেন, 'স্যর, এখানে ভারতের যে মানচিত্র দেখানো হয়েছে, তাতে ভুল আছে। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।' জবাবে করিম জানান, মানচিত্রটি কেবল উপস্থাপনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে, এটি প্রকৃত সীমানা নয়। পূজা ফের জানান, ভুল মানচিত্রটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাঁর কর্তব্য ছিল। বিষয়টি নথিভুক্ত করা হয়।

এক মাসের মধ্যে জমি হস্তান্তর

সীমান্ত সুরক্ষায় দ্রুতগতিতে চলছে কাজ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ জুলাই : এক মাসের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের উন্মুক্ত সীমান্তে জমি হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নিল জেলা প্রশাসন। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য বিএসএফের হাতে জমি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি সরকার। এরপর বিএসএফ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে প্রথমে ২৪০ একর এবং পরে আরও ৫৩ একর জমি চেয়েছিল। তার মধ্যে ১৮৫ একর জমি হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের কথায়, 'বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রতিদিন জমি হস্তান্তরের কাজ চলছে। এক মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।'

তুফানগঞ্জে জমি দেখার কাজ চলছে। -ফাইল চিত্র

জেলা প্রশাসন এবং বিএসএফ সূত্রে খবর, বিএসএফ যে ২৯৩ একর জমি চেয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে মেখলিগঞ্জ ব্লকে। মেখলিগঞ্জে ১৪৮ একর এবং দিনহাটা-২ ব্লকে ৫০ একর জমি চাওয়া হয়েছে। বাকি জমি অন্যান্য ব্লকের অন্তর্গত। সব মিলিয়ে ১০৮ একর জমি হস্তান্তর এখনও বাকি রয়েছে। প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সরকারি জমির পাশাপাশি বেসরকারি মালিকানাধীন জমি রয়েছে। সেক্ষেত্রে জমির ভ্যালুয়েশন বের করে তার নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে মালিকের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে। জমি রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বে থাকলেও তা জেলা প্রশাসনের তরফেই মনিটরিং করা হচ্ছে।

বিএসএফয়ের দাবি, জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে দ্রুত সেখানে কাঁটাতারের কাজ সম্পন্ন করা হবে। তবে সীমান্ত এলাকায় বেশকিছু জায়গায় নদী রয়েছে। ফলে সেখানে মূলত বোট ও ওয়াচটাওয়ারের মাধ্যমে নজরদারি চলে। আগামীতে প্রযুক্তির সাহায্যে কোনও সীমানা দেওয়া হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আন্তর্জাতিক চোরাচালান কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

- বিএসএফ কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে প্রথমে ২৪০ একর এবং পরে আরও ৫৩ একর জমি চেয়েছিল
- তার মধ্যে ১৮৫ একর জমি হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে
- বিএসএফের দাবি, জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে দ্রুত সেখানে কাঁটাতারের কাজ সম্পন্ন করা হবে

কোচবিহার জেলায় প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৫০ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, মূলত মেখলিগঞ্জ ও দিনহাটায় থাকা ওই এলাকাগুলি দিয়ে চোরাচালান বেশি হয়। দীর্ঘদিন ধরে উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হলেও জমি জটিলতায় তা সম্ভব হয়নি।

কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ ছিল, তৃণমূল সরকার জমি না দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই বিএসএফকে জমি হস্তান্তের নির্দেশ জারি করে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঘুরতে গিয়ে।। দিল্লি জামা মসজিদ চত্বরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের মহম্মদ শাহনওয়াজ।

২০ বছর ধরে অকেজো জলাধার

কোচবিহার, ১১ জুলাই : তৈরির পর তিন থেকে চারদিন চালু ছিল রিজার্ভারটি। তারপর দুই দশক পেরিয়ে আজও চালু হয়নি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হরিসভা মন্দিরের মাঠ সংলগ্ন একটি বিশাল রিজার্ভার। ওই রিজার্ভারে ১ লক্ষ ২৫ হাজার গ্যালন জল ধরে। কিন্তু তৈরি হওয়ার পর থেকেই জল লিক করায় দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে আর জলের মুখ দেখেনি সেটি।

সেই সময় রিজার্ভারটি তৈরিতে প্রায় কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। 'পুরো টাকাটাই জলে', আক্ষেপ স্থানীয় কৃষ্ণ করের। জানালেন, মাঝে একবার পুরসভা থেকে লিকেজ মেরামতের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পুরসভা এই বিষয়ে পরবর্তীতে কোনওরকম উদ্যোগ নেয়নি আর। তাঁর সংযোজন, 'হয় রিজার্ভারটি ঠিক করুক। না হয় নতুন করে তৈরি করুক।' আরেক বাসিন্দা বিপ্লব সরকার বলেন, 'যেহেতু এত বছর ধরে অত বড় একটি স্ট্রাকচার অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে সেজন্য ভয় হয় ভূমিকম্প বা কোনও বিপর্যয় হলে যে কোনও সময় একটা বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' একই কথা শোনা গেল প্রবীর দে'র গলায়। তাঁর কথায়, 'আমাদের এখানে মন্দিরে পুজো বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে প্রাণহানির আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর রিজার্ভার্টি ঠিক হলে আমাদের এলাকাতেও জল আরও ভালোমতো আসবে।'

রিজার্ভার অচল হয়ে থাকায় ওই এলাকায় পাম্পের মাধ্যমেই বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ হয়। যতটুকু সময় পাম্প চলে সেই সময়ই জল পাওয়া যায়। স্থানীয়রা নতুন রিজার্ভারের দাবি তুলছেন। ২০০৬ সালে ঠিক করা হয়েছিল, ওই এলাকার জন্য একটি রিজার্ভার তৈরি করা হবে যাতে নিউটাউন থেকে শুরু করে অনেকটা অংশজুড়ে জলের সমস্যার সমাধান করা যায়। জমি না পাওয়ায় হরিসভা কমিটির পক্ষ থেকে সেখানে শর্তসাপেক্ষে জমি দেওয়া হয়। শর্ত অনুযায়ী পুরসভা হরিসভা মন্দিরটি তৈরি করে দেয়। কিন্তু রিজার্ভার তৈরি করার পর চালু হওয়ার দু'তিনদিন পর থেকেই দেখা যায় গা বেয়ে জল পড়ে যাচ্ছে। সে সময় ইঞ্জিনিয়াররা বলেছিলেন, এভাবে যদি রিজার্ভার চালানো হয় তাহলে ভেতরে যে কোনও সময় ফাটল ধরে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তারপর থেকে দীর্ঘ এত বছর জলবিহীন রিজার্ভারটি। এই বিষয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

আদালত তৈরিতে রেল-পুলিশ সংঘাত

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এই প্রথমবার তৈরি হতে চলেছে স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। আর এই বিশেষ আদালতকে কেন্দ্র করে খোদ আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ি চত্বরেই শুরু হল রেল-পুলিশ সংঘাত। রেলমন্ত্রকের তরফে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির উত্তর দিকের ভবনের একাংশ ভাঙা শুরু হতেই শনিবার বাধা দিল জেলা পুলিশ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক মহলে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রেলের জমিতে গড়ে ওঠা জংশন ফাঁড়ি ভাঙাকে কেন্দ্র করে চাপানউতোর চললেও প্রকাশ্য সংঘাত এড়াতে দু'পক্ষই অবশ্য কিছুটা মেপে পা ফেলছে।

জংশন ফাঁড়ি চত্বর, এখানে রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট গড়ে উঠবে।

দীর্ঘদিন ধরেই রেলের বিভিন্ন আইনি ও মামলা সংক্রান্ত কাজকর্মের গতি আনতে আরপিএফের তরফে একটি স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের দাবি জানানো হচ্ছিল। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন চত্বরেই অস্থায়ীভাবে এই স্পেশাল কোর্টের কাজকর্ম চালানো হচ্ছে। তবে স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ার লক্ষ্যে রেলমন্ত্রক সবুজ সংকেত দিলেও মূল সমস্যা দেখা দিয়েছিল উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন নিয়ে। স্টেশন সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জংশন ফাঁড়ি চত্বরকেই স্থায়ী কোর্ট তৈরির জন্য বেছে নেয় রেল।

নিয়ম মেনে রেলের তরফে জেলা পুলিশ প্রশাসনকে আগেভাগে নোটিশও পাঠানো হয়েছিল। এমনকি দুই দপ্তরের পদস্থ কর্তাদের মধ্যে এই নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও হয়। সিদ্ধান্ত ছিল, ফাঁড়ির উত্তর দিকের একাংশ ভেঙে সেখানে আদালতের কাজ শুরু হবে। সেই মোতাবেক এদিন সকালে ভাঙার কাজ শুরু হতেই বিপত্তি বাধে। ফাঁড়ির উত্তর দিকের অংশ ভাঙা পড়লে পুলিশকর্মীদের ব্যারাক, আধিকারিকদের একটি কোয়ার্টার এবং একমাত্র শৌচালয়টি সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে যাবে। রেলের তরফে নতুন শৌচালয় গড়ে দেওয়ার মৌখিক আশ্বাস থাকলেও তা তৈরি না করেই ভাঙার কাজ শুরু হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। বর্তমান পরিকাঠামোয় একজন এসআই পদমর্যাদার আধিকারিক ছাড়াও তিনজন এএসআই, তিনজন লেডি কনস্টেবল, কনস্টেবল ও সিভিক ভলান্টিয়াররা এখানে কর্মরত। ফলে শৌচালয় ও ব্যারাকহীন অবস্থায় ডিউটি করা অসম্ভব বলে জানান তাঁরা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ফাঁড়ির এক পুলিশ কর্তা সরাসরি রেলের কাজে বাধা দেন। পুলিশের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত এদিনের মতো ভাঙার কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় রেল কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ সুপার অমিতকুমার শাও বলেন, 'জংশন ফাঁড়ির একাংশ ভাঙা পড়লেও অফিসের মূল স্থান পরিবর্তন হবে না। রেলকর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমাদের মধ্যে একটি যৌথ বৈঠকও হয়েছে।' অন্যদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম আশিফ আলি বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। তবে রেলের এক শীর্ষ পদস্থ কর্তা বলেন, 'আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এই প্রথম স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট তৈরি হচ্ছে। ফাঁড়ি চত্বরে এই কাজ হলেও তাঁদের জন্য বিকল্প পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। স্টেশন সংলগ্ন হওয়ায় এই জায়গাটি চিহ্নিত হয়েছে। জেলা পুলিশ কর্তারাও আলোচনায় সম্মতি জানিয়েছিলেন।'

ফাঁড়ির উত্তর অংশ ভাঙলে জায়গা সংকীর্ণ হবে ঠিকই, তবে দক্ষিণ দিকের সাধারণের যাতায়াতের একটি রাস্তা বন্ধ করে ফাঁড়ির অফিস ঘর বড় করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে রেল।

জামাইয়ের লাঠির আঘাতে মৃত্যু শ্বশুরের

দিনহাটা, ১১ জুলাই : পারিবারিক অশান্তির জেরে জামাইয়ের লাঠির আঘাতে শ্বশুরের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দিনহাটা মহকুমার মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি-পখিহাগা এলাকায়। মৃতের নাম নলিনী বর্মন। ঘটনায় অভিযুক্ত জামাই সুখধন বর্মন পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে দিনহাটা থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে খবর, পখিহাগা-আমবাড়ি এলাকার বাসিন্দা নলিনীর মেয়ে চুমকি বর্মনের সঙ্গে গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌকিয়ারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সুখধন বর্মনের বিয়ে হয় প্রায় দেড় বছর আগে। তার আগে চুমকি ও সুখধনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পেশায় দিনমজুর সুখধন বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন বলে অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির। অত্যাচারের জেরে চুমকি মাঝেমধ্যেই বাপের বাড়িতে ফিরে আসতেন। পরিবারের দাবি, প্রায় সাতদিন আগেও অসুস্থ অবস্থায় তিনি বাপের বাড়িতে চলে আসেন।

শনিবার দুপুরে সুখধন স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্বশুরবাড়িতে আসেন। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, একসময় সুখধন চুমকিকে মারধর করতে শুরু করলে তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন তাঁর বাবা ও মা। সেই সময় সুখধন একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে নলিনীর মাথায় সজোরে আঘাত করেন বলে। গুরুতর জখম হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন।

চুমকির দাবি, সাতদিন আগে তিনি জ্বরে ভুগছিলেন, সেই সময় তিনি বাপের বাড়ি চলে আসেন। হাসপাতালেও ছিলেন। এদিন তাঁর স্বামী এসে হঠাৎই তাকে মারধর করতে শুরু করেন। এরপর তাঁর বাবার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন।

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত নলিনীকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে এবং ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নলিনীর বড় জামাই দুলালচন্দ্র বর্মন বলেন, 'এর আগেও

পলাতক অভিযুক্ত

একাধিকবার চুমকিকে মারধর করেছে সুখধন। বিষয়টি নিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হলে অভিযুক্ত তাদেরও ভয়ভীতি দেখাত।' এমনকি বড়জামাইও অতীতে সুখধনের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন বলে পরিবারের দাবি।

ঘটনার খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ হাসপাতাল ও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের বয়ান নথিভুক্ত করে। পুলিশ জানিয়েছে, সুখধন ঘটনার পর থেকে পলাতক। তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

কাটমানির সাঁড়াশি চাপ তৃণমূল নেতাদের

বুল নমদাস

শীতলকুচি, ১১ জুলাই : রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকে শীতলকুচি সহ সমগ্র মাথাভাঙ্গা মহকুমার তৃণমূলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিরা চরম বেকায়দায় পড়েছেন। সাধারণ মানুষের কাটমানি ফেরতের দাবিতে কার্যত কোণঠাসা তাঁরা। ভয়ে অনেক নেতাই এলাকা ছেড়েছেন, আবার কেউ বাড়িতে থাকলেও বাইরে বেরোনোর সাহস পাচ্ছেন না। চাপের মুখে ইতিমধ্যেই অনেকে কাটমানির টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হচ্ছেন। শনিবারও এমনই একটি ঘটনার সাক্ষী থাকল শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁসারপাড়া এলাকা।

সেখানকার ২৯৮ নম্বর বুথের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা নুরবানু বিবির বাড়ির সামনে আবাস যোজনার কাটমানি ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান উপভোক্তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে শীতলকুচি থানার পুলিশ।

অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে উপভোক্তাদের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে। টাকা না দিলে হুমকিও দেওয়া হত। পঞ্চায়েত সদস্যার হয়ে তাঁর স্বামী শাজাহান মিয়াঁ এই কাটমানি সংগ্রহ করতেন।

বিক্ষোভকারী আজিজার রহমানের দাবি, আবাসের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ওই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তাঁর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। এলাকার আরও অনেকের কাছ থেকেই এমন কাটমানি নেওয়া হয়েছে। টাকা দিতে না পারলে নানাভাবে ভয়ও দেখানো হয়েছে। টাকা ফেরতের দাবিতে এদিন তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন।

একই সুর হালিমা বেওয়া সহ অন্য উপভোক্তাদের গলাতেও। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দ্রুত টাকা ফেরত না দিলে তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন।

তবে বিক্ষোভের সময় পঞ্চায়েত সদস্যা বা তাঁর স্বামী বাড়িতে না থাকায় তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, বিজেপি নেতা সৌমেন বর্মনের বক্তব্য, 'যদি কারও কাছ থেকে কাটমানি নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই ফেরত দেওয়া উচিত।'

পাকা সড়ক গিলছে খাল

জামালদহ, ১১ জুলাই : পিচের চাদর ভেঙেছে, রাস্তার ঠিক অর্ধেকটা তলিয়েছে খালের গর্ভে। মেখলিগঞ্জের জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট জামালদহ গ্রামের পরানেরবাড়ি এলাকার এই বিপজ্জনক রাস্তা প্রশাসনের উদাসীনতার বড় প্রমাণ। মেখলিগঞ্জের জামালদহ এবং মাথাভাঙ্গার গোপালপুরকে জুড়ে রাখার একমাত্র লাইফলাইন এই পাকা সড়ক। কিন্তু গত বর্ষায় খাল লাগোয়া এই রাস্তার ভাঙন শুরু হয়েছিল, চলতি মরশুমের বৃষ্টিতে তা অব্যাহত। অবিলম্বে খালের পাড় বরাবর শক্ত বাঁধ দেওয়া না হলে চলতি বর্ষায় রাস্তাটি দুই ভাগ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা। তাতে এই পথে মেখলিগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

দীপক বর্মন নামে এলাকার বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করে। এখন এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো মানে প্রাণ হাতে নেওয়া, প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ প্রশাসন সব দেখেও চুপ।' আরেক বাসিন্দা বিজয় বর্মন বলেন, 'গত বছর তৃণমূল আমলে আমরা পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিডিওকে সব জানিয়েছিলাম, কিন্তু, তারা কোনও পদক্ষেপ করেনি। এবার আমরা মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়ের কাছে লিখিত আবেদন জানাব, যাতে দ্রুত একটা ব্যবস্থা হয়।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, সড়কের গা ঘেঁষে থাকা খালের জলের তোড়ে শুধু চাষের জমিই নষ্ট হচ্ছে না, পাকা রাস্তাতে অনবরত ধস নামছে। এদিকে, চেনা সুরে জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গীতা বর্মন বলেন, 'এলাকাটি আমি নিজে পরিদর্শন করেছি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সব জানানো হয়েছে।'

সওয়ারির অপেক্ষায়।। ফুলবাড়ির হায়দারপাড়ার ঝিলে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি। শনিবার।

বাণেশ্বর শিব মন্দির চত্বরের বেহাল দশা

সুখময় সরকার

পুণ্ডিবাড়ি, ১১ জুলাই : উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম কোচবিহার-২ ব্লকের বাণেশ্বর শিব মন্দির। কিন্তু এই মন্দিরের নানা পরিকাঠামোর এখন বেহাল দশা। মন্দিরের বাম দিকের একটি বড় অংশের প্রাচীর কয়েক মাস আগে ধসে পড়েছে। সেই ভাঙা অংশ দিয়ে গবাদি পশু অনায়াসেই মন্দির চত্বরে প্রবেশ করছে। মন্দিরের শৌচালয়গুলির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়; অধিকাংশ দরজা ভগ্নদশায় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব স্পষ্ট। পানীয় জলের ট্যাংকিটি জাল দিয়ে ঢাকা থাকলেও সেখানে পায়রা ও অন্যান্য পাখির অবাধ বিচরণ এবং মল-মূত্রের কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন শিশু উদ্যানটি দীর্ঘদিন ধরে আগাছায় ভরে রয়েছে। পাশাপাশি, মন্দিরকে এসএইচ-১২ সড়কের সঙ্গে সংযুক্তকারী রাস্তার একটি অংশ বর্ষাকালে অত্যন্ত বেহাল হয়ে পড়ে, যা ভক্ত ও পর্যটকদের যাতায়াতে বড় সমস্যা সৃষ্টি করে।

মন্দিরের সার্বিক সমস্যা নিয়ে জেলা শাসক জিতেন্দ্র যাদবের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি। তবে মন্দিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব জানান, বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে পর্যায়ক্রমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাণেশ্বরের বাসিন্দা নীলকমল বর্মন জানান, প্রতিদিন এবং বিশেষ করে শ্রাবণ মাসে অসংখ্য গাড়ি মন্দিরে এলেও পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রায়ই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। তাঁর দাবি, এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

লোককথা অনুসারে, দ্বাপর যুগের অসুররাজ বাণাসুর এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নাম থেকেই এই এলাকার নামকরণ হয় 'বাণেশ্বর'। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে আজও এই শিবলিঙ্গ অসংখ্য ভক্তের কাছে অটুট বিশ্বাস, আস্থা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। একই সঙ্গে এটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। আজও শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার হাজার হাজার ভক্ত শিবলিঙ্গে জল ও দুধ নিবেদন করে মহাদেবের পুজো করেন।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র সূত্রধর জানান, ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী কোচ মহারাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান মন্দিরের কাঠামো নির্মাণ করেন। যদিও পুরাণ অনুসারে এই মন্দিরের সূচনা বাণাসুরের হাত ধরেই হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। তাঁর মতে, এই মন্দিরকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এলাকার বহু প্রাচীন সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও লোকবিশ্বাস।

শ্রাবণের জলঢালা পরবের প্রস্তুতি বাণেশ্বর শিব মন্দিরে।

তবে, এত ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও মন্দির চত্বরের বর্তমান অবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র বিক্রম সরকার বলেন, 'দূরদূরান্ত থেকে বহু ভক্ত এখানে এলেও তাঁদের থাকার স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে অধিকাংশ ভক্তকেই পুজো শেষ করেই ফিরতে হয়।'

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

বক্সিরহাট, ১১ জুলাই : ট্রেনে কাটা পড়ে শনিবার মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে বক্সিরহাটের বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের লাঙ্গলগ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। মৃতার নাম কেশ বর্মন (৫১)। তাঁর বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বারবিশায়। মৃতার ভাই গোপাল বর্মন বলেন, 'দিদি শুক্রবার বাপের বাড়ি বেগারখাতায় বেড়াতে আসে। এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। আমরা খবর পেয়ে এসে দেখি ট্রেনে কাটা পড়ে ওর মৃত্যু হয়েছে। ও মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিল।'

জমি বিবাদে আহত ৮

নয়ারহাট, ১১ জুলাই : মাত্র এক বিঘা জমির মালিকানা নিয়ে প্রতিবেশী দুই পরিবারের পুরোনো বিবাদ চরমে উঠল শনিবার। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটার ঘটনা। এদিন একপক্ষ বিতর্কিত ওই জমিতে ধানের চারা লাগালে অপরপক্ষ উপড়ে ফেলে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে প্রথমে দু'পক্ষ বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। এরপর ঘটনা মারপিটের দিকে গড়ায়। ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট ৮ জন আহত হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। তবে পুলিশের কাছে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

শ্রমিক সংকটে ভরসা নব্য ভারতীয়রা

পূর্ণেন্দু রায়

হলদিবাড়ি, ১১ জুলাই : বর্ষার মরশুমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে এখন ধান রোপণের চূড়ান্ত ব্যস্ততা। তবে হলদিবাড়ি ব্লকের প্রতিটি গ্রামে ধান রোপণের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে তীব্র শ্রমিক সংকট। রুটিরুজির টানে গ্রামের তরুণদের একটি বড় অংশ শিলিগুড়ি, কলকাতা কিংবা ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ায় শ্রমিকের আকাল দেখা দিয়েছে। সেই অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করছেন সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা। ধান রোপণের ক্ষেত্রেও এসেছে বড়সড়ো বিবর্তন। হারিয়ে গিয়েছে পুরোনো 'হাউলি' হাজিরা বা বছর খাটার প্রথা। বদলে বিঘা প্রতি চুক্তিতেই এখন চলছে ধান রোয়ার কাজ।

আগে কৃষকের গোয়াল ভরা গোরু থাকলেও এখন কেবল দুধের জন্যই দু'একটি গোরু রাখা হয়। গোরু দিয়ে লাঙল টানার প্রচলন প্রায় উঠে গিয়েছে। ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চাষ করে ধান রোপণের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। কিন্তু জমি তৈরির পর শ্রমিক পেতে কালঘাম ছুটছে কৃষকদের। তাছাড়া কৃষি দপ্তরের তরফে আধুনিক যন্ত্রপাতির সুবিধা থাকলেও কৃষকদের তাতে চরম অনীহা। অনেক কৃষকের বদ্ধমূল ধারণা, যন্ত্রের সাহায্যে ধান রোপণ করলে ফলন কম হয়। হলদিবাড়ি কৃষি দপ্তরের সহ কৃষি অধিকর্তা দীপ সিনহাও বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আত্মা প্রকল্পের মেশিন দিয়ে বিগত দু'তিন বছর কিছু কৃষক ধান লাগালেও, এবছর কোনও সাড়াই মেলেনি।' ব্লক দপ্তরে একটি ধান লাগানোর মেশিন থাকলেও তা কার্যত অব্যবহৃতই পড়ে রয়েছে।

চুক্তি ডেকে ধানের চারা তুলতে ও ধান রোপণে ব্যস্ত একটি দল।

ফলে শ্রমিকদের চাহিদা তুঙ্গে। সাবেক ছিটমহলের প্রায় ১০৪টি পরিবারের নারী-পুরুষ মিলে দল বেঁধে হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে যাচ্ছেন। শান্ত রায়, কল্যাণ রায়, অমল রায়দের মতো তরুণরা ধান রোয়ার কাজে যোগ দিয়েছেন। বক্সিগঞ্জের কৃষক রামরঞ্জিত রায় বললেন, 'গ্রামে যে ক'জন শ্রমিক আছেন, তাঁরা দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করতে নারাজ। ১০-১২ জনের দল বেঁধে তাঁরা বিঘা প্রতি ২ হাজার টাকা চুক্তিতে কাজ করছেন।'

উত্তর বড় হলদিবাড়ি জুম্মা মসজিদ এলাকার বাসিন্দা রফিক সরকার, জুয়েল সরকাররা জানালেন, তাঁরা ১২ জনের দল করে ধান রোপণ করছেন। ধানের চারা ভালো হলে বিঘাপ্রতি ১৮০০ টাকা নিচ্ছেন। ফলে মাথা পিছু দৈনিক ৮০০-৯০০ টাকা রোজগার হচ্ছে। জুয়েলের কথা, 'ক'দিন পর তো আর কাজ থাকবে না, তাই এই সময়েই যা আয়ের সুযোগ।'

এত প্রতিকূলতার মধ্যেও কৃষকদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। তাই ধান চাষে খামতি নেই। পারমেখলিগঞ্জের কৃষক উত্তমকুমার রায় বলেন, 'খরচ বেশি হলেও বাধ্য হয়েই চুক্তিতে শ্রমিক লাগিয়ে ধান রোপণ করছি।' সময়ের বিবর্তনে শ্রমিক সংকট ও আধুনিক যন্ত্রে অনীহার মাঝেই হলদিবাড়িতে চুক্তি ভিত্তিতেই চলছে সোনার ফসল ফলানোর প্রয়াস।

চার মাস পড়াশোনা বন্ধ বক্সিরহাট গার্লস হাইস্কুলে

বাহিনীর কবজায় স্কুল

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১১ জুলাই : ভোটপর্ব শেষ হয়েছে কবেই। নতুন সরকার গঠনের দুই মাস অতিক্রান্ত। তবে ভোট-পরবর্তী হিংসার আশঙ্কায় তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বক্সিরহাট গার্লস হাইস্কুলে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রেখে দেওয়া হয়েছে। চার মাস হল স্কুল বন্ধ। ফলে পঠনপাঠন কার্যত শিকেয় উঠেছে। প্রশাসনের তরফে কোনও নির্দেশ না আসায় ফের কবে স্কুল খোলা সম্ভব, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

এদিকে, সেপ্টেম্বরের শুরুতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের তৃতীয় সিমেস্টার। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হবে অগাস্টে। জওয়ানরা থাকায় একাদশ শ্রেণির ফলপ্রকাশ হলেও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়নি। অনলাইনে শিক্ষকরা ক্লাস করাচ্ছেন বটে, তবে তা যথেষ্ট নয়। সিলেবাস শেষ করা নিয়ে চিন্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তুফানগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী স্থানান্তরের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বক্সিরহাট গার্লস হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১৪০০ পড়ুয়া। প্রথম দফার বিধানসভা ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্লক প্রশাসনের তরফে ওই স্কুলে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তখন থেকেই স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়। প্রথম দফার ভোট পর্বে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ওই ব্লকে আরও ৮ কোম্পানি বাহিনী এলেও ভোট মিটে যাওয়ার পর তাঁরা চলে গিয়েছেন।

দরজা বন্ধ। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে বাহিনীর বাস। শনিবার।

পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্কুল খোলা থাকলেও, শুধুমাত্র বক্সিরহাট গার্লস স্কুলের পড়ুয়ারা নিয়মিত পঠনপাঠন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা লিপিকা চক্রবর্তী বলেন, 'স্কুল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সরিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা তুফানগঞ্জ-২ বিডিও, এসআই ও বক্সিরহাট থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছি। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি। তবুও আমরা স্কুলে নিয়মিত আসছি। অনলাইন ক্লাস চালু করতে বাধ্য হয়েছি।' শিক্ষকদের যুক্তি, দ্রুত ক্লাস শুরু করা সম্ভব না হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা অসম্ভব।

দশম শ্রেণির স্নেহা দাসের কথা, 'টিউশন পড়ার সামর্থ্য নেই। স্কুলের দিদিমণিদের উপর ভরসা করে মাধ্যমিকের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। সিলেবাস শেষ হবে কি না জানি না। মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে খুবই ভয় লাগছে।' স্কুলে পঠনপাঠন চালু না হলে পড়ুয়ারা পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে বলে বক্তব্য অভিভাবক বঙ্কিম সেনের।

পঞ্চম শ্রেণির সায়ন্তিকা সাহা বলল, 'আশপাশের সমস্ত স্কুল খোলা রয়েছে। শুধু আমাদের স্কুলই বন্ধ। দিদিমণিরা অনলাইন ক্লাস ব্যবস্থা চালু হলেও সকলের মোবাইল ফোন নেই।' স্কুলের অপর এক শিক্ষিকার কথায়, 'কবে স্কুল খুলবে তা নিয়ে অভিভাবকরা প্রতিনিয়ত ফোন করছেন। তবে সরকারি নির্দেশিকা না আসায় সকলেই ধোঁয়াশায় রয়েছি।'

অভিভাবকদের দাবি, ভোট-পরবর্তী হিংসার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন থাকলে বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করা হোক। অভিভাবক গৌতম সাহার মন্তব্য, 'শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে যাতে নির্বাচন হয়, সেদিকটি মাথায় রাখা উচিত।'

> বাহিনীকে সরিয়ে দিতে তুফানগঞ্জ-২ বিডিও, এসআই ও বক্সিরহাট থানায় জানিয়েছি। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি। তবু আমরা স্কুলে নিয়মিত আসছি। অনলাইন ক্লাস চালু করতে বাধ্য হয়েছি।
>
> **লিপিকা চক্রবর্তী**
> প্রধান শিক্ষিকা

দুজনে।। সাগরদিঘিতে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

দিনহাটায় পরপর চুরিতে উদ্বেগ

আতঙ্ক ব্যবসায়ী মহলে

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ জুলাই : দিনহাটায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা থামছে না। দিন সাতেক আগে গোসানি রোডের এক অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার গুদামের শাটার ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেই কাণ্ডের কিনারা এখনও হয়নি। এদিকে, শুক্রবার রাতেই দিনহাটা শহরের এক পশুখাদ্যের দোকানের তালা ভেঙে ক্যাশ বাক্স লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

পরপর এই ধরনের চুরির ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগে রয়েছেন শহরের বিভিন্ন দোকান এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকরা। প্রশ্ন উঠছে, রাতের শহরে কি তাহলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কোনও নিরাপত্তা নেই?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিনহাটা থানার এক আধিকারিক বলেন, 'চুরির কোনও অভিযোগ এখনও দায়ের হয়নি। তবে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

জানা গিয়েছে, গত রাতে দোকান বন্ধ করে তালা দিয়ে বাড়ি চলে যান মালিক উৎপল সাহা। শনিবার সকালে আশপাশের অন্য দোকানিরা তাঁকে ফোন করে সজাগ করেন, দোকানের তালা ভাঙা। তড়িঘড়ি দোকানে পৌঁছে উৎপল দেখেন, সত্যিই দোকানের তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। ক্যাশ বাক্স খোলা। বাকি সব জিনিসও এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

- শুক্রবার রাতে দিনহাটা শহরের এক পশুখাদ্যের দোকানের তালা ভেঙে ক্যাশ বাক্স লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ
- পরপর চুরির ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগে রয়েছেন শহরের বিভিন্ন দোকান এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকরা
- অবিলম্বে শহরের দোকানগুলিতে বাড়তি নজরদারির দাবি জানিয়েছেন দোকান মালিকরা

তিনি বলেন, 'দোকানে এই নিয়ে তিনবার চুরির ঘটনা ঘটল। অন্য কিছু খোয়া না গেলেও নগদ টাকা খোয়া গিয়েছে।' এরই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'এভাবে চলতে থাকলে, দোকান বন্ধ করে কীভাবে নিশ্চিন্তে থাকব? অবিলম্বে শহরের দোকানগুলিতে বাড়তি নজরদারি চাই।'

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামীর কথায়, 'এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। মাঝে রাতে এইভাবে চুরির প্রবণতা কমলেও আবার সেই একই অবস্থা তৈরি হয়েছে। গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে নিশানা করা হচ্ছে। আমরা সকলেই এই নিয়ে চিন্তিত। পুলিশের নাইট ভ্যান তো এলাকায় ঘোরেই। সঙ্গে যদি বাইক বা সাইকেলে বিভিন্ন অলিগলিতে টহলদারি করা হয় তাহলে নিরাপত্তা আরও বাড়বে। দিনহাটা থানায় সংগঠনের তরফে লিখিত অভিযোগ জানাব।'

উত্তরবঙ্গের আরেক প্রান্ত, পুরাতন মালদাতেও সম্পতি চুরির ঘটনা সামনে আসে। শুক্রবার সকালে নারায়ণপুর এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্প লাগোয়া ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর এক বহুজাতিক ডেলিভারি সংস্থার গুদামে চুরির ঘটনা সামনে আসে। সেক্ষেত্রেও অভিযোগ ছিল, রাতে শাটার ভেঙে ভেতরে ঢোকে চোরের দল। সেই সংস্থার গুদামেও পরপর একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ।

শহরবাসীর দাবি, অপরাধমুলক কাজ রুখতে আরও টহলদারি বাড়ানো হোক। না হলে এই প্রবণতা রোখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

৩ বাংলাদেশির অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখল বিএসএফ

মেখলিগঞ্জ, ১১ জুলাই : তিন বাংলাদেশির ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখল বিএসএফ। শনিবার মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাপাড়া সীমান্তের ঘটনা।

সকাল থেকে জিরো পয়েন্টে তিন বাংলাদেশি মহিলাকে বসে থাকতে দেখা যায়। এই খবর সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানদের কানে পৌঁছাতেই তাঁরা সেই এলাকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করেন। পাশাপাশি, মহিলারা যাতে ভারতে প্রবেশ করতে না পারেন, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়। এদিন সন্ধ্যায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই মহিলাদের ভারত-বাংলাদেশের মাঝে জিরো পয়েন্টে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। বাংলাদেশের বিজিবি ও সাধারণ মানুষ তাঁদের বাংলাদেশে ফিরতে দিচ্ছেন না বলে খবর।

অন্যদিকে, এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ উত্তরবঙ্গের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর আধিকারিকরাও। উত্তরবঙ্গর সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর এক আধিকারিককে ফোন মারফত যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে বলবেন' বলে জানান। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি আর ফোন ধরেননি। মেখলিগঞ্জ পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'এই বিষয়ে আমরা খবর পেয়েছি, কিন্তু সীমান্তের বিষয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানরাই বলতে পারবেন।' বাগডোকরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান অণিমা রায় বলেন, 'শুনেছি এদিন সকালে তিন বাংলাদেশি সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন। তাঁরা জিরো পয়েন্টে বসে রয়েছেন। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের প্রতিরোধ করেছেন।'

কর্মসূচি

দিনহাটা, ১১ জুলাই : চোরাচালান ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতে শনিবার সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ, বিএসএফের নোটাফেলা বিওপি ও সাহেবগঞ্জ বিওপি-র যৌথ উদ্যোগে নাজিরহাট-২ ও সাহেবগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে রুটমার্চ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি হয়। এইসব এলাকার বাসিন্দাদের গবাদিপশু, মাদক সহ যে কোনও ধরনের পাচারের সঙ্গে জড়িত না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। নজরদারি নির্বিঘ্ন রাখতে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ২ ফুটের বেশি উচ্চতার ফসল চাষ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশ ও বিএসএফের আধিকারিকরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষায় সহযোগিতার আহ্বান জানান।

সংস্কারের অভাবে বিপদ ২ কিমি রাস্তায়

স্বপন রায় বীর

জামালদহ, ১১ জুলাই : কোথাও ভাঙা, কোথাও আবার গর্ত। আর তাতে জমছে জল। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় এমনই পরিণতি হয়েছে জামালদহ বাসস্ট্যান্ড থেকে রানিরহাট পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিমি পাকা সড়কের মাঝের দুই কিমি অংশের। যার জেরে চলাচলে বেজায় দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ফলে পদে পদে বিপদ নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকালীরবাড়ি থেকে সুবারবাড়ি পর্যন্ত প্রায় দুই কিমি রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্তে জমে থাকছে জল। ডাকালীরবাড়ি থেকে সুবারবাড়ি পর্যন্ত প্রায় দু'কিমি রাস্তায় সংস্কার হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে প্রফুল্ল বর্মন, চন্দন রায়, দীপু রায়, সত্যেন রায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মন্তব্য, রাস্তা সম্প্রসারণে তাঁরা জমি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সরকার সেই জমি অধিগ্রহণের টাকা দেয়নি। ডাকালীরবাড়ি থেকে সুবারবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের শতাধিক পরিবার এই টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। পূর্ত দপ্তরে এবং প্রশাসনিক দপ্তরে যোগাযোগ করেও লাভ হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

যদিও এই বিষয়ে কোচবিহার জেলার পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁরা অভিযোগ করছেন সেটা আরও খতিয়ে দেখতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি সংস্কারে স্থানীয়দের কিছু বাধা রয়েছে। তবে, সব সমস্যা মিটে গেলে সড়কটির ওই অংশের সংস্কার করা হবে।

এই বিষয়ে মেখলিগঞ্জের বিডিও নরেশরাজ রাই জানিয়েছেন, স্থানীয়দের সমস্যার বিষয়টি মাস পিটিশন দায়ের করে জমা দিলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করা হবে।

বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে নিশীথ প্রামাণিক। শনিবার।

কমিটি গঠনে 'ভালো তৃণমূল' নিয়ে আশঙ্কা বিজেপিতে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ জুলাই : দলের নীচু তলায় কমিটিগুলি ঢেলে সাজাবে বিজেপি। শনিবার দলের জেলা কার্যালয়ে কোর কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই কমিটিতে পুরোনো কর্মীরাই গুরুত্ব পাবেন বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন দলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি বলেন, 'অঞ্চল কোর কমিটিগুলি ঢেলে সাজানো হবে। সেখানে একদিকে যেমন আদিরা গুরুত্ব পাবেন, তেমনই কোনও তৃণমূলি বেনোজল যাতে ঢুকে না যায়, সেদিকেও আমাদের নজর থাকবে।'

একদিকে যখন তৃণমূলের রাজ্যসভার তিন নেতাকে দলে নেওয়াকে কেন্দ্র করে বিজেপির অন্দরে চাপা ক্ষোভ রয়েছে, তখন সেই পরিস্থিতিতে নতুন করে কোর কমিটি তৈরির খবরে স্বাভাবিকভাবে চর্চা শুরু হয়েছে। সেখানে আবার 'ভালো তৃণমূল' জায়গা পাবে না তো? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে দলের অন্দরে। সেই আশঙ্কা নিয়ে প্রশ্ন করলে কোচবিহারে দলের ইনচার্জ মনোজ টিগ্গার কৌশলী উত্তর, 'যখন হাইকোর্ট কোনও সিদ্ধান্ত নেয় তখন সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কোনও সিদ্ধান্ত নিলে যাওয়ার জায়গা থাকে না।' অর্থাৎ প্রকাশ চিকবড়াইকদের বিজেপিতে ঢোকা যে দলের একেবারে শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন নেতারা। সেখানে রাজ্য নেতাদের হাতও বাঁধা। অপারক।

দলীয় সূত্রে খবর, যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে প্রধানরা ইস্তফা দিয়েছেন সেখানে দ্রুত নিজেদের প্রধান তৈরির প্রক্রিয়া নিচ্ছে বিজেপি। ইতিমধ্যে পুণ্ডিবাড়ি সহ জেলার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিয়েছে বিজেপি। দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর কথায়, 'আমাদের বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ পর্ব চলছে। সেগুলি ঠিকমতো হচ্ছে কি না, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হল। গ্রাম পঞ্চায়েত সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেয়ে থাকেন। অনেক জায়গায় তাঁরা ইস্তফা দেওয়ায় মানুষের সমস্যা হচ্ছে। তাই সমস্যা মেটাতে আমরা তৎপর হয়েছি।'

পরিবেশ রক্ষায় সাইকেলে ১৮০০ কিমি তাইজুলের

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ জুলাই : ইচ্ছেশক্তির কাছে দূরত্বের অঙ্ক যে নেহাতই তুচ্ছ, তা প্রমাণ করলেন ষাটোর্ধ্ব তাইজুল হক মিয়াঁ। বয়সের ভারকে হেলায় হারিয়ে, মনের অদম্য জেদকে সম্বল করে প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। সঙ্গী, কেবল একটি সাইকেল। গন্তব্য সুদূর রাজস্থানের আজমের শরিফ। তবে এই যাত্রা নিছকই তীর্থদর্শন বা ঈশ্বরের আরাধনা নয়, আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে 'পরিবেশ বাঁচাও'-এর অত্যন্ত জরুরি এবং সুগভীর বার্তাও।

শীতলকুচির বড় মরিচার লালবাজারের বাসিন্দা তাইজুল শুক্রবার সাইকেলে দীর্ঘ যাত্রার সূচনা করেন। শনিবার তিনি পৌঁছান চ্যাংরাবান্ধায়। সম্বল বলতে সাইকেলের সামনে দুটো এবং পেছনে একটি ব্যাগ।

কেন এই কঠিন পথ বেছে নিলেন? তাইজুল জানান, খাজা মইনুদ্দিনের দরবারে প্রার্থনা এবং পুরোনো মানত পূরণ তো বটেই, পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধের বার্তাও দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি। তাই বাস-ট্রেনের আরামদায়ক সফর ছেড়ে সাইকেলযাত্রায়। আগেও একবার সাইকেলে এবং একবার হেঁটে আজমের শরিফ গিয়েছেন বলে দাবি তাঁর।

রোদ-বৃষ্টির খামখেয়ালি আবহাওয়ায় প্রায় এক মাসের এই যাত্রায় কোথায় থাকবেন, কী খাবেন? একগাল হেসে বৃদ্ধের উত্তর, 'আল্লাহ ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন!' রাতে কখনও মন্দির, কখনও মসজিদ বা হোটেলে মাথা গোঁজেন। পথচলতি মানুষ হাসিমুখে যা দেন, তাতেই মেটে খিদে। তাইজুলের এই অদম্য জেদ দেখে বিস্মিত চ্যাংরাবান্ধাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা সত্যজিৎ ঘোষ কুর্নিশ জানিয়ে বলেন, 'কাছাকাছি যেতেও আমরা আরামদায়ক যানবাহন খুঁজি, অথচ উনি এই বয়সে এতটা পথ সাইকেলে যাচ্ছেন! সত্যিই প্রশংসনীয়।'

শিল্পতালুকে উন্নয়নের আশ্বাস

কোচবিহার, ১১ জুলাই : কোচবিহার-২ ব্লকের চকচকা শিল্পতালুকটি আরও উন্নত করার এবং সেখানে কারখানার সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে শিল্পপতিদের আশ্বাস দিলেন কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সুকুমার রায়।

শনিবার কোচবিহারের রাজারহাটের একটি ভবনে কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মতবিনিময় এবং সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় যোগ দিয়ে শিল্পপতিদের সমস্যাগুলি শোনেন বিধায়ক। আগামীতে এইসব সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন, দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায়, জেলার বহু বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা।

শিল্পপতিদের আলোচনা সভায় স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। শনিবার।

এদিনের সভায় শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকুমার বলেন, 'বিমান পরিষেবা সচল না থাকাটা এখানকার শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এই কারণে বড় বড় শিল্পপতিরা এখানে আসতে এবং বিনিয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করছেন।'

এই পরিকাঠামোগত খামতির কথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি জানান, বিমান পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা সহ শিল্পপতিদের অন্য দাবিগুলি তিনি শীঘ্র মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন, যাতে দ্রুত সমাধান করা যায়।

এদিনের সভায় উপস্থিত থেকে উত্তরবঙ্গের শিল্পের মানোন্নয়ন ও প্রসারের বিষয়ে একগুচ্ছ ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন স্কুল শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য কোনও শিল্প, কারখানা যেন বন্ধ না হয়। সেইসঙ্গে নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে গড়ে তোলা যায়, সেবিষয়েও আমরা ভাবনাচিন্তা করছি।'

বিধায়ক ও মন্ত্রীদের এই আশ্বাসের পর শিল্পক্ষেত্রে কতটা গতি আসে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন অনেকে।

কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভোলানাথ আগরওয়াল বলেন, 'চকচকায় নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক দরকার। পাশাপাশি বিমান পরিষেবার জন্য বড় শিল্পপতিরা কোচবিহার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এই বিষয়গুলির ওপর নজর দেওয়া দরকার।'

মনোরঞ্জনের বাড়িতে পুলিশের হানায় চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই : জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা বিদায়ি সরকারের সময় দাপুটে তৃণমূল নেতা মনোরঞ্জন দে'র বাড়িতে তল্লাশি চালাল পুলিশ। শুক্রবার রাতে সাহেবপোঁতা এলাকায় আচমকা মনোরঞ্জনের বাড়িতে যায় পুলিশের একটি দল। মনোরঞ্জনের খোঁজে বাড়িতে পুলিশ গিয়েছে, এই খবর রটতেই জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এমনকি তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়ানো পুলিশের গাড়ির একটি ভিডিও ভাইরাল হয় (যদিও ওই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। পুলিশ অবশ্য বাড়িতে গিয়ে মনোরঞ্জনের নাগাল পায়নি বলেই খবর। কিন্তু কী কারণে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ তৃণমূল নেতার বাড়িতে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও রাজনৈতিক মহল মনে করছে, পুরোনো মামলার বিষয়ে নোটিশ ধরাতেই পুলিশ গিয়েছিল মনোরঞ্জনের বাড়ি।

বিষয়টি নিয়ে অবশ্য পুলিশ মুখে কুলুপ এঁটেছে। তবে আলিপুরদুয়ার পুলিশের এক কর্তা বলেন, পুরোনো এবং সম্প্রতি মনোরঞ্জন দে'র বিরুদ্ধে বেশকিছু অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগগুলির বিষয়ে ব্যবস্থা নিতেই তাঁর বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। পালাবদলের পর দাপুটে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ আছে। কিন্তু এদিন তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের কাউকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি।

রাজ্যে পালাবদলের পর মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে থানায় একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। সেই সব অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কয়েকদিন আগে বেআইনিভাবে খাদান থেকে বালি-পাথর তুলে তা পাচারের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল মনোরঞ্জনের বিরুদ্ধে। এছাড়াও ভোটের সময় ও আগে তৃণমূলের হয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, বন্দুক দেখিয়ে প্রাণনাশের হুমকি সহ মোট পাঁচটি অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এতদিন তৃণমূল ক্ষমতায় থাকা পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তবে পালাবদলের পর পুরোনো অভিযোগেরও তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের সক্রিয়তায় খুশি বিজেপি ও অভিযোগকারীরা। বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস বলেন, 'মনোরঞ্জন দে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় কালো কারবারের সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল। সাধারণ মানুষ তাঁর হাতে অত্যাচারিত হয়েছে। তাঁরাই থানায় অভিযোগ করেছেন। আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে তাঁর কালো সাম্রাজ্য ভেঙে দিক। সঙ্গে তাঁর সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করুক।'

অভাবকে হারিয়ে বোম্বে আইআইটিতে সূর্য

সুশান্ত অধিকারী

মাথাভাঙ্গা, ১১ জুলাই : চ্যাম্পিয়নদের সবচেয়ে বড় গুণ কী জানেন? তাঁরা চাপে ভেঙে পড়েন না, উলটে চাপ তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্র সূর্য বর্মন তেমনি একজন চ্যাম্পিয়ন। বাবা বাবলু বর্মন বেসরকারি স্কুলের গাড়িচালক। অভাব সূর্যর নিত্যসঙ্গী। অনটনের চাপে সূর্যর টিনের চালের বাড়িতে ঢোকার আগে স্বপ্নও খানিক থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু ওই যে চ্যাম্পিয়ন। অভাব-অনটন, পরিস্থিতি সহ আরও একগাদা চাপকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে সূর্য এবার জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ২৩৮৮ র‍্যাংক করেছে।

সূর্যের প্রিয় ক্রিকেটারের নাম মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ২০১১ সালের ২ এপ্রিল মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ তুলেছিলেন ধোনি। সূর্যও নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে মুম্বই পাড়ি দিচ্ছে। কোনও কোচিং ছাড়া, শুধুমাত্র অধ্যবসায়ে ভর করে প্রথমবার জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বসেই সূর্য সুযোগ পেয়েছে আইআইটি বোম্বেতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার।

বাবা-মায়ের সঙ্গে সূর্য বর্মন।

পথ মোটেই সহজ ছিল না। সূর্যর বাড়ি কুশুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতগ্রাম এলাকায়। মাথাভাঙ্গা শহর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে। সূর্যর মা মাধবী বলেন, 'ছেলের সাফল্যে আমি ভীষণ খুশি। ছোটবেলা থেকেই ও খুব মেধাবী। বাধ্যও। কোনওদিন ওকে পড়তে বসার কথা বলতে হয়নি।' একটু থেমে তিনি যোগ করেন, 'আর্থিক অনটনের কারণে ওকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। স্কুল, টিউশনের জন্য ওকে বারবার এতটা দূর যাতায়াত করতে হত। ও খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে।'

মা খুশি। কিন্তু আর্থিক সংগতির অভাবের কারণে ছেলের পড়াশোনার খরচ চালানো নিয়ে চিন্তিত সূর্যের বাবা বাবলু বর্মন। তিনি বলেন, 'মুম্বইতে পড়াশোনার অনেক খরচ। চিন্তা তো আছেই। তবে আশা করি আর্থিক সমস্যা আমার ছেলের পড়াশোনাতে বাধা হবে না।' শুক্রবার কোচবিহারের মহকুমা শাসক জিতিন যাদব মাথাভাঙ্গা নজরুল সদনে সূর্যকে সংবর্ধনা দিয়েছেন।

ছাত্রের সাফল্যে ভীষণ খুশি মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক সঞ্জয় সরকার। তিনি বলেন, 'মেধাবী তো বটেই, সূর্য ভীষণ পরিশ্রমীও। ও নিজের অধ্যবসায়ের জোরেই এই সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা ওকে সাধ্যমতো সাহায্য করেছি। ভবিষ্যতে ও আরও সাফল্য পাক এই কামনা করি।'

নিজের সাফল্যের কারণ সম্পর্কে সূর্য বলে, 'বাঁধাধরা রুটিন ছিল না। তবে নিয়মিত পড়াশোনা করতাম। ফাঁকি দিতাম না। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে গান শুনতাম।' ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞেস করলে, একটু হেসে সূর্য বলে, 'আমি ইউপিএসসিতে বসতে চাই। আইএএস হয়ে মানুষের পাশে থাকতে চাই।'

আইআইটিতে পড়ার সুযোগ আর চোখধাঁধানো মাইনের চাকরি প্রায় সমার্থক। কিন্তু মাথাভাঙ্গার সূর্য সেই প্রলোভন উপেক্ষা করে মানুষের পাশে থাকতে চায়। ওই যে লেখার শুরুতেই বলেছিলাম চ্যাম্পিয়ন। এদের জাতটাই আলাদা।

স্বাস্থ্যসেবার নেতৃত্বে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

শিক্ষার্থীদের বার্তা

তরুণ ভট্টাচার্য

(সাধারণ সম্পাদক, ডাঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (সোসাইটি), দুর্গাপুর)

যুগ বদলের জমিতে প্রসার ঘটছে ভাবনার। বাস্তবের মাটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে প্রযুক্তি। স্বপ্ন দেখার সামিয়ানায় দিশা দেখাচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা। যেখানে নেতৃত্বের চিন্তা ও শিক্ষা হয়ে উঠছে আগামীর ভবিষ্যৎ। সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠিতে আজ আর শুধু চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর ভূমিকা নয়, মেলবন্ধন ঘটছে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রয়োগের। যা আজকের শিক্ষার্থীদের এগিয়ে চলার পাথেয়।

দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে ভারতের স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্র। কোভিড মহামারির পর যেমন আরও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হাসপাতাল, তেমনই দ্রুত চাহিদা বাড়ছে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষ পেশাদারের। আজকের অত্যাধুনিক হাসপাতালগুলিতে শুধু দক্ষ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নয়, প্রয়োজন হয়ে পড়ছে যোগ্য ব্যবস্থাপক, যাঁরা রোগীর সঠিক সেবায় নিজেকে দক্ষতা উজাড় করে দিতে পারেন।

আজ অত্যন্ত প্রয়োজন কার্যকর প্রশাসন, আর্থিক পরিকল্পনা, উন্নত প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়ন করতে সক্ষম উপযুক্ত মানুষের। যিনি হাসিমুখে রোগী ও তাঁর পরিবারকে 'ভালো আছি, ভালো থাকুন, আমি পাশে আছি' বলতে পারবেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সব শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রতি আমার আহ্বান- আপনারা এমন একটি পেশাগত দিক বিবেচনা করুন, যেখানে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার সঙ্গে সমাজসেবার বিরাট সমন্বয় ঘটে।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'এমবিএ ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট' অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র। এবিষয়ে শিক্ষালাভের মাধ্যমে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, ওষুধ শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, স্বাস্থ্যবিমা সংস্থা, জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এবং হেলথকেয়ার কনসালটেন্সি সংস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে দুর্দান্ত কর্মজীবন ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার।

বর্তমান সময়ে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। একজন দক্ষ ব্যবস্থাপককে নানা কর্মীদের পরিচালনা, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তির বাস্তবায়ন, গুণগত মান নিশ্চিত করা, রোগীদের প্রতিটি সেবার মান উন্নয়নের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রের এই পরিবর্তনশীল পরিসরে প্রশিক্ষিত হাসপাতাল ব্যবস্থাপকরা নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসি, নার্সিং, বাণিজ্য, ম্যানেজমেন্ট সহ বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রের পড়ুয়ারা তাঁদের আগ্রহ, দক্ষতা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অনুযায়ী এই বিষয়কে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রকৃত উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার সময় শিক্ষার্থীদের উচিত প্রতিষ্ঠানের মান, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ, অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইন্টার্নশিপের সুযোগ, ব্যবহারিক শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণার সুযোগ এবং প্লেসমেন্ট সহায়তা ইত্যাদির গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

কারণ একটি সঠিক সিদ্ধান্তই একটি সফল ও দীর্ঘমেয়াদি পেশা জীবনের দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করতে পারে। আজকের হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা এমন একটি বিরাট ক্ষেত্র, যেখানে ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। আমি উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনাময় এই ক্ষেত্রটি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানার ও উপলব্ধি করার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা ও স্বপ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সঠিক ও দূরদর্শী কেরিয়ার নির্বাচন করার আহ্বান জানাই।

প্রথাগত হিসাবের বাইরে বাণিজ্যে স্মার্ট কেরিয়ার

বাণিজ্য শাখা বা কমার্স মানে কেবল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএ), কোম্পানি সেক্রেটারি (সিএস) অথবা ব্যাংকের চাকরি- এই ধারণা থেকে আজকের কর্পোরেট দুনিয়া অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসার ধরন এবং অর্থনীতির সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাণিজ্য শাখায় নতুন যুগের কেরিয়ারের সুযোগ। ফিনটেক বা ফিন্যান্সিয়াল টেকনলজির মতো বিষয়গুলো এখন বাজার কাঁপাচ্ছে, যেখানে অর্থনীতি ও প্রযুক্তির যুগলবন্দি ঘটছে।

এছাড়া ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, বিহেভিয়ারাল ফিন্যান্স বা ইএসজি (এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্নেন্স) কনসালটিংয়ের মতো একেবারে অফবিট কেরিয়ারগুলো বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়াদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্পোর্টস ইকোনমিক্স বা কর্পোরেট ল'-এর মতো বিষয়গুলোতেও এখন প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে।

প্রথাগত খাতা-কলমের হিসাবনিকাশের বাইরে গিয়ে ব্যবসা এবং অর্থনীতির আধুনিক রূপরেখা যাঁরা বুঝতে পারবেন, আগামীর বাজার তাঁদের হাতের মুঠোয়। বাণিজ্য বিভাগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সেই কলেজের যোগাযোগ কতটা নিবিড়, তা সবার আগে যাচাই করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে আধুনিক ব্যবসার জটিলতা বোঝা সম্ভব নয়। তাই এমন প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়া উচিত, যেখানে নিয়মিত কর্পোরেট ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ রয়েছে।

কলেজটির প্লেসমেন্ট সেলের অতীত রেকর্ড এবং বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে তাদের চুক্তির বিষয়টিও নজরে রাখা দরকার। প্রথাগত ডিগ্রির পাশাপাশি কলেজটি আধুনিক সফটওয়্যার, যেমন ট্যালি প্রাইম, স্যাপ (SAP) বা অ্যাডভান্সড এক্সেল শেখার ওপর জোর দিচ্ছে কি না, তা একজন বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ইন্টার্নশিপের সুযোগ কতটা সহজে পাওয়া যায়, সেটিও কলেজ নির্বাচনে বড় মানদণ্ড হওয়া উচিত।

অনেক সময় দেখা যায়, বাণিজ্য বিভাগের পড়ুয়ারা তাঁদের প্রথম পছন্দের পেশাদার কোর্সে সফল হতে পারেন না। হয়তো সিএ বা সিএস পরীক্ষায় কয়েকবার চেষ্টা করে উত্তীর্ণ হওয়া গেল না, অথবা দেশের প্রথম সারির কমার্স কলেজে ভর্তির সুযোগ হাতছাড়া হল। এমন পরিস্থিতি সাময়িক হতাশার সৃষ্টি করলেও এটি কেরিয়ারের শেষ কথা নয়। এই ধরনের পেশাদার পরীক্ষাগুলোর কাঠামো অত্যন্ত কঠিন এবং সেখানে সাফল্যের হার স্বাভাবিকভাবেই কম থাকে।

তাই প্ল্যান 'এ' কাজ না করলে সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান 'বি' প্রস্তুত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। প্রথাগত সিএ বা সিএস-এর বদলে সিএফএ (চার্টার্ড ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট), সিএমএ বা এনআইএসএম-এর মতো বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি অথচ অত্যন্ত কার্যকরী সার্টিফিকেশন কোর্সগুলো করে অনায়াসে কর্পোরেট দুনিয়ায় ভালো বেতনের চাকরি পাওয়া সম্ভব।

বাণিজ্য শাখায় ডিগ্রির চেয়ে বেশি প্রয়োজন হল ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকুমেন বা আর্থিক দূরদৃষ্টি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। বাজার কীভাবে কাজ করে, কোন শেয়ারের ভবিষ্যৎ কী বা ব্যবসার ঝুঁকি কীভাবে কমানো যায় ইত্যাদি বাস্তবমুখী জ্ঞানগুলো শুধু কলেজ শেখাতে পারে না। এর জন্য শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক খবরাখবর রাখতে হয় এবং বাজারের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে হয়। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা, নেটওয়ার্কিং ক্ষমতা এবং নতুন প্রযুক্তি দ্রুত আয়ত্ত করার ইচ্ছাই আপনাকে কর্পোরেট দুনিয়ায় অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলবে।

প্রথম পছন্দ অনুযায়ী সবকিছু না মিললেও নিজস্ব অধ্যবসায় এবং ক্রমাগত নিজেকে উন্নত করার মাধ্যমে বাণিজ্য শাখার যে কোনও শিক্ষার্থী নিজের কেরিয়ারকে ঈর্ষণীয় উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম। পরিশেষে, আপনার ডিগ্রি বা প্রতিষ্ঠান নয়, ব্যবসার মাঠে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি এবং বাস্তব জ্ঞানই আপনার সাফল্যের আসল নিয়ামক।

নতুন পৃথিবীর চালিকাশক্তি হওয়ার দিশা

বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা মানেই কেবল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইঁদুরদৌড়ে শামিল হওয়া- এই ধারণা এখন অতীত। বিজ্ঞানের দুনিয়া এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং বহুমুখী। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে ছাত্র বা ছাত্রীটি উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, তার সামনে এমন কিছু পেশার দরজা খোলা রয়েছে যা এক দশক আগেও কল্পনার বাইরে ছিল।

অ্যাস্ট্রোবায়োলজি, বায়োইনফরমেটিক্স, ক্লাইমেট সায়েন্স বা স্পেস টেকনলজির মতো বিষয়গুলো এখন আর কেবল বিদেশের মাটিতে সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের দেশেও এই ক্ষেত্রগুলোতে গবেষণার বিপুল সুযোগ তৈরি হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিং তো বটেই, পাশাপাশি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং ন্যানো টেকনলজির মতো বিষয়গুলো আগামী পৃথিবীর চালিকাশক্তি হতে চলেছে। তাই প্রথাগত জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা নিট-এর বাইরে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা এখন এমন অনেক বিষয় বেছে নিতে পারেন, যা তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাকে সঠিক দিশা দিতে সক্ষম।

বিজ্ঞানের জগতে চূড়ান্ত সাফল্য নির্ধারণ করে আপনার নিজস্ব দক্ষতা এবং শেখার মানসিকতা। ডিগ্রির পাশাপাশি কোডিং শেখা, ডেটা অ্যানালিসিস বুঝতে পারা বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার ক্ষমতা বর্তমান যুগে অত্যন্ত জরুরি। আপনি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি পেলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আপনি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কতটা পারদর্শী।

সঠিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এখন দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো প্রয়োজন। শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের চমক বা একটি প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড নামের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। বিজ্ঞান পড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল সেই প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারের পরিকাঠামো এবং সেখানকার অধ্যাপকদের গবেষণার ইতিহাস। একজন শিক্ষার্থীকে দেখতে হবে সেই প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে কাজ শেখার বা গবেষণার সুযোগ কতটা রয়েছে। সেখানকার প্রাক্তনীরা বর্তমানে গবেষণার জগতে বা ইন্ডাস্ট্রিতে কী ধরনের কাজ করছেন, তার খোঁজ নেওয়াও সমপরিমাণ জরুরি।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, খুব নামীদামি নয় অথচ পরিকাঠামোগতভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ কোনও প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে শিক্ষার্থীরা গবেষণার জগতে অনেক বেশি সফল হচ্ছেন। তাই প্রতিষ্ঠানের নামের চেয়ে তার ভেতরের গুণগতমান যাচাই করাটা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক।

যে কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথমবারে সফল হতে না পারলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের গভীর হতাশা কাজ করে। প্রথম সারির মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সুযোগ না পাওয়াকে অনেকে জীবনের শেষ বলে মনে করেন। কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ আলাদা। একটি পরীক্ষা বা একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কখনও আপনার মেধা বা যোগ্যতার চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে না।

প্রথম পছন্দের জায়গায় সুযোগ না পেলে হতাশ না হয়ে বিকল্প পথগুলোর দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে বেসিক সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে পরবর্তীকালে আইআইটি বা আইআইএসআর-এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি করার সুযোগ থাকে। আসল কথা হল, আপনার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান কতটা গভীর এবং আপনি নতুন জিনিস শিখতে কতটা আগ্রহী।

বিজ্ঞানের জগতে চূড়ান্ত সাফল্য নির্ধারণ করে আপনার নিজস্ব দক্ষতা এবং শেখার মানসিকতা। ডিগ্রির পাশাপাশি কোডিং শেখা, ডেটা অ্যানালিসিস বুঝতে পারা বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার ক্ষমতা বর্তমান যুগে অত্যন্ত জরুরি। আপনি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি পেলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আপনি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কতটা পারদর্শী।

একজন বিজ্ঞানী বা গবেষক হিসেবে আপনার সবচেয়ে বড় মূলধন হল আপনার কৌতূহল এবং ধৈর্য। প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানে সুযোগ না পেলেও নিজস্ব অধ্যবসায়, সঠিক মেন্টরশিপ এবং নিরন্তর শেখার ইচ্ছার মাধ্যমে যে কোনও শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের জগতে নিজের একটি স্বাধীন ও সফল পরিচিতি তৈরি করতে পারেন। দিনশেষে, প্রতিষ্ঠান নয়, শিক্ষার্থীর নিজস্ব মেধা, পরিশ্রম এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাই তার কেরিয়ারের চূড়ান্ত রূপরেখা নির্ধারণ করে।

ভাবনার নতুন জগৎ, ছকভাঙা কলা বিভাগ

কলা বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা করা মানেই কেরিয়ারের সুযোগ সীমিত- এই ভ্রান্ত ধারণা এখন পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে। একসময় মনে করা হত, যারা বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বিভাগে সুযোগ পায় না, তারাই কেবল কলা বিভাগে ভর্তি হয়। কিন্তু বর্তমান কর্পোরেট ও প্রযুক্তিগত যুগে হিউম্যানিটিজ বা কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথাগত সাহিত্য, ইতিহাস বা দর্শনের পাশাপাশি এমন অনেক নতুন ও অভিনব কোর্স রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক স্তরে কেরিয়ার গড়ার সুযোগ করে দেয়।

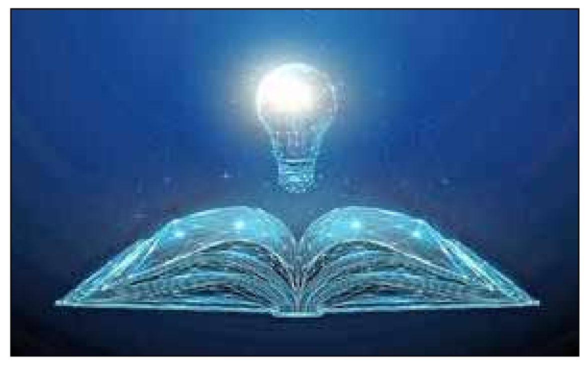

কগনিটিভ সায়েন্স, ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ, মিউজিওলজি বা আর্ট রেস্টোরেশনের মতো বিষয়গুলো এখন অত্যন্ত জনপ্রিয়। এছাড়া পাবলিক পলিসি, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস-এর মতো ক্ষেত্রগুলোতে নীতি নির্ধারক বা গবেষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সমাজের মনস্তত্ত্ব বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে কলা বিভাগের পড়ুয়াদের জুড়ি মেলা ভার, যা আধুনিক যুগের প্রতিটি বহুজাতিক সংস্থার জন্য অপরিহার্য।

কলা বিভাগের জন্য সঠিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর জোর দেওয়া উচিত। এই বিভাগে শুধুমাত্র ক্লাসরুমের পড়াশোনা যথেষ্ট নয়, বরং সহপাঠী এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন সম্ভব। তাই এমন প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়া প্রয়োজন, যেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে এবং লাইব্রেরির পরিকাঠামো অত্যন্ত উন্নত।

ইন্টারডিসিপ্লিনারি বা আন্তঃবিভাগীয় পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে, এমন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ এখন ইতিহাস পড়ার পাশাপাশি একজন ছাত্রের অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে বড় ভূমিকা পালন করে।

পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পাওয়াটা অনেক শিক্ষার্থীর কাছে মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো কারও স্বপ্ন ছিল প্রথম সারির কোনও ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বা ইতিহাসে স্নাতক হওয়ার, কিন্তু সামান্য নম্বরের ফেরে তা আর হয়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতিতে হতাশাকে প্রশ্রয় না দিয়ে মনে রাখা প্রয়োজন, কলা বিভাগের আসল শক্তি কোনও প্রতিষ্ঠানের নামের ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং পড়াশোনার গভীরতার ওপর।

একটি সাধারণ কলেজ থেকে স্নাতক হয়েও নিজস্ব পাঠাভ্যাস, লেখালেখি এবং গবেষণার প্রতি আগ্রহের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী অনায়াসে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর করার সুযোগ পেতে পারেন। প্রথম পছন্দের কলেজে সুযোগ না পাওয়াটা কোনওভাবে আপনার মেধার অভাব প্রমাণ করে না।

কলা বিভাগে সফল হওয়ার মূল চাবিকাঠি হল আপনার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা এবং ক্রিটিকাল থিংকিং বা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা। আজকের দিনে নিয়োগকারীরা এমন কর্মী খুঁজছেন, যিনি যে কোনও পরিস্থিতিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারেন এবং স্পষ্টভাবে নিজের মতামত গুছিয়ে লিখতে বা বলতে পারেন।

ডিগ্রির পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শেখা, কন্টেন্ট রাইটিং, গ্রাফিক ডিজাইন বা সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্টের মতো দক্ষতাগুলো একজন কলা বিভাগের শিক্ষার্থীকে পেশাগত দৌড়ে অনেকটা এগিয়ে রাখে। সমাজকে বোঝার ক্ষমতা এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি- যা কলা বিভাগের পড়াশোনার মূল নির্যাস, তা কোনও নির্দিষ্ট কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। নিজের দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের ওপর ভর করে শিক্ষার্থী নিজেই তাঁর সাফল্যের পথ তৈরি করে নিতে পারেন।

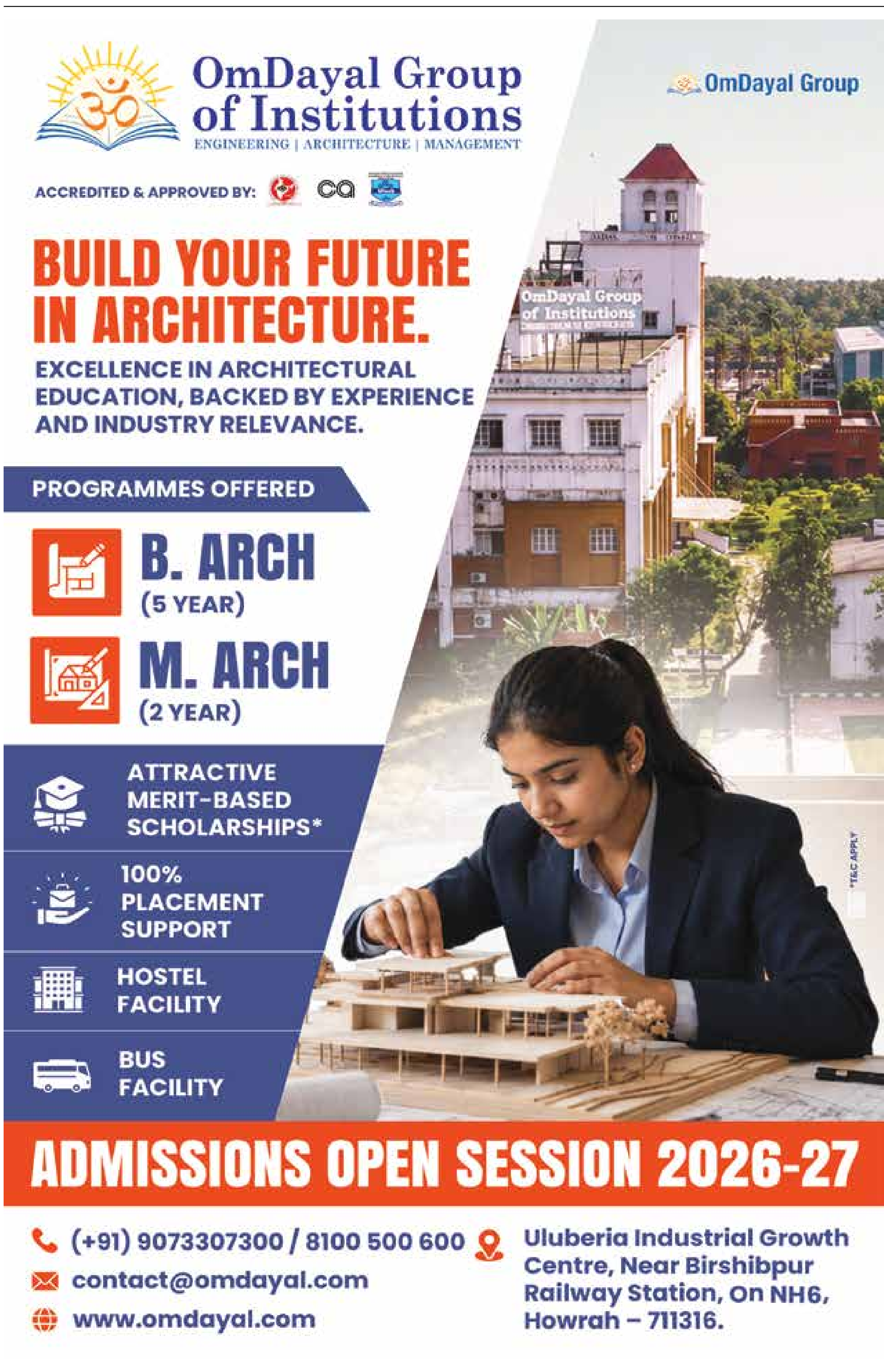

পৃথিবীর পাঠশালা

ভিনগ্রহী যানের মেঘ

অনেক সময় পাহাড়ের চূড়ার ঠিক ওপরে এমন কিছু মেঘ তৈরি হয় যা দেখতে অবিকল হলিউড সিনেমার ভিনগ্রহী যানের মতো লাগে। এদের লেন্টিকুলার মেঘ বলা হয়। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বাতাস যখন ওপরের দিকে ওঠে, তখন আর্দ্রতার কারণে এমন গোল এবং চাকতির মতো মেঘের সৃষ্টি হয়। এগুলো আকাশে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই মেঘ দেখেই বহু মানুষ উড়ন্ত চাকি বা এলিয়েন স্পেসশিপ দেখার গুজব ছড়িয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার নলাকার মেঘ

অস্ট্রেলিয়ার কার্পেন্টারিয়া উপসাগরের আকাশে শরতের শুরুতে এক অদ্ভুত লম্বা নলের মতো মেঘ দেখতে পাওয়া যায়। এই মেঘগুলোকে মর্নিং গ্লোরি বলা হয়। এগুলো লম্বায় প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং আকাশজুড়ে বিশাল এক সাদা পাইপের মতো ভাসতে থাকে। খুব দ্রুত বেগে বয়ে চলা বাতাসের চাপের কারণেই মেঘগুলো এমন সুন্দর এবং নিখুঁত নলাকার রূপ নেয়।

বিশ্বের সোজা রাস্তা

অস্ট্রেলিয়ার আয়ার হাইওয়ে হল পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সোজা রাস্তা। নালারবোর সমভূমির ওপর দিয়ে যাওয়া এই রাস্তাটিতে টানা প্রায় একশো ছেচল্লিশ কিলোমিটার পথে সামান্যতম কোনও বাঁক বা মোড় নেই। চারদিকে মাইলের পর মাইল কেবল ধু-ধু রুক্ষ প্রান্তর এবং তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একদম সোজা পিচের রাস্তা। দীর্ঘ সময় সোজা গাড়ি চালাতে গিয়ে একঘেয়েমিতে চালকরা অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়েন।

আগুনের প্রাকৃতিক ঝরনা

আমেরিকার ইয়োসেমাইট ন্যাশনাল পার্কে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে এক অপার্থিব দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঘোড়ার লেজের মতো একটি সরু জলপ্রপাতের ওপর সূর্যাস্তের আলো এমন নির্দিষ্ট কোণে পড়ে যে, জলের ধারাটি আগুনের মতো লাল এবং সোনালি রঙে জ্বলতে শুরু করে। মনে হয় যেন পাহাড়ের ওপর থেকে জলের বদলে গরম লাভা বা আগুন গড়িয়ে পড়ছে। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য এই প্রাকৃতিক জাদুর দেখা মেলে।

আগামী ১৪ জুলাই জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের জরুরি বৈঠক

নেওড়াভ্যালি রক্ষায় আইনি অস্ত্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই : নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের বুক চিরে মাথা তুলতে পারবে না কোনও নতুন কংক্রিটের কাঠামো। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাকে হাতিয়ার করে এবার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে সামরিক ছাউনি গড়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি ও প্রশাসনিক লড়াইয়ের ময়দানে নামছে উত্তরবঙ্গের পরিবেশ ও বন্যপ্রাণপ্রেমী সংগঠনগুলি। সুপ্রিম কোর্ট ও কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের স্পষ্ট গাইডলাইন রয়েছে, নেওড়াভ্যালির ইকো সেনসিটিভ জোনের মাত্র ১ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনও ধরনের নতুন পরিকাঠামো নির্মাণ বা বাণিজ্যিক কাজ করা যাবে না। অথচ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও চিনের আগ্রাসী নীতির কৌশলগত অবস্থানকে সামনে রেখে এই অতি সংবেদনশীল বনাঞ্চলের জোরপোখরি এলাকায় ৩ হেক্টর জমিতে বিশাল সেনাছাউনি গড়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই এবার কড়া সুরে সরব হয়েছেন পরিবেশকর্মীরা। উত্তরবঙ্গের বুক থেকে অন্যতম প্রধান বায়ো-ডাইভারসিটি জোনকে বাঁচাতে তাঁরা ওই ১ কিমি আইনি নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালকেই মূল অস্ত্র করতে চলেছেন।

নেওড়ার প্রাচীন রক ফরমেশন।

ভৌগোলিক ও স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে নেওড়াভ্যালির পশ্চিম পাশে রয়েছে ডালিমকোট, অম্বিয়, রেনক,রাসেট এবং পাঞ্চাসারি এলাকা। এই পাঞ্চাসারির কোল ঘেঁষেই গিয়েছে প্রাচীন সিল্ক রুট তথা সিকিম অভিমুখী ঐতিহাসিক নাথু লা পাহাড়ি পথ। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার নিরিখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে ১০ হাজার ফুট উচ্চতার এই জোরপোখরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশলগত বিন্দু বা 'স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট'। চিনের সঙ্গে সাম্প্রতিক সীমান্ত উত্তেজনার আবহে এই এলাকা থেকে নজরদারি চালানো অনেক সহজ। এই কারণেই প্রতিরক্ষার স্বার্থে জোরপোখরিতে একটি স্থায়ী সেনা ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য বন দপ্তরের কাছে জমি চেয়ে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ। তবে এই পাঞ্চাসারি প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকা এবং নেওড়াভ্যালির সীমান্ত থেকে মাত্র ২ কিলোমিটারের মধ্যে সিকিমের প্যাংগোলাখা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য অবস্থিত। ফলে সেনাবাহিনী এখানে পরিকাঠামো গড়লে সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের উপর তার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর এই কারণেই সীমান্ত সুরক্ষার যুক্তি মেনে নিয়েও, বনাঞ্চলের সুরক্ষায় ১ কিলোমিটারের মধ্যে নতুন কোনও নির্মাণ করা যাবে না বলে অবস্থানে অনড় বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ বিষয়ক সংগঠনগুলি।

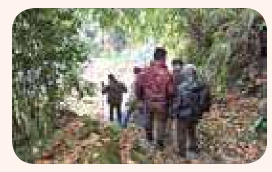

- ইকো সেনসিটিভ জোনের ১ কিমি এলাকার মধ্যে যে কোনও নতুন নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
- কড়া নির্দেশিকাকেই ঢাল করছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি
- ১০ হাজার ফুট উচ্চতায় জোরপোখরি এলাকার ৩ হেক্টর জমিতে সামরিক পরিকাঠামো গড়ার সেনার প্রস্তাব ঘিরে চরম বিতর্ক

এদিকে, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে বহু আগেই নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের সুরক্ষায় ইকো সেনসিটিভ জোন সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলেও, তা কেন এখনও বলবৎ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে পরিবেশ মহলে। কেন ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটি তাদের নিজস্ব গাইডলাইন কার্যকর করতে পিছুপা হচ্ছে, তা নিয়ে তারা সরাসরি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বনাঞ্চলের উত্তরে সিকিম ও রুকা এলাকা, পূর্বে রুকা এবং দক্ষিণে ইঙ্গো চা বাগান সংলগ্ন অসাকাম বনাঞ্চল রয়েছে। কিন্তু পশ্চিম দিকের লিংসাখা ও পাঞ্চাসারির পাহাড়ি খাড়াই সীমান্ত এলাকাটি পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত ভঙ্গুর। এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক সন্দীপ ঘোষ আগামী ১৪ জুলাই তাঁর নিজস্ব সভাকক্ষে ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটির একটি বিশেষ পর্যালোচনা বৈঠক ডেকেছেন।

বৈঠকের আবহেই প্রশাসনের উপর চাপ বাড়াতে তৈরি হচ্ছে পরিবেশবাদী মঞ্চগুলি। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, 'কালিম্পং জেলা প্রশাসন, বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল এবং গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও'র উচিত এখনই ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটির বৈঠক ডেকে নেওড়া নিয়ে চূড়ান্ত এবং কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া। কেন্দ্রীয় সেনসিটিভ জোনের নির্দেশিকা নেওড়ার প্রতিটি অঞ্চলেই সমানভাবে কার্যকর করতে হবে।'

নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা আছে, শুধু নতুন নির্মাণই নয়, জঙ্গলের কোনও প্রাকৃতিক বা পুরোনো কাঁচা রাস্তাকেও চওড়া করা কিংবা দৈর্ঘ্য বাড়ানো যাবে না। এমনকি ইকো সেনসিটিভ জোন এলাকার ভেতর একটি গাছও কাটা নিষিদ্ধ। এই কড়া নিয়ম ভাঙলে বন্যপ্রাণীদের প্রাচীন করিডর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এক প্রবীণ বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ শ্যামাপ্রসাদ পান্ডে এ প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক করিডর ও বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এটা ভাবা চরম অবাস্তব ও অযৌক্তিক। সেনাছাউনির মতো বড় পরিকাঠামো এখানে হলে গোটা নেওড়ার পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ইকো সেনসিটিভ জোন মনিটরিং কমিটির অন্যতম সদস্য তথা বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী অনিমেষ বসু এই নিয়ে তাঁদের রণকৌশল স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আগামী ১৪ জুলাই জেলা শাসকের ডাকা বৈঠকে নেওড়াভ্যালিতে সেনাছাউনি করার প্রস্তাবিত বিষয়টি নিয়ে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইব।'

পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ

তুষের আড়ালে গোরু পাচার, গাড়ি ভাঙচুর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১১ জুলাই : তুষের বস্তার আড়ালে গোরু পাচারের ছক কষা হয়েছিল। গোরক্ষা কমিটি ও বিজেপি মিলে সেই পরিকল্পনা অবশ্য ভেস্তে দেয়।

শুক্রবার গভীর রাতের ঘটনা। ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া টিবি হসপিটালপাড়া এলাকা থেকে একটি পণ্যবাহী গাড়ি আটক করে ১০টি গোরু উদ্ধার করা হয়। পায়ে ইনজেকশন দিয়ে অবশ করা গোরুগুলিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে অত্যন্ত অমানবিক অবস্থায় গাড়িতে রাখা হয়েছিল। এই ঘটনায় বুলবুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। গোরক্ষা কমিটির সদস্যরা গাড়িটিতে ভাঙচুর চালান এবং পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সরব হন। পাশাপাশি, এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশের সক্রিয় মদত ছাড়া জনবহুল এলাকা দিয়ে কোনওভাবেই গোরু পাচার সম্ভব নয় বলে অভিযোগ। পুলিশ অবশ্য অভিযোগ মানতে চায়নি।

বিজেপির ময়নাগুড়ি টাউন মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব বর্ধনের দাবি, 'তৃণমূল কংগ্রেসের সময় থেকেই এই এলাকা দিয়ে গোরু পাচার করা শুরু হয়। রাজ্যে পালাবদলের পরে বিষয়টি নিয়ে আমরা ময়নাগুড়ি থানায় জানালেও এই প্রবণতা ঠেকাতে পুলিশ কোনও উদ্যোগই নেয়নি।' ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'গোরু পাচার ঠেকাতে পুলিশ সব সময় সক্রিয় রয়েছে। গত কয়েক মাসে ১৫টির বেশি মামলা দায়েরের পাশাপাশি প্রায় ৩০০টি গোরু উদ্ধার করা হয়েছে।'

শুক্রবার রাতে ঘটনার সূত্রপাত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোরক্ষা কমিটির সদস্যরা ময়নাগুড়ি শহর লাগোয়া এলাকায় নজরদারি শুরু করেন। ময়নাগুড়ি বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতির নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রাস্তার পাশে একটি অন্ধকার জায়গায় তুষবোঝাই অবস্থায় গাড়িটিকে দেখা যায়। প্রাথমিক দর্শনে গাড়িটিকে তুষবোঝাই মনে হলেও তল্লাশি চালাতেই আসল ছবি সামনে আসে। বাঁশ দিয়ে চাঙড় বেঁধে ওপরে তুষবোঝাই করা থাকলেও নীচে সেগুলির আড়ালে পাচারের উদ্দেশ্যে গোরুগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার পরেই উত্তেজিত জনতা চালক বুলবুল ইসলামকে বেধড়ক মারধর করে এবং গাড়িতে ভাঙচুর চালায়।

গোরুবোঝাই অবস্থাতেই গাড়িটিকে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গোরক্ষা কমিটির সদস্যরা সেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, রাজ্যে পালাবদলের পরেও গোরু পাচার বন্ধে পুলিশকে বারবার জানানো হলেও প্রশাসন কোনও উদ্যোগই নেয়নি। সেই কারণেই জনবহুল এলাকা দিয়ে গোরু পাচারের চেষ্টা চলছিল। বিজেপি নেতৃত্ব মোট ১৪ জনের নামে ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করে। পরে উদ্ধার করা গোরুগুলো সিঙ্গিমারি এলাকার একটি খোঁয়াড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযুক্তকে পুলিশ সাতদিনের হেপাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠালেও বিচারক অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেন।

বিজেপি নেতা কৌশিক বসুর কথায়, 'গোরুগুলিকে ইনজেকশন দিয়ে অবশ করে সেগুলির পা বেঁধে রাখার ফলে সেগুলি অমানবিক কষ্ট পাচ্ছিল।' সংশ্লিষ্ট এলাকা দিয়ে যাতে কোনওভাবেই গোরু পাচার না করা যায় সেজন্য তাঁরা যাবতীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে দলের আরেক নেতা আবির দাস জানান।

স্কুল ছুটির পর।। *শনিবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।*

ঋতব্রত-তৃণমূলেই প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ জুলাই : ভোটে তৃণমূল পরাজিত হওয়ার পর থেকেই হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তজমুল হোসেনকে দলের হয়ে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। এমনকি বাইরেও তেমন দেখা মিলছিল না ওই কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়কের। কিন্তু শনিবার কলকাতায় বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক বৈঠকে দেখা গেল তজমুল হোসেনকে। এদিন কলকাতায় নব তৃণমূলের বিভিন্ন জেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করার পাশাপাশি রাজ্য কমিটির সদস্যদের নামও ঘোষণা করা হয়। আর এখানেই বিপ্লব মিত্রের পাশাপাশি রাজ্য কমিটিতে জায়গা পেলেন তজমুল হোসেন।

একসময়ের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং ঘনিষ্ঠ মহলের নেতা বলে পরিচিত ছিলেন তজমুল হোসেন। বিধায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজ্যের একাধিক দপ্তরের মন্ত্রিত্ব সামলেছেন। যদিও এ বছর তিনি বিধানসভা নির্বাচনে দলের হয়ে টিকিট পাননি। তার বদলে প্রার্থী করা হয়েছিল বিগত বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপির প্রার্থী মতিবুর রহমানকে। এরপর থেকে তিনি প্রচারে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুগামীরা অভিযোগ তুলেছিলেন, পয়সার বিনিময়ে দল মতিবুরকে প্রার্থী করেছে।

তজমুলের অনুগামীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইপ্যাক কয়েক কোটি টাকার বিনিময়ে মতিবুরকে টিকিট দিয়েছে। প্রকাশ্যেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তজমুল এবং মতিবুর। এরপর মতিবুর হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা এলাকা থেকে জয়লাভ করলেও রাজ্যে দল হেরে যায়। এরপরেই অন্তরালে চলে যান তজমুল হোসেন। গুঞ্জন উঠেছিল, তিনি হয় কংগ্রেস না হয় বিজেপিতে যোগদান করবেন। কিন্তু এদিন তাঁকে কলকাতায় ঋতব্রতর নব্য তৃণমূলের সঙ্গে দেখা গেল। এ প্রসঙ্গে তজমুলকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'দলের সবাই তো চলে যাচ্ছে। তাই আমিও চলে গেলাম। আমাকে রাজ্য কমিটির সদস্য করা হয়েছে।'

তজমুল হোসেন

এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুরের বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান বলেন, 'এরা একসময় দলের নাম ভাঙিয়ে এলাকায় প্রচুর দুর্নীতি করেছে। এখন নিজেদের পিঠ বাঁচাতে সুবিধাবাদী তৃণমূলে যোগদান করল। যারা দলের একনিষ্ঠ কর্মী তারা সবই দেখছে। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক ছিলাম, আছি, থাকব।'

বাজারে দুর্গন্ধে নাজেহাল

বক্সিরহাট, ১১ জুলাই : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাজার হল বক্সিরহাট বাজার। মঙ্গল ও শুক্রবার সেখানে সাপ্তাহিক হাট বসে। সপ্তাহের অন্যদিন স্থানীয় দোকানগুলিতে কেনাবেচা চলে। কিন্তু এই বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় জমেছে আবর্জনা। এই বাজারকে ঘিরে রেখেছে সংকোশ নদী। বাজারের আবর্জনায় নদীটির মৃতপ্রায় অবস্থা। বাজারের দুর্গন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নাজেহাল অবস্থা। এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবিতে সরব হয়েছে সব মহল।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের এগারোটি গ্রাম পঞ্চায়েত তো বটে পড়শি রাজ্য অসমের একটা বড় অংশের মানুষ এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। অথচ এই বাজার পরিষ্কার রাখতে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির (আরএমসি) উদাসীনতায় সকলে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে, বাজারের আবর্জনায় ধীরে ধীরে সংকোশ নদীর নাব্যতা কমেছে। বর্তমানে নদীটির দমবন্ধকর অবস্থা। শুধু বক্সিরহাট বাজার নয়, আশপাশের বাজার থেকে প্রতিনিয়ত এই নদীতে আবর্জনা ফেলা হয়। মাছ বাজারের থার্মোকলের বাক্স এই নদীতে ফেলা হয়। দিনের পর দিন এসব চললেও এদিকে কারও কোনও নজর নেই। ওই জল থেকে এলাকায় মশার উপদ্রব বাড়ছে বলে অভিযোগ।

এপ্রসঙ্গে তুফানগঞ্জ-২ ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে মাঝেমধ্যে বাজারে সাফাই অভিযান চলে। নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কারের বিষয়ে আরএমসি-র সঙ্গে কথা বলা হবে।'

এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বলাই সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সংকোশ নদীর বেহাল দশা। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন কেউ নদীর হাল ফেরানোর জন্য কোনও উদ্যোগ নেয় না। নদীটি যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে নদী পরিষ্কার করা প্রয়োজন।'

ইয়াবা সহ ধৃত

কোচবিহার, ১১ জুলাই : নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে শনিবার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে রেল পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১ কেজি ১২০ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট। ধৃত মহিলার বাড়ি আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানা এলাকায়। তিনি গুয়াহাটি-বেঙ্গালুরুগামী ট্রেনে নিউ কোচবিহার স্টেশনে এসে নামেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই মহিলাকে তল্লাশি করতেই উদ্ধার হয় ট্যাবলেটগুলি। রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে।

ভাঙে ফুটবল

প্রথম পাতার পর

ক্ষিপ্র টার্ন বিপক্ষ রক্ষণকে কার্যত দিশেহারা করে দিয়েছে। তাঁর খেলার ধরনটা অনেকটা অঙ্কের মতো- তিনি যখনই প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়কে নিজের দিকে টেনে নেন, ঠিক তখনই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ডদের জন্য বক্সে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়ে যায়। চলতি বিশ্বকাপে তাঁর নামের পাশে মাত্র একটি গোল থাকলেও, সমালোচকদের এককথায় উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর সটান জবাব, 'ইউরোতেও তো আমি একটাই গোল করেছিলাম, এবারও তাই। এ নিয়ে অহেতুক চিন্তার কিছু নেই।'

সেমিফাইনালের মহারণের আগে কথার লড়াইয়েও পিছিয়ে নেই কেউ। তীব্র আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ইয়ামাল মনে করিয়ে দিয়েছেন, ইউরো কাপ ২০২৪ এবং উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনালে তাঁরাই ফরাসিদের হারিয়েছিলেন। ফরাসি শিবিরকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তাঁর পরিষ্কার হুঁশিয়ারি, 'ফ্রান্স কোনওভাবেই আমাদের চেয়ে ভালো দল নয়। বরং ভয় পেলে ওদেরই পাওয়া উচিত।'

ইয়ামালের এই আগ্রাসী মেজাজের পালটা জবাবটাও এমবাপে দিয়েছেন এক পরিণত নেতার মতোই। স্প্যানিশ তরুণের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই ফরাসি অধিনায়ক বলেছেন, 'এই বয়সে ইয়ামাল যা করছে তা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু ফুটবল আমাদের বিনয়ী হতে শেখায়। আজকের লড়াইকে গতকালের পরিসংখ্যান দিয়ে মাপতে গেলে ভুল হবে।'

ছাত্র সংঘর্ষে উত্তপ্ত

প্রথম পাতার পর

আহত মন্তাজ হোসেন বললেন, 'রোজকার মতো কলেজে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কয়েকজন তরুণ এসে আমাদের নাম, ঠিকানা জিজ্ঞেস করে। তাদের কাউকেই এর আগে কোনওদিন কলেজে দেখা যায়নি। এরপর কেন কলেজে এসেছি— এই প্রশ্ন তুলেই ওরা আমাদের কিল, চড়, ঘুসি মারতে শুরু করে। আমাদের হাত, পা, মুখে আঘাত লেগেছে।'

ষষ্ঠ সিমেস্টারের আরেক পড়ুয়া শুভ বর্মনের কথায়, 'আমাকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি বাইকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়।' এদিনের ঘটনায় জখম পড়ুয়া আক্রাম হোসেনের আক্ষেপ, 'কলেজ ক্যাম্পাসে আই কার্ড ছাড়া ঢোকা যায় না। অথচ অনেকেই আই কার্ড ছাড়াই অনায়েসে ক্যাম্পাসে ঘুরছে। এরকম দ্বিচারিতা কেন হবে?' তৃণমূল আমলেও ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ছিল না, বিজেপি সরকারের আমলেও কি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বলে তাঁর প্রশ্ন।

এবিভিপি অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংগঠনের প্রাক্তন নগর সভাপতি রজত ঘোষের দাবি, 'এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের কোনও সদস্য জড়িত নন। এসএফআইয়ের পায়ের তলায় মাটি নেই, তাই এভাবে আমাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।' এসএফআই সদস্যদের নিজেদের মধ্যে বিবাদের ঘটনায় এবিভিপি-কে জড়ানো হচ্ছে বলে রজত দাবি করেছেন।

ঘটনায় কর্তৃপক্ষের দিকেও অভিযোগের আঙুল উঠেছে। অধ্যক্ষ ডঃ আবদুল আওয়ালের অবশ্য দাবি, 'কলেজ ক্যাম্পাসে এরকম কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে ঘটলে হতে পারে, সেবিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।' পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়লেও তার দায় কে নেবে বলে অধ্যক্ষের এই অবস্থানে প্রশ্ন উঠছে।

আরও বিপাকে অনিল আম্বানি

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : আরও বিপাকে পড়লেন ভারতীয় শিল্পপতি অনিল আম্বানি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির তরফে শনিবার নতুন করে তাঁর সংস্থার ১,০২১ কোটি টাকার সম্পত্তি অ্যাটাচ করা হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, এই সম্পত্তি রিলায়েন্স হোম ফিন্যান্স লিমিটেড এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফিন্যান্স লিমিটেড নামে দুই সংস্থার।

আর্থিক তছরুপ বিরোধী পিএমএলএ এবং ফেমা আইনে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে, এই নিয়ে অনিলের মালিকানাধীন মোট ২০,৩৬৭ কোটি টাকার সম্পত্তি অ্যাটাচ করা হল। এছাড়া সিবিআই-ও অনিলের সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। অভিযোগ, শেল কোম্পানির মাধ্যমে ওই দুই সংস্থা ভুল পথে চালিত করেছে টাকা।

মমতাকে ছেড়ে সভাপতি রবি

প্রথম পাতার পর

শনিবার কলকাতায় মিটিংয়ের পর ঋতব্রত গোষ্ঠীর তৃণমূল কোচবিহারে রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে দলের জেলা সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি রবিকে ফোন করেও দলের তরফে জানানো হয়েছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে কোচবিহারে যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে যেভাবে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে রবির পক্ষে কি এখন সম্ভব হবে ফের আগের মতো দলকে চালানো বা গুছিয়ে তোলা? রবি বলেন, 'আমি এখন শারীরিকভাবে অসুস্থ রয়েছি। সেটা তাঁদেরকে জানিয়েছি। তাঁদের বলেছি একটু সুস্থ হলেই আমি পুরোদমে দলের কাজ শুরু করব। তবে এখন থেকে দলের সমস্ত কমিটি তৈরি করব।'

নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূলটা করেন। তিনি আদি তৃণমূল কর্মী এটা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। তবে তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের আগে যে রাজনৈতিক লড়াই ছিল, সেটা এখনও থাকবে। রাজনৈতিক ময়দানে লড়াই হবে। তৃণমূল কংগ্রেস কাকে তাদের জেলা সভাপতি করবে সেটা তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার নেই।'

সীমান্ত গ্রামে বন্ধ চোরাচালান

প্রথম পাতার পর

এখন দেখছেন, আমার দোকানে দামি দামি টুথপেস্ট, দামি হেয়ার কালার এবং ভালো কোম্পানির বিস্কুটের প্যাকেট। ভালোই বিক্রি হয়।'

দোকানের পাশেই বসে ছিলেন মধ্যবয়সি সতীলাল পাল। গ্রামে কুঁড়েঘর আছে? প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন সতীলাল। বললেন, 'টিনের চালার ঘরই দেখতে পাবেন না। রাস্তার পাশে দোতলা পাকা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, 'গ্রামে অনেক বড় বড় দোতলা বাড়ি হয়েছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন গ্রামের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হলে দুটো টাকা রোজগারের জন্য কাজে চলে যেত। গ্রামের দু'চারটে পরিবারের ছেলেমেয়েরা ছাড়া কেউ মাধ্যমিকের পর আর পড়ার সুযোগ পেত না। এখন বাড়িতে বাড়িতে বিএ পাশ।'

পরিবারের অর্থনৈতিক ভিতটা কিছুটা শক্তপোক্ত হওয়ায় গ্রামের অনেক ছেলেমেয়ে এখন শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। চোরাচালান শব্দটার সঙ্গে তাঁদের কোনও পরিচয়ই নেই। পাকা রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে একটি বড় দোকানের সামনে দেখা হল ৭০ ছুঁইছুঁই প্রাক্তন শিক্ষক রামানন্দ পালের সঙ্গে। গ্রামের কথা উঠতেই তিনি বলেন, 'আগের দিন তো আর নেই। ৩০ বছর আগেও এই গ্রামে মাত্র দুটো পাকা বাড়ি ছিল। এখন ৭০ শতাংশ পাকা ঘর। শহরের মতো বড় বড় বাড়িও হয়েছে। সবটাই সম্ভব হয়েছে ছোট চা বাগান করার ফলে।'

এসব চা বাগানের কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই, গ্রামের মানুষ তা জানেন। তবে, তা নিয়ে তেমন কোনও ঝামেলা হয় না। তাই, প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পার হওয়ায় বদলে চা বাগানের কাজকে বেছে নিয়েছেন গ্রামের সকলেই। বরং অন্ধকার অতীত ভুলে অনেকেই এখন চাইছেন, গ্রামের বাংলাদেশ সীমান্ত ধরে কাঁটাতারের শক্তপোক্ত বেড়া বসুক, যাতে চোরাচালানের চিহ্নটুকুও না থাকে।

গ্রামের বাসিন্দা কুমলাল রায় বা আশারু পাল প্রায় একই সুরে জানালেন, গ্রামে এখন প্রতিটি পরিবারের দুই-তিন বিঘা থেকে ২৫-৩০ বিঘা জমির চা বাগান রয়েছে। সারা বছরে কাঁচা চা পাতা বিক্রি করে যে আয় হয় তাতে ভালোভাবেই সংসার চলে যায়। যাঁদের ২৫-৩০ বিঘা বাগান রয়েছে তাঁরা এখন যথেষ্টই বিত্তবান। শহরের বাড়িঘরের মতোই বড় পাকা আধুনিক বাড়ি তৈরি হচ্ছে গ্রামে। কুমলাল বলেন, 'কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ করে পুরোপুরিভাবে চোরাচালান বন্ধ হয়ে যাক, আমরা সেটাই চাইছি।' গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা ব্রজেন পালও বললেন, 'জমির ঝামেলায় যেটুকু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া হয়নি সেটা মিটিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক, এটাই আমরা চাইছি।' তাঁর কথায়, একসময় সন্ধ্যার পর বাংলাদেশি চোর-ডাকাতদের ভয়ে রাতে ঘুম হত না। এখন অনেক ভালো আছি। বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হলে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে থাকব।'

কাঁটাতারে বেড়া দেওয়া প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা শাসক সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন, 'ইতিমধ্যেই ৩১২ মিটার সীমান্তে ৬৮ একর জমি কিনে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে আরও ২.৭৫ একর জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করছি।'

বিশেষভাবে সক্ষমের বাড়িতে ঢিল

মাথাভাঙ্গা, ১১ জুলাই : বিশেষভাবে সক্ষম এক ব্যক্তির বাড়িতে ৫-৬ মাস ধরে রাতে ঢিল ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ষাটোর্ধ্ব অনু দত্ত নামে ওই ব্যক্তি। ঘটনাটি শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের নগর মাথাভাঙ্গা গ্রামের। শুক্রবার রাতে লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্তে যায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

ওই ব্যক্তির ভাইপো চিকিৎসক দিব্যেন্দু দত্তের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, '৫-৬ মাস ধরে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা পাথর দিয়ে ঢিল ছোড়ে কাকার বাড়িতে। টিনের চালায় পাথরের ঢিলের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কাকা। প্রথমে মনে হয়েছে মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণেই কাকা এধরনের অভিযোগ করছেন, তাই প্রথম দিকে বিষয়টি নিয়ে গা করিনি। তবে প্রতিবেশীদের অনেকেই ঢিলের শব্দ শোনায় বিষয়টি মাথাভাঙ্গা থানায় জানানো হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'কাকার কারও সঙ্গে শত্রুতা আছে বলে শুনিনি, তাই কে বা কারা কেন তাঁর বাড়িতে ঢিল মারছেন বুঝে উঠতে পারছি না।'

অনুর প্রতিবেশী পূর্ণিমা মণ্ডল বলছেন, 'রাত ১২-২টা পর্যন্ত ওই বাড়ির টিনের চালায় পাথরের ঢিল পড়ার শব্দ আমরা পেয়েছি। পুলিশ তদন্ত করে কারা এই কাজ করছে খুঁজে বের করুক।'

মাথাভাঙ্গা থানা সূত্রে খবর, রাতে ওই এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যদিও প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বাড়িতে ঢিল ছোড়ার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

এমজেএন মেডিকেলে নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

মদ্যপ চালক গ্রেপ্তার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ জুলাই : ফের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হাসপাতাল চত্বরে মদ্যপ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা করার অভিযোগে অ্যাম্বুল্যান্সচালক মইনউদ্দিন হোসেনকে (৩৬) গ্রেপ্তার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে মেডিকেলের পুলিশ ক্যাম্পের আধিকারিকদের সঙ্গে ওই চালক বচসায় জড়িয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে যখন জোরদার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে তখন এমজেএন মেডিকেলে খোদ অ্যাম্বুল্যান্সচালকের বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

- এমজেএনে মদ্যপ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় অ্যাম্বুল্যান্সচালক গ্রেপ্তার
- বিশৃঙ্খলা থামাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান ওই অ্যাম্বুল্যান্সচালক
- মদ্যপ অবস্থায় ওই চালক হাসপাতাল চত্বরে কীভাবে প্রবেশ করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

> **অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা চিকিৎসা পরিষেবারই একটি অঙ্গ। তাঁদেরই কেউ যদি মদ্যপ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছড়ান তাহলে তা নিরাপত্তার দিক থেকে উদ্বেগজনক বিষয়।**
>
> **দীপক রায়** রোগীর পরিজন

পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, 'ওই চালক বিশৃঙ্খলা ছড়ালে পুলিশ তাতে বাধা দেয়। সেই সময় তিনি পুলিশের উপর চড়াও হন। তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' এমজেএন মেডিকেল চত্বরে মদ্যপ অবস্থায় উপদ্রবের অভিযোগ এই প্রথম নয়। এর আগেও জরুরি বিভাগের ভেতরে মদ্যপ অবস্থায় এক চিকিৎসককে শাসানোর অভিযোগ উঠেছিল বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনা নিয়ে তখন ব্যাপক জলঘোলা হয়। পরবর্তীতে আরজি কর কাণ্ডের পর গোটা রাজ্যের পাশাপাশি এমজেএন মেডিকেলেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়। হাসপাতালের প্রধান প্রবেশপথে আগে নিয়মিত নিরাপত্তারক্ষী না থাকলেও বর্তমানে তা রাখা হচ্ছে। তারপরেও মদ্যপ অবস্থায় কেউ হাসপাতাল চত্বরে কীভাবে ঢুকল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

হাসপাতালের প্রবেশপথের পাশে একটি পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। যেখানে ২৪ ঘণ্টাই পুলিশকর্মীরা থাকেন। মূলত হাসপাতালের নিরাপত্তার উপর নজর রাখেন তাঁরা। শনিবার সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। (এর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেখানে দেখা যায় ক্যাম্পের পাশে অভিযুক্ত অ্যাম্বুল্যান্সচালকের সঙ্গে পুলিশের বাদানুবাদ হচ্ছে।

এদিন ধৃত অ্যাম্বুল্যান্সচালককে আদালতে তোলা হলে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। এদিকে, হাসপাতালের ভেতরে এ ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রোগী ও তাদের পরিজনের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। নিরাপত্তা নিয়ে তাঁরাও উদ্বিগ্ন। এক রোগীর পরিজন দীপক রায়ের কথা, 'অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা চিকিৎসা পরিষেবারই একটি অঙ্গ। তাঁদেরই কেউ যদি মদ্যপ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা ছড়ান তাহলে তা নিরাপত্তার দিক থেকে উদ্বেগজনক বিষয়।' আরেক পরিজন গোপাল সাহা বলছিলেন, 'রাতেরবেলা মদ্যপ অবস্থায় একজন হাসপাতালের ভেতরে কীভাবে ঢুকলেন তা নিয়েও তদন্ত করা উচিত। হাসপাতালের নজরদারি আরও বাড়ানো হোক।' যদিও এদিনের ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছেন হাসপাতালে থাকা অন্য অ্যাম্বুল্যান্সচালকরা। সংবাদমাধ্যমে তাঁরা মুখ খুলতে নারাজ।

এবিভিপি'র শোভাযাত্রা

মাথাভাঙ্গা, ১১ জুলাই : নিজেদের সংগঠনের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং বন্দে মাতরম গীতের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে শনিবার মাথাভাঙ্গা শহরে শোভাযাত্রার আয়োজন করল এবিভিপি। শহরের মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি চত্বর থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে। এদিন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রদেশ সহ সম্পাদক শুভদীপ শীল বলেন, '৯ জুলাই এবিভিপির ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে রাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ৯-১১ জুলাই দেশের প্রতিটি ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মাথাভাঙ্গা কলেজে পরীক্ষা থাকায় শোভাযাত্রা মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি থেকে বের হয়েছে।'

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিবাদ

কোচবিহার, ১১ জুলাই : সম্প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মেরেছিল 'ফরওয়ার্ড ব্লকের গুন্ডারা'। শনিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্যের প্রতিবাদে কোচবিহারে প্রতিবাদ মিছিল করল সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক। ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফে জেলা কার্যালয়ে একটি জমায়েত করা হয়। এরপর কোচবিহার শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়েছে। মিছিল থেকে শমীককে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলা হয়। মিছিলে দীপক সরকার সহ অন্যরা পা মেলান।

মিছিল

হলদিবাড়ি, ১১ জুলাই : হলদিবাড়ি নাগরিক মঞ্চের তরফে শনিবার বারুইপুর ধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে হলদিবাড়িতে একটি মোমবাতি মিছিল বের হয়। ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, আরজি কর কাণ্ড সহ বারুইপুরের ঘটনার অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে মিছিলটি হলদিবাড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইমিগ্রেশন রোডের অসম্পূর্ণ রাস্তায় পেভার্স ব্লক বসানোর কাজ শুরু করেছে পুরসভা। -সংবাদচিত্র

রথযাত্রার আগে শুরু রাস্তার কাজ

মাথাভাঙ্গা, ১১ জুলাই : অবশেষে শনিবার মাথাভাঙ্গা শহরের ইমিগ্রেশন রোডে রাস্তার দুই অংশের সংযোগস্থলের অসম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ শুরু করল পুরসভা। ২৩ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'রথযাত্রার নিয়ে চিন্তায় কমিটি' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তারপরই নড়েচড়ে বসে পুর কর্তৃপক্ষ। অবশেষে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির রথযাত্রা অনুষ্ঠানকে মাথায় রেখে ইমিগ্রেশন রোডের অসম্পূর্ণ অংশে পেভার্স ব্লক বসানোর কাজ শুরু করল পুরসভা। দেরিতে হলেও পুরসভা কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে খুশি মাথাভাঙ্গা মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির রথযাত্রা কমিটির সদস্য থেকে আমজনতা।

এবছর ঐতিহ্যবাহী মাথাভাঙ্গা মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় কীভাবে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় ছিল রথযাত্রা কমিটি। মাথাভাঙ্গায় মূল রথযাত্রার অনুষ্ঠান শহরের ইমিগ্রেশন রোডে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে আবহমান কাল ধরে। প্রথমে শহরের পোস্ট অফিস মোড় থেকে রথের দড়ি টেনে ভক্তদের রথকে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। একইভাবে উলটো রথের দিন মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি থেকে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। বছর দশেক আগে মাথাভাঙ্গা পুরসভা শহরের চৌপথিতে রাস্তার মাঝে হাইমাস্ট (বাতিস্তম্ভ) বসানোয় রথযাত্রার যাত্রাপথ পরিবর্তন করে চৌপথি থেকে ইমিগ্রেশন রোডের পূর্ব প্রান্তে মানসাই নদীর বাঁধ পর্যন্ত করা হয়। এই যাত্রাপথে পেভার্স ব্লকের রাস্তার দুই অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত না হওয়ায় রাস্তার দুটি অংশের মাঝখানে অনেকটা অংশ নীচু হয়ে ছিল। আর ওই রাস্তা দিয়ে রথযাত্রা সম্ভব ছিল না। এবিষয়ে মাথাভাঙ্গা মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির রথযাত্রা কমিটির সম্পাদক নীলমণি সাহার বক্তব্য, 'পুরসভার তরফে ইমিগ্রেশন রোডের আগের পেভার্স ব্লকের রাস্তা এবং নবনির্মিত পেভার্স ব্লকের রাস্তার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের কাজ শুরু করায় আমরা খুশি। ফলে রথযাত্রা নিয়ে আমাদের যা দুশ্চিন্তা ছিল তা থেকে মুক্তি পেলাম।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

এদিন মাথাভাঙ্গা পুরসভার নিবাহী আধিকারিক স্বপনকুমার পাত্র বলেন, 'আমরা জানিয়েছিলাম রথযাত্রার আগেই রাস্তার সমস্যা মিটে যাবে। পুরসভা সেই কথা রেখেছে।'

কোচবিহার নরসিংহদিঘির দুই পাড়ে এভাবেই রাখা হয়েছে মালপত্র। শনিবার। ছবি : জয়দেব দাস

পরিদর্শনে এসপি

কোচবিহার, ১১ জুলাই : রথের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে মদনমোহনবাড়ি পরিদর্শন করলেন জেলা পুলিশ সুপার যশপ্রীত সিং সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। ১৬ জুলাই রাজ আমলের নিয়ম মেনে কোচবিহারে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। রথে চেপে গুঞ্জবাড়িতে মাসির বাড়িতে যাবেন মদনমোহন। প্রতিবছরই এই উপলক্ষ্যে বহু মানুষের ভিড় হয়। রথযাত্রার আগে তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন পুলিশ সুপার।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শনিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২
ও নেগেটিভ	-	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	৪
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৫
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	২
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	৫
ও নেগেটিভ	-	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	২০
বি নেগেটিভ	-	৭
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	২১
ও নেগেটিভ	-	৩

পুরসভা ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নরসিংহদিঘির পাড় এখন যেন গোডাউন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১১ জুলাই : রাজশহর কোচবিহার। শহরজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু দিঘি। ঐতিহ্যবাহী এই দিঘিগুলির সৌন্দর্যায়ন ও সাফাই নিয়ে পুরসভা ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এই অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে হেরিটেজ নরসিংহদিঘি যে শুধু জঙ্গলে পরিণত হয়েছে তা নয়, পাশাপাশি প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় দিঘির পাড় দুটি কার্যত মালপত্র রাখার গোডাউনে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। রাজ আমলের এই দিঘির পাড়ে এমন দখলদারি ও বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে। অবিলম্বে দিঘিটি সাফাইয়ের পাশাপাশি পাড় দখলমুক্ত করার দাবি উঠেছে।

স্থানীয় শুভঙ্কর ঘোষ বলছেন, 'সাফাই করা হলে নরসিংহদিঘির জলে স্নান করা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে গোটা দিঘিটি জঙ্গলে ভরে থাকায় সেসব কিছু করা যাচ্ছে না। জঙ্গল জমে থাকায় মশামাছির উৎপাত বেড়েছে এলাকায়। আমরা চাই অবিলম্বে দিঘিটি পরিষ্কার করার পাশাপাশি দিঘির পাড় দখলমুক্ত করা হোক।' বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'ঐতিহ্যবাহী দিঘির পাড়ে এভাবে মালপত্র রাখা যায় না। শীঘ্রই দিঘিটি পরিষ্কার ও পাড় দখলমুক্ত করার ব্যাপারে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

শহরের রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রোডের ধারে রয়েছে নরসিংহদিঘি। বাঁধাই করা দিঘিটির চারপাশে সুন্দর পাকা রাস্তা রয়েছে। রাস্তাগুলির পাশে বিভিন্ন বহুতল আবাসন, হোটেল, বাড়ি, ওষুধের দোকান রয়েছে। দিঘিটির দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড় দুটি কার্যত বিভিন্ন মালপত্র রাখায় ছোট ছোট গোডাউনে পরিণত হয়েছে। কোথাও ডেকোরেটারের বিভিন্ন সামগ্রী ঢিবির আকারে উঁচু করে রেখে প্লাস্টিক দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। কোথাও আবার মাচার মতো করে প্রচুর শুকনো বাঁশ রেখে সেগুলি প্লাস্টিক দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আবার কোথাও পাড়ের অনেকটা জুড়ে বাঁশ ও ত্রিপলের বেড়া দিয়ে ঘিরে প্রচুর মোটা ও লম্বা লম্বা প্লাস্টিকের পাইপ রাখা হয়েছে। এতে যেমন দৃশ্য দূষণ ঘটছে, তেমনি দিঘির পাড় দুটি কার্যত লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সর্বোপরি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ার ফলে দিঘির জল আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। এতে এলাকায় বিভিন্ন মশামাছি ও বিষাক্ত নানা পোকামাকড়ের উৎপাত বেড়েছে। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

এবিষয়ে জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'ঐতিহ্যবাহী দিঘির পাড় এভাবে জবরদখল করে রাখা যায় না। শীঘ্রই দিঘির পাড় দখলমুক্তের পাশাপাশি দিঘিটিও পরিষ্কার করা হবে।'

ছবির মেলায় স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ জুলাই : বসার ঘর হোক বা শোবার ঘর। দেওয়ালজুড়ে একটা জলরং বা তেলরঙের ক্যানভাস না থাকলে ঠিক জমে না। নন্দলাল বসু বা রামকিঙ্কর বেইজের সৃষ্টি তো বাঙালির আজন্মের নস্টালজিয়া। কিন্তু সাধ থাকলেও ঘরে মনমতো ছবি আনার উপায় থাকে না? বাজারে এখন প্রিন্ট করা ফ্রেমের ছড়াছড়ি। তবে শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় ক্যানভাসে যে জাদুটুকু থাকে, তা তো আর যন্ত্রের প্রিন্টে মেলে না। দিনহাটার মতো প্রান্তিক শহরে এই খাঁটি শিল্পের খোঁজ পাওয়া আরও কঠিন। প্রান্তিক এই শহরের সেই আকাল মেটাতেই এবার আসরে নামল পাইওনিয়র ক্লাব।

১১ ও ১২ জুলাই দু'দিন ধরে পাইওনিয়র ক্লাবের উদ্যোগে দিনহাটা শহরে বসছে এক অভিনব ছবিমেলা। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, শুধু ক্যানভাসে আঁকা ছবিই নয়, মেলায় মিলবে শিল্পীদের নিজেদের হাতে তৈরি রকমারি শিল্পকর্মও। যা ঘর সাজানোর চেনা সংজ্ঞাটাই বদলে দিতে পারে। পাইওনিয়র ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ সাহার কথায়, 'দু'দিন ধরে চিত্র কর্মশালার পাশাপাশি ছবিমেলার আয়োজন করা হয়েছে। এর আগে চিত্র কর্মশালার আয়োজন করা হলেও ছবিমেলার আয়োজন করা হয়ে ওঠেনি। এবার সেই উদ্যোগই নেওয়া হল শিল্পীদের কথা মাথায় রেখে। তবে হঠাৎ করে এই ছবি মেলার আয়োজনের কারণ কি? উত্তরে রথীন্দ্রের জবাব, 'আমরা যাঁরা ছবি আঁকার সঙ্গে জড়িত তাঁদের স্বনির্ভর হওয়ার অন্যতম মাধ্যম নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করা। সেজন্য চাই ছবির বাজার, কিন্তু এধরনের ছবির স্থায়ী বাজার যেহেতু গড়ে তোলা যায়নি, তাই অস্থায়ী বাজার গড়ে তুলে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত হাতে আঁকা জলরং, তেলরং ও অ্যাক্রেলিক ছবি ও বিভিন্ন শিল্পকর্মও ছবি মেলায় রাখা হয়েছে।'

ছবিমেলায় স্টলে ছেলেকে ছবি দেখাচ্ছেন মা। দিনহাটায় শনিবার।

তবে, এই ছবিমেলা শুধু ঘরের সৌন্দর্যই বাড়াবে না, তার সঙ্গে শিল্পের প্রতি ভালোবাসাও জন্মাবে সাধারণের মধ্যে। চিত্রশিল্পী প্রসেনজিৎ ভৌমিকের বক্তব্য, 'বর্তমান সময়ে মানুষ অনেক শৌখিন। ঘর সাজানোর ব্যাপারে তাঁরা বেশ নান্দনিক চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগাচ্ছেন। আর সেই নান্দনিক শ্রীবৃদ্ধিতে হাতে আঁকা ছবির চাহিদা অনেকটাই বাড়ছে।' শিল্পী চন্দন সাহা বলছেন, 'নান্দনিক ছবি মনকে ভালো রাখে, সেক্ষেত্রে ঘরে থাকা রঙিন ছবি সহায়ক।'

পাইওনিয়র ক্লাবের সম্পাদক দীপঙ্কর দত্তের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'দিনহাটা বরাবরই সংস্কৃতির শহর। এই মেলা সেই চিন্তাভাবনাকে আরও প্রসারিত করবে। ইতিমধ্যে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকার দশজনেরও বেশি শিল্পী এই মেলায় অংশ নিয়েছেন। এদিন মেলার সূচনা করেন দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায়।

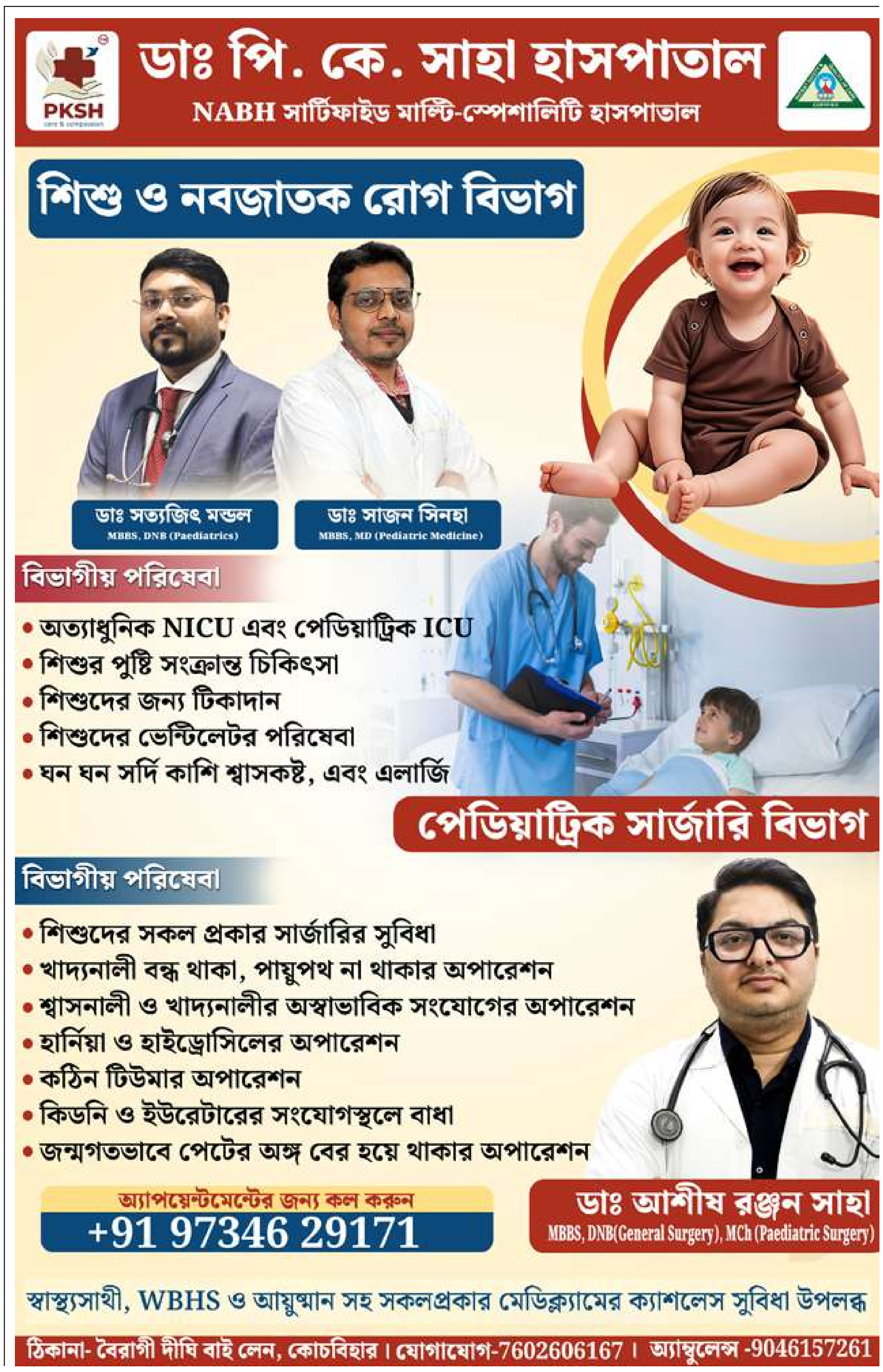

উড়ান

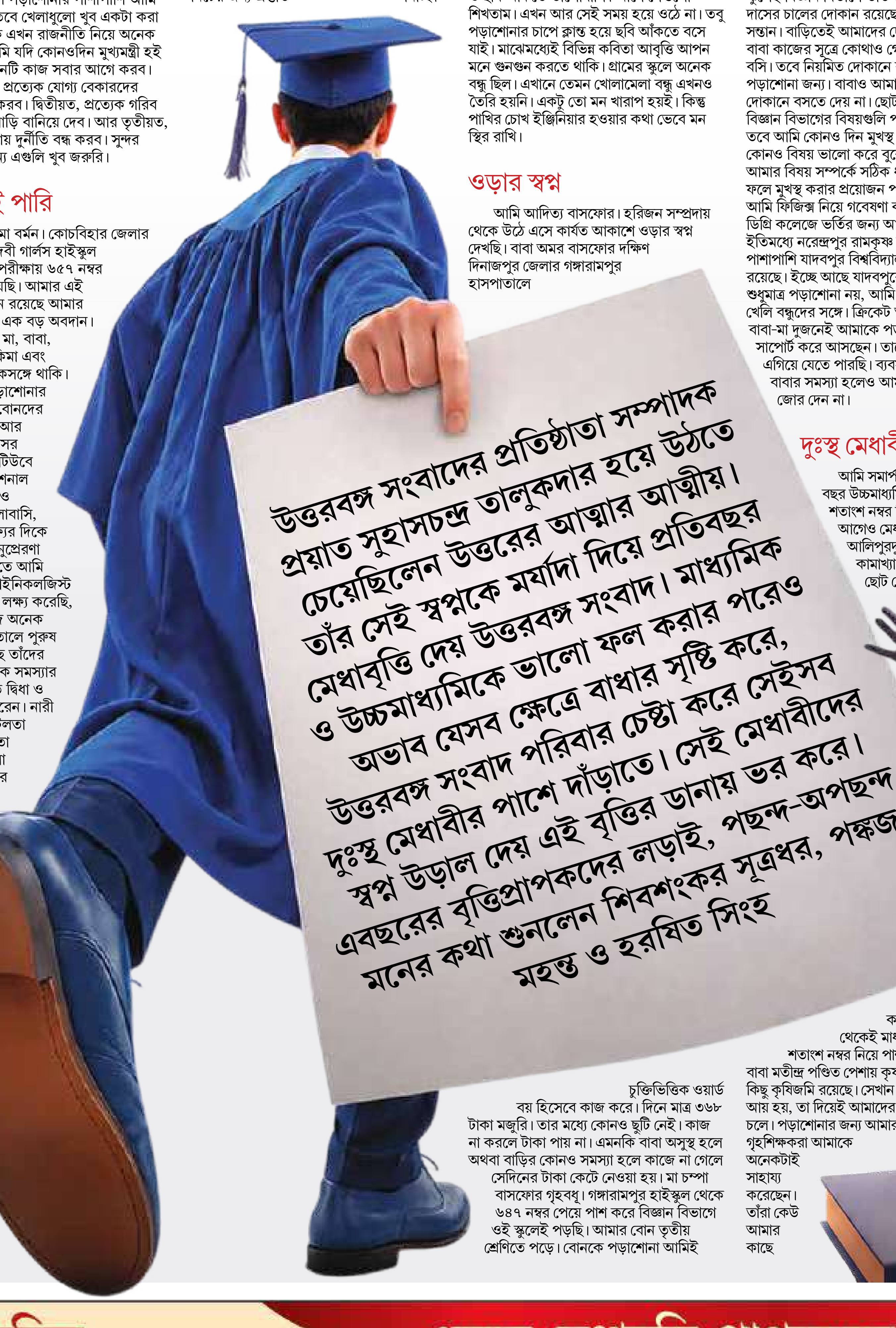

উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত সুহাসচন্দ্র তালুকদার হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন উত্তরের আত্মার আত্মীয়। তাঁর সেই স্বপ্নকে মর্যাদা দিয়ে প্রতিবছর মেধাবৃত্তি দেয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করার পরেও অভাব যেসব ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, সেইসব দুঃস্থ মেধাবীর পাশে দাঁড়াতে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবার চেষ্টা করে। সেই মেধাবীদের স্বপ্ন উড়াল দেয় এই বৃত্তির ডানায় ভর করে। এবছরের বৃত্তিপ্রাপকদের লড়াই, পছন্দ-অপছন্দ, মনের কথা শুনলেন শিবশংকর সূত্রধর, পঙ্কজ মহন্ত ও হরষিত সিংহ

স্বপ্নে থালাপতি

আমি অর্পিতা দে। কোচবিহার জেলার জোড়াই হাইস্কুল থেকে এবারের মাধ্যমিকে ৬৭৩ নম্বর পেয়েছি। পড়াশোনার পাশাপাশি আমার ব্যাডমিন্টন খেলতে খুব ভালো লাগে। আমাদের বাড়িতে টিভি নেই। তাই সেভাবে সিনেমা দেখা হয় না। তবে মোবাইলে দক্ষিণের বিভিন্ন সিনেমার ক্লিপিংগুলো দেখি। বিজয় থালাপতি আমার স্বপ্নের নায়ক। এখন তো তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তার কথা বলার ধরন, হাঁটাচলার স্টাইল আমার ভীষণ ভালো লাগে। যদি কোনওদিনও বিজয় থালাপতির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাই তাহলে দারুণ হবে। আমার বাবা কৃষিকাজ করে আমাদের দুই বোনকে পড়াশোনা করাচ্ছে। আমাদের পড়াশোনায় কখনই কোনওকিছুতে খামতি রাখে না। আমরা বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করি। আমার দিদি পূজা কলেজে পড়ে। আমিও কবে কলেজে পড়ব তার অপেক্ষায় আছি। আমি দিদির সঙ্গে যেমন ব্যাডমিন্টন খেলি, তেমনই আবার ঝগড়াও করি। আমরা শুধু দুই বোনই না, আমরা খুব ভালো বান্ধবীও।

সবার জন্য চাকরি

আমি শুভজিৎ দাস। কোচবিহার জেলার স্টেশনপাড়া শরণার্থী হাইস্কুল থেকে এবারের মাধ্যমিকে ৬৩৪ নম্বর পেয়েছি। তবে স্কুলে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকায় সোনিদেবী জৈন হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছি। আমার বাড়িতে বাবা, মা, বোন রয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি আমি তবলা বাজাই। তবে খেলাধুলো খুব একটা করা হয় না। চারদিকে এখন রাজনীতি নিয়ে অনেক হইচই শুনি। আমি যদি কোনওদিন মুখ্যমন্ত্রী হই তাহলে আমি তিনটি কাজ সবার আগে করব। প্রথমত, রাজ্যের প্রত্যেক যোগ্য বেকারদের চাকরির ব্যবস্থা করব। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক গরিব মানুষকে পাকা বাড়ি বানিয়ে দেব। আর তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি জায়গায় দুর্নীতি বন্ধ করব। সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য এগুলি খুব জরুরি।

নারী, তাই পারি

আমি অনুপমা বর্মন। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ইলাদেবী গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৫৭ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে আমার যৌথ পরিবারের এক বড় অবদান। আমার পরিবারে মা, বাবা, দিদি, কাকু, কাকিমা এবং ভাই-বোনেরা একসঙ্গে থাকি। তাই বাড়িতে পড়াশোনার পাশাপাশি ভাই-বোনদের সঙ্গে খেলাধুলো আর দুষ্টুমিও হয়। অবসর সময়ে আমি ইউটিউবে বিভিন্ন 'মোটিভেশনাল স্পিচ'-এর ভিডিও দেখতে খুব ভালোবাসি, যা আমাকে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জোগায়। ভবিষ্যতে আমি একজন সফল গাইনিকলজিস্ট হতে চাই। আমি লক্ষ্য করেছি, আমাদের সমাজে অনেক মহিলাই হাসপাতালে পুরুষ ডাক্তারদের কাছে তাঁদের ব্যক্তিগত শারীরিক সমস্যার কথা খুলে বলতে দ্বিধা ও সংকোচ বোধ করেন। নারী স্বাস্থ্যের এই জটিলতা ও মানসিক জড়তা দূর করতে মহিলা গাইনিকলজিস্টের সংখ্যা আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন। একজন নারী হিসেবে আমি অন্য নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সংকোচমুক্ত ও সুস্থ জীবন উপহার দিতে চাই। এটাই এখন আমার জীবনের মূল লক্ষ্য।

ভাইবোনের দিদিমণি

আমি নিকিতা মণ্ডল। মালদা জেলার ইংলিশবাজারে আমার বাড়ি। নহরিয়া হাইস্কুল থেকে ৬৫৭ নম্বর পেয়ে পাশ করে এখন বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করছি। বাবা নারায়ণ মণ্ডল ভিনরাজ্যে, কখনও আবার বিদেশে শ্রমিকের কাজে চলে যায়। যখন বাড়িতে থাকে, তখন মালদাতেই শ্রমিকের কাজ করে। মা রুবি মণ্ডল বাড়ির কাজেই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আমার পড়াশোনা নিয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন। আমি নিজের পড়াশোনা করার পাশাপাশি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া বোন ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া ভাইকে ইংরেজি ও অঙ্ক পড়াই। ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসি। যদিও প্রথাগতভাবে কখনও কারও কাছেই শিখিনি। আসলে আমাকে আঁকা শেখানোর টাকা বাবার ছিল না। আমার আঁকা একটি কৃষ্ণের ছবি বাড়িতে শোকেসে সাজিয়ে রেখেছে মা। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে স্কুলের মাঠে দৌড়াদৌড়ি করি। অষ্টম শ্রেণিতে যখন প্রথম হই, তখন থেকেই পড়াশোনা নিয়ে আরও সিরিয়াস হয়ে যাই। আর বাড়ির সকলেও আমার পড়াশোনার বিষয়ে আরও সজাগ হয়ে যায়। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে নিয়ে এখন থেকেই নিটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। মাধ্যমিকে ভালো ফল করার পরে এক জায়গা থেকে ল্যাপটপ উপহার পেয়েছি। অনলাইনেই পড়াশোনা করে এখন আমি চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন বুনে চলেছি। পরিশ্রমে কোনও যেন ঘাটতি না থাকে সেই দিকেই এখন আমার নজর।

ক্রিকেট খেলা মিস

আমি বিপ্রদীপ সরকার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনের ধাইনগর হাইস্কুল থেকে ৬৮৭ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছি। এক নম্বরের জন্য মেধাতালিকায় আমার নাম ওঠেনি। রেজাল্ট বেরোনোর এতদিন পরেও সেই আক্ষেপ কিছুটা রয়ে গিয়েছে। বাবা বিমান সরকার বহুদিন থেকে মহারাষ্ট্রের পুনেতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবেই কাজ করে। মাধ্যমিকের পরে এখন বালুরঘাট হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছি। তাই পড়াশোনার জন্য মা চুমকি সরকারের সঙ্গে শহরে এসে ভাড়া বাড়িতে থাকছি। মাতৃভাষা বাংলায় সর্বোচ্চ ১০০ নম্বর পাওয়াটা আমার কাছে গর্বের। বিজ্ঞান নিয়ে এখন পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। ডাক্তার হওয়ার জন্য পড়াশোনা করার কথা মাথায় এলেও আর্থিক অসচ্ছলতার কথা ভেবে পিছিয়ে এসেছি। আসলে ডাক্তারি পড়তে তো প্রচুর খরচ। সেকথা ভেবেই ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে নেই। এখন অনলাইনে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতিতে ডুবে রয়েছি। আমি ক্রিকেট পাগল। আগে গ্রামের মাঠে ক্রিকেট খেলতাম। শহরে এসে সেই সুযোগ হচ্ছে না। তাছাড়াও আবৃত্তি করতে ও ছবি আঁকতে ভালোবাসি। আগে সেগুলো শিখতাম। এখন আর সেই সময় হয়ে ওঠে না। তবু পড়াশোনার চাপে ক্লান্ত হয়ে ছবি আঁকতে বসে যাই। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি আপন মনে গুনগুন করতে থাকি। গ্রামের স্কুলে অনেক বন্ধু ছিল। এখানে তেমন খোলামেলা বন্ধু এখনও তৈরি হয়নি। একটু তো মন খারাপ হয়ই। কিন্তু পাখির চোখ ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার কথা ভেবে মন স্থির রাখি।

ওড়ার স্বপ্ন

আমি আদিত্য বাসফোর। হরিজন সম্প্রদায় থেকে উঠে এসে কার্যত আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখছি। বাবা অমর বাসফোর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক ওয়ার্ড বয় হিসেবে কাজ করে। দিনে মাত্র ৩৬৮ টাকা মজুরি। তার মধ্যে কোনও ছুটি নেই। কাজ না করলে টাকা পায় না। এমনকি বাবা অসুস্থ হলে অথবা বাড়ির কোনও সমস্যা হলে কাজে না গেলে সেদিনের টাকা কেটে নেওয়া হয়। মা চম্পা বাসফোর গৃহবধূ। গঙ্গারামপুর হাইস্কুল থেকে ৬৪৭ নম্বর পেয়ে পাশ করে বিজ্ঞান বিভাগে ওই স্কুলেই পড়ছি। আমার বোন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বোনকে পড়াশোনা আমিই দেখিয়ে দিই। এখন ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে প্রস্তুতি নিচ্ছি। জেলায় তেমন কোচিং পাওয়ার সুযোগ নেই। মালদায় আছে, তবে তেমন ভালো না। ছোট থেকেই প্রতিরক্ষা বিভাগে যাওয়ার স্বপ্ন। তাই এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে যুক্ত হয়ে পাইলট হওয়ার ইচ্ছে আমার। যদিও বাবার ইচ্ছে ছিল আমি ডাক্তার হই। কিন্তু তারা আমার ইচ্ছেকেই প্রাধান্য দিয়ে সমর্থন করেছে। বাবার স্বল্প মজুরির জন্য পরিবারে আর্থিক সমস্যা লেগেই থাকে। ঠাকুরদা ও ঠাকুমা সবসময় সাহায্য করে। ওরা পুরসভায় চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে নিযুক্ত। মামাবাড়ি থেকেও যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। মাধ্যমিকে ভালো ফল করার পর হাসপাতালের চিকিৎসকরা, বাবার সহকর্মীরাও আমাকে সাহায্য করার কথা বলেছেন। পড়াশোনার চাপ থেকে একটু হালকা হতে ছবি আঁকি। কখনও আবার বাড়ির বাইরে বেরিয়ে হাঁটাহাঁটি করি। আর অরিজিৎ সিংয়ের গান শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

মুখস্থ বিদ্যায় না

আমি রোহিত দাস। এই বছর বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ৯০.২৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছি। আগেও মেধাবৃত্তি পেয়েছিলাম। আমার বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার পশ্চিম বীরনগরে। রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের ছাত্র আমি। মাধ্যমিক এই স্কুল থেকেই দিয়েছিলাম। মাধ্যমিকে ৯৩ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করে স্কুলেই বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়। বাবা রূপক দাসের চালের দোকান রয়েছে। আমি একমাত্র সন্তান। বাড়িতেই আমাদের দোকান। মাঝেমধ্যে বাবা কাজের সূত্রে কোথাও গেলে আমি দোকানে বসি। তবে নিয়মিত দোকানে বসা হয় না পড়াশোনা জন্য। বাবাও আমাকে সেইভাবে দোকানে বসতে দেয় না। ছোট থেকেই আমার বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়গুলি পড়তে ভালো লাগে। তবে আমি কোনও দিন মুখস্থ করি না। আমি কোনও বিষয় ভালো করে বুঝে পড়তাম। এতে আমার বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি হয়। ফলে মুখস্থ করার প্রয়োজন পড়ে না। ভবিষ্যতে আমি ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করতে চাই। তাই ডিগ্রি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলাম। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হয়েছি। পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও তালিকায় নাম রয়েছে। ইচ্ছে আছে যাদবপুরে পড়াশোনা করার। শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, আমি সময় পেলে ক্রিকেট খেলি বন্ধুদের সঙ্গে। ক্রিকেট আমার ভালো লাগে। বাবা-মা দুজনেই আমাকে পড়াশোনার জন্য সাপোর্ট করে আসছেন। তাদের জন্যেই আমি এগিয়ে যেতে পারছি। ব্যবসা করতে গিয়ে বাবার সমস্যা হলেও আমাকে সেইভাবে জোর দেন না।

দুঃস্থ মেধাবীকে সাহায্য

আমি সমার্পণ পণ্ডিত। এই বছর উচ্চমাধ্যমিকে ৯২.৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছি। আগেও মেধাবৃত্তি পেয়েছিলাম। আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা। ছোট থেকেই কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছি। এই স্কুল থেকেই মাধ্যমিকে ৯৬.১৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছি। বাবা মতীন্দ্র পণ্ডিত পেশায় কৃষক। সামান্য কিছু কৃষিজমি রয়েছে। সেখান থেকে যা আয় হয়, তা দিয়েই আমাদের সংসার চলে। পড়াশোনার জন্য আমার গৃহশিক্ষকরা আমাকে অনেকটাই সাহায্য করেছেন। তাঁরা কেউ আমার কাছে টিউশন ফিস নিতেন না। এতে আমার পরিবারের ও আমার খুব উপকার হয়েছে। আমি বিটেক নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই। জলপাইগুড়িতেই পড়াশোনা করার ইচ্ছা রয়েছে। এছাড়া আমার ফিজিক্স পড়তে ও বুঝতে খুব ভালো লাগে। আবার কেমিস্ট্রিতেও আগ্রহ রয়েছে। ছোটবেলা পড়াশোনার সঙ্গে গান ও আঁকা শিখতাম। কিন্তু মাধ্যমিকের আগে থেকে পড়াশোনার জন্য সমস্ত কিছু বন্ধ করে পড়াশোনায় মন দিই। মাধ্যমিকের পর মাত্র দুই থেকে তিনবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার মামার বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে। ছোটবেলা সেখানেই থাকতাম। তাই মামার বাড়ির প্রতি আমার আবেগ রয়েছে। দুই মামা আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার বাড়ি গ্রামে। আশপাশে আমার মতো গরিব ঘরের অনেক পড়ুয়া রয়েছে। আমার বাড়ির পাশেই একজন রয়েছে। আমার থেকে এক ক্লাস নীচে পড়াশোনা করছে। কিন্তু মেধাবী। তাকে আমি আমার বই দিয়ে সাহায্য করেছি। যতটুকু পারি আমি আমার মতো করে সাহায্য করার চেষ্টা করি। বাংলা ও ইংরেজি বই তাকে দিয়েছি। ও কলা বিভাগের ছাত্র।

লড়াকু মা

আমি যুবরাজ বড়ুয়া। বাবা কিশোরকুমার বড়ুয়া অসুস্থ হয়ে ২০২১ সালে মারা গিয়েছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই মা রীতা বসাক বড়ুয়ার কাঁধে আমার পড়াশোনার সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়েছে। যদিও পরিবারের ঠাকুরদা, কাকু সকলেই সাহায্য করেন। আমি যাতে পড়াশোনা ভালোভাবে করতে পারি, শুধু তার জন্য মা আমাকে নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরে ভাড়াবাড়িতে থাকে। এবার ধূপগুড়ি হাইস্কুল থেকে আমি উচ্চমাধ্যমিকে ৯৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করেছি। আগেও মেধাবৃত্তি পেয়েছিলাম। আমার এই সাফল্যের পেছনে আমার মায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে। বাবা না থাকায় মা সেলাইয়ের কাজ করে। পাশাপাশি টিউশন পড়ায়। আমার পড়াশোনায় যেন কোনওরকম সমস্যা না হয় তার জন্য মা সবসময় লড়াই করে যাচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিকে আমার গৃহশিক্ষকরা কোনও টিউশন ফিজ নেননি। এতে আমার খুব উপকার হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে। ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সুযোগ পেলে মাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানেই থাকব। কলকাতায় যাদবপুরের মতো জায়গায় ভাড়াবাড়িতে থাকতে নিশ্চয় অনেক খরচ হবে। কিন্তু মাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না। মাকে সঙ্গে নিয়েই থাকতে চাই। তাই ইচ্ছে রয়েছে এডুকেশন লোন নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাব। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিলাম। তাই বাবা-মা আমাকে নিয়ে গ্রাম থেকে ধূপগুড়ি শহরে চলে আসে। বাবা এখানে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করত। আমি পড়াশোনার ফাঁকে যেটুকু সময় পাই, আশপাশের ছোট ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করি। কেউ কোনও বিষয়ে বুঝতে না পারলে আমার কাছে এলে তাদের বিষয়টি বুঝিয়ে দিই।

খেলার সঙ্গী ভাই

আমি পায়েল সরকার। এবছর উচ্চমাধ্যমিকে ৯৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছি। আমার বাড়ি কোচবিহার জেলার বড় নাটাবাড়ি গ্রামে। বাবা রামপ্রসাদ সরকার পেশায় কৃষক। সামান্য কৃষিকাজ করে বাবা আমাকে ও ভাইকে পড়াশোনা করাচ্ছে। ইংরেজি অনার্স নিয়ে কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হয়েছি। ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় পাশ করে বিডিও হতে চাই। আমার সেই রকম কোনও বন্ধু নেই। পড়াশোনা করা ছাড়া আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে খেলাধুলো করে সময় কাটাই।

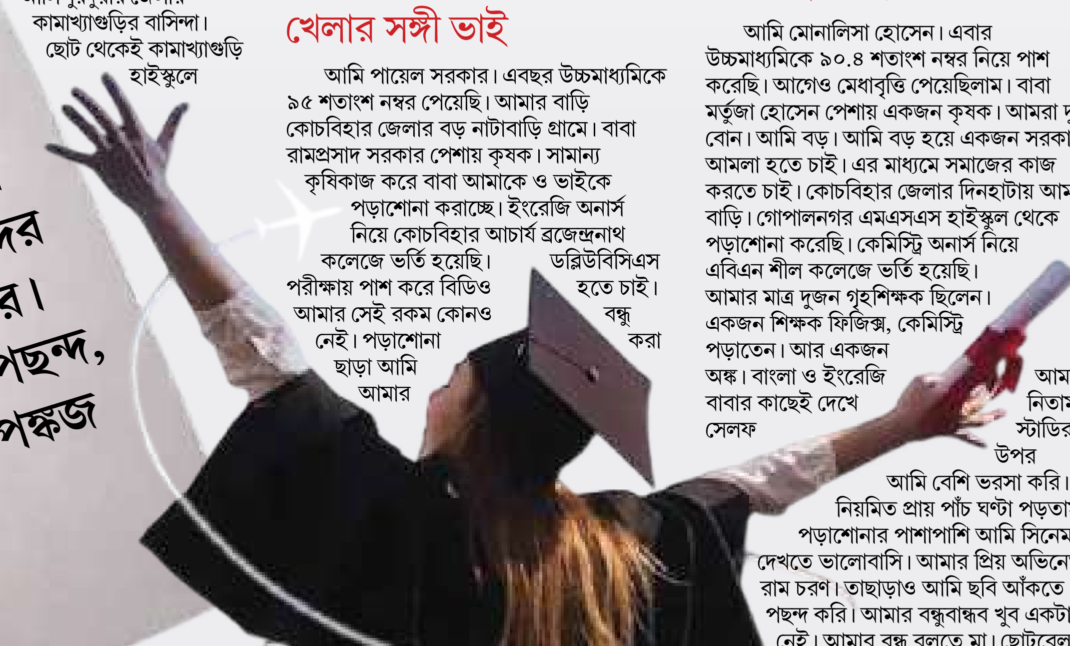

মায়ের স্বপ্ন

আমি মিষ্টু সিংহ। মা আমাকে নিয়ে শিলিগুড়িতে দাদুর বাড়ি থাকে। আমার পড়াশোনার জন্য মা রীনা সিংহ অনেক লড়াই করেছে। এখন মা অসুস্থ, তাই আমি নিজে বাচ্চাদের পড়িয়ে নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেই জোগাড় করি। বাবার চায়ের দোকান আছে। ছোটবেলা থেকেই বাবা আমার পড়াশোনার কোনও খরচ দেয়নি। এখনও দেয় না। মা ও দাদু মিলে আমাকে পড়াশোনা করিয়েছে। দাদুর মুদিখানা দোকান আছে। কিন্তু বর্তমানে দাদুও অসুস্থ। আমি আর মা দাদু-দিদার সঙ্গেই থাকি। এই বছর কলা বিভাগে উচ্চমাধ্যমিকে ৯৪.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছি। মাধ্যমিকে ৭৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলাম। আমার ইংরেজি নিয়ে পড়তে ভালো লাগে। তাই এবার শিলিগুড়ি কলেজে ইংরেজি নিয়ে ভর্তি হয়েছি। ইচ্ছে আছে সরকারি চাকরি করার। আমার মায়ের খুব ইচ্ছে আমি সরকারি চাকরি করি। আমি সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। একসময় আমি নাচ ও ছবি আঁকা শিখতাম। কিন্তু টাকার অভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ভালো করে পড়াশোনা করে মায়ের স্বপ্ন পূরণ করব এই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাই আমি।

শখের কবি, শিক্ষকও

আমি অংশুমান রায়। খুব কষ্ট করেই বাবা আমাকে পড়াশোনা করাচ্ছে। তাই আমার স্বপ্ন রয়েছে চাকরি পেলে বাবাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো। কারণ বাবার ভ্রমণের খুব শখ। কিন্তু আর্থিক সমস্যা আর আমার পড়াশোনার জন্য যেতে পারে না। আমার বাবা রণবীর রায় একজন হকার। বাবা চায়, আমি মন দিয়ে পড়াশোনা করি। শিলিগুড়ি শহরে বাড়ি আমাদের। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ থেকে এই বছর বিজ্ঞান বিভাগে ৯১ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি। মাধ্যমিকে ৯৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলাম। তখনও মেধাবৃত্তি পেয়েছিলাম। ইচ্ছে আছে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। জয়েন্টে তালিকায় নাম আছে। আশাকরি কোথাও ভর্তি হয়ে যাব। আর্থিক অনটন থাকায় কোনওদিন সেইভাবে গৃহশিক্ষক ছিল না আমার। আমাদের এখানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। যারা অভাবী দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পড়াশোনা করায়। তাদের কাছেই পড়াশোনা করেছি। আপাতত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির সঙ্গে আমি জড়িত। সেখানে আমিও নিয়মিত পড়াই। এই কাজটা করতে করতে কীভাবে শিক্ষকতা করতে হয়, তা শিখতে পারছি। যতদিন পারব, এখানে এসে পড়ানোর ইচ্ছে রয়েছে। এসবের পাশাপাশি কবিতা লেখা আমার শখ। কোথাও ঘুরতে গেলে বা কিছু ভালো লাগলে সেটিকে নিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করি। আমার লেখা কবিতা ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও ছবি আঁকতে আমার খুব ভালো লাগে।

বেস্ট ফ্রেন্ড মা

আমি মোনালিসা হোসেন। এবার উচ্চমাধ্যমিকে ৯০.৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাশ করেছি। আগেও মেধাবৃত্তি পেয়েছিলাম। বাবা মর্তুজা হোসেন পেশায় একজন কৃষক। আমরা দুই বোন। আমি বড়। আমি বড় হয়ে একজন সরকারি আমলা হতে চাই। এর মাধ্যমে সমাজের কাজ করতে চাই। কোচবিহার জেলার দিনহাটায় আমার বাড়ি। গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুল থেকে পড়াশোনা করেছি। কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে এবিএন শীল কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমার মাত্র দুজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। একজন শিক্ষক ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি পড়াতেন। আর একজন অঙ্ক। বাংলা ও ইংরেজি আমার বাবার কাছেই দেখে নিতাম। সেলফ স্টাডির উপর আমি বেশি ভরসা করি। নিয়মিত প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পড়তাম। পড়াশোনার পাশাপাশি আমি সিনেমা দেখতে ভালোবাসি। আমার প্রিয় অভিনেতা রাম চরণ। তাছাড়াও আমি ছবি আঁকতে পছন্দ করি। আমার বন্ধুবান্ধব খুব একটা নেই। আমার বন্ধু বলতে মা। ছোটবেলা থেকেই আমার প্রিয় বন্ধু মা। আমি অবসর সময় মায়ের সঙ্গেই কাটাই।

এবছর মেধাবৃত্তি প্রাপকদের তালিকা

মাধ্যমিক

শিলিগুড়ি
- দেবাংশু ঘোষ, ভক্তিনগর
- সৌভিক বসাক, হায়দরপাড়া
- শৌমিল সাহা, ভারতনগর
- প্রীতি দাস, ঘোগোমালি

জলপাইগুড়ি
- তৃষিতা দেবনাথ, জলপাইগুড়ি সদর
- শ্রুতিরাজ পাল, ধূপগুড়ি
- প্রিয়াংশী মহন্ত, ময়নাগুড়ি

কোচবিহার
- দীপাঞ্জন মহন্ত, ঘুঘুমারি
- দেবাশিস রায়, ঘুঘুমারি
- স্নেহাস্মিতা বর্মন, দিনহাটা
- রাজ আখতার, দিনহাটা
- শুভজিৎ দাস, দিনহাটা
- অদিতি বর্মন, দিনহাটা
- রিজাউদ্দিন আহমেদ, তুফানগঞ্জ
- অনুপমা বর্মন, তুফানগঞ্জ
- সায়ন সূত্রধর, বক্সিরহাট
- নীলাদ্রি সরকার, বক্সিরহাট
- অর্পিতা দে, বক্সিরহাট
- অশেষ মিত্র, বক্সিরহাট
- রূপম কুণ্ড, মাথাভাঙ্গা
- বিজিপ্ত রায় প্রামাণিক, মাথাভাঙ্গা
- অঙ্কিতা পাল, শীতলকুচি

আলিপুরদুয়ার
- পারমিতা ব্রাহ্মিণ, মাদারিহাট
- শ্রেহান আচার্য, কামাখ্যাগুড়ি
- অন্বেষা সরকার, কামাখ্যাগুড়ি
- অরূপ দাস, শিলবাড়িহাট
- শুভশ্রী পাল, আলিপুরদুয়ার সদর
- স্নিগ্ধা দেবনাথ, বারবিশা

উত্তর দিনাজপুর
- শ্রেয়সী দাস, ইসলামপুর
- ঈশিকা রাহা, রায়গঞ্জ

দক্ষিণ দিনাজপুর
- বাপি ঘোষ, ত্রিমোহিনী
- আদিত্য বাসফোর, গঙ্গারামপুর
- বিপ্রদীপ সরকার, তপন

মালদা
- নিকিতা মণ্ডল, ইংরেজবাজার
- শুভ্রজিৎ ঘোষ, ফুলবাড়ি

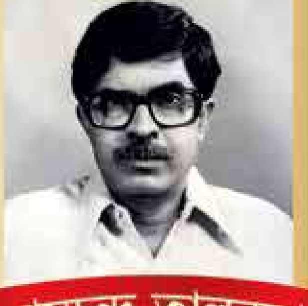

সুহাসচন্দ্র তালুকদার
স্মৃতি মেধাবৃত্তি ২০২৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উচ্চমাধ্যমিক

শিলিগুড়ি
- অনুষ্ঠা কর্মকার, দেশবন্ধুপাড়া
- বিনীতা ভট্টাচার্য, সুকান্তপল্লি
- তন্ময় দেবনাথ, রবীন্দ্রনগর
- রাজদীপ বসাক, রবীন্দ্রনগর
- আয়ুষ দত্ত, রবীন্দ্র সরণি
- তন্ময় পাল, বিধাননগর
- সুমন বসাক, ডাবগ্রাম
- অংশুমান রায়, ডাবগ্রাম
- মিষ্টু সিংহ, সূর্য সেন কলোনি

জলপাইগুড়ি
- শাবনুর পারভিন, গড়ালবাড়ি
- যুবরাজ বড়ুয়া, ধূপগুড়ি

কোচবিহার
- দেবজ্যোতি পাল, শীতলকুচি
- চন্দ্রাবলী ভট্টাচার্য, কোচবিহার সদর
- অভিনব বণিক, পুণ্ডিবাড়ি
- শিবানী তালুকদার, পুণ্ডিবাড়ি
- সুমনা সরকার, পুণ্ডিবাড়ি
- দীপা মহন্ত, বক্সিরহাট
- পায়েল সরকার, দিনহাটা
- মোনালিসা হোসেন, দিনহাটা

আলিপুরদুয়ার
- রিয়া দাস, সোনাপুর
- সমর্পণ পণ্ডিত, শামুকতলা

দক্ষিণ দিনাজপুর
- প্রাপ্তি সাহা, কুমারগঞ্জ

উত্তর দিনাজপুর
- রোহিত দাস, রায়গঞ্জ

মালদা
- অবারিত হক রোদ্দুর, গাজোল

রংদার রোববার

কলেজ জীবন যেন পিচঢালা রাজপথের স্বপ্নের পাশাপাশি বাস্তবের এবড়োখেবড়ো গলি। শৈশবের রূপকথা ছেড়ে পা রাখা এই প্রাঙ্গণে একদিকে যেমন রয়েছে ইঁদুরদৌড়ের মতো কেরিয়ারের চাপ, অন্যদিকে আছে আত্মপরিচয় খোঁজার নিরন্তর লড়াই। শহর থেকে দূরে নতুন ভাড়াবাড়ির নির্জনতায় যেমন একাকিত্ব বাসা বাঁধে, তেমনই প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর প্রথম প্রেমের মিষ্টি স্মৃতিতে ক্যাম্পাস হয়ে ওঠে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব আর চড়াই উতরাই পেরিয়ে আমরা নিজের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই এই জীবনের সেই নস্টালজিয়া সার্থক।

কলেজ কোলাজ

করণ জোহরের সিনেম্যাটিক কলেজ ক্যাম্পাস তো আমরা সবাই চাই

স্বপ্নের ক্যাম্পাস, বাস্তবের ক্লাসরুম

শুভ্রদীপ রায়

'দ্যোজ অয়্যার দ্য বেস্ট ডেজ অফ মাই লাইফ',–ব্রায়ান অ্যাডামস (সামার অফ ৬৯)

স্বপ্ন আর কলেজ ক্যাম্পাস - এই শব্দগুলো কেন যেন আমার মনে হয় খুব জড়িয়েমড়িয়ে আছে। ছোট্ট শব্দ, কিন্তু বিরাট তার ব্যাপ্তি। মোটামুটি ১৭-১৮ বছর বয়স থেকে শুরু হয়ে তার প্রভাব চলতে থাকে আজীবন। স্বপ্ন দেখা, সেই স্বপ্ন গড়ার প্রস্তুতি নেওয়া, সেই স্বপ্ন ভাঙার কুচি কুচি বিষাদের টুকরো, স্বপ্ন পূরণের সুমধুর সিম্ফনি -- এই সব মিলেমিশেই একটা প্রকৃত কলেজ লাইফ।

বারো ক্লাসের শেষ থেকেই মনে বাজতে থাকে 'প্রকৃত' বড় হওয়ার নিষিদ্ধ রিনিঝিনি। রেজাল্ট বেরোনোর পর অনলাইন ফর্ম ফিলআপ, প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় লিস্ট, পছন্দের কলেজ পাওয়া না পাওয়া, কাউন্সেলিং, মনমতো বিষয় সিলেকশন, অনিচ্ছার বিষয়ে বাধ্য হয়ে ভর্তি হওয়া, পুরোনো বন্ধু বিচ্ছেদ -- এই সমস্ত কিছু নিয়ে এক বাম্পি রাইড। কখনও সান্তিয়াগোর মার্লিন ধরার উত্তেজনা, কখনও ওডিসিয়াসের বাড়ি ফেরার আনন্দের মাঝেও দীর্ঘ ও কষ্টকর সমুদ্রযাত্রার ট্র্যাজেডি, কখনও চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা মধুকরের তীরে এসে তরী ডোবার বেদনা-- সব মিলেমিশে এই সময়টা যেন এক ধাক্কায় বড় করে দেয় বারো ক্লাসের সেই ছেলেমেয়েগুলিকে।

করণ জোহরের সিনেম্যাটিক কলেজ ক্যাম্পাস তো আমরা সবাই চাই। পার্কিং লটে থাকবে থরে থরে সাজানো স্পোর্টস বাইক, ক্যান্টিন হবে ম্যাক/সাবওয়ে/কেএফসি সুলভ, আড্ডা দেব অ্যাস্থেটিক কেয়ারি করা বাহারি গার্ডেনে, টিচার্স রুমে বসে থাকবেন সুস্মিতা সেন-চিত্রাঙ্গদা সিং সুলভ ম্যাডাম (ম্যায় হুঁ না, দেশি বয়েজ)--শাহরুখ খান-জোসেফ বিজয়ের মতো প্রফেসর (মোহাব্বাতে, মাস্টার), স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি হবে বিশ্বমানের খেলার মাঠে, থাকব চূড়ান্ত ফেসিলিটির হস্টেলে, করিডরে হাসি-খেলা করবে করিনা-জন-সিদ্ধার্থ-কিয়ারা-টাইগার-বরুণ-আলিয়ার মতো বন্ধু-বান্ধবীরা! মানে চারদিকে 'মাইল মাইল শান্তিকল্যাণ'। কিন্তু ভর্তির মোটামুটি সাতদিনেই বুঝতে পারি এই স্ক্রিপ্ট তো লেখা প্রকাশ ঝা-মধুর ভান্ডারকর-অনুরাগ কাশ্যপের, সঙ্গে ক্রিয়েটিভ আইডিয়া দিয়েছেন মৃণাল সেন-ঋত্বিক ঘটক! তখন চোখে পড়ে রংচটা স্যাঁতসেঁতে ক্লাসরুম, ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে সিলিং ফ্যান, ট্যালট্যালে ঘুগনির জন্য কলেজের 'ওয়ার্ল্ড ফেমাস' ক্যান্টিন, বাঘ লুকোনোর মতো ঘাসযুক্ত মাঠ, বিনা সিকিউরিটি গার্ডের সাইকেল রাখার 'সেফ' পার্কিং, অমুক+তমুক লেখা ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত 'বাথরুম', গুরুগম্ভীর প্রফেসর, 'আয় ঘুম আয় ঘুম' মার্কা ক্লাস, ইউনিয়নের দাদা-দিদিদের হাঁকডাক আর নিজের মতোই লাজুক লাজুক মুখের কত সহপাঠী! সঙ্গে আসে নতুন সিলেবাস ও তৎসংক্রান্ত জটিলতা ও বোধগম্যহীনতা, কলেজ শুরু হতে না হতেই সিমেস্টারের চোখরাঙানি, ক্লাসনোট নিতে না পারার অক্ষমতা, টিউশনের অপ্রতুলতা এবং বিভিন্ন অপারগতার নেভার এন্ডিং লিস্ট... মানে স্বপ্নের কুসুমাস্তীর্ণ রাজপথ থেকে একেবারে বাস্তবের পিচগলা ফুটিফাটা রাস্তায়!

আবার এই কলেজ জীবনই একজন আপাত সাধারণ ছেলেমেয়ের সামনে খুলে দিতে পারে কতশত দরজা-জানালা। ভবিষ্যতের কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ, ইনফ্লুয়েন্সার, শিক্ষক, পরিবেশকর্মী, চিত্রপরিচালক, ফোটোগ্রাফার, সমাজকর্মীকে আমরা খুঁজে পাই এই কলেজের ক্যাম্পাসেই। লড়াকু স্পিরিটটা পোক্তভাবে ফুটে ওঠে এই সময়েই। বিভিন্ন মতামতের গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়েই আমাদের ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গিটা গড়ে উঠতে থাকে। তাই কলেজজীবনের প্রভাব অপরিসীম ও গুরুত্বপূর্ণ। নিরন্তর চেষ্টা চলতে থাকে নিজেকে জানার, অন্যকে বোঝার, নিজের স্বপ্নকে একটা শক্ত ভিত দেওয়ার, পৃথিবীকে তর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার। মাস ছয়েকের মধ্যে ভাঙতে থাকে শিক্ষার মিডিয়ামজনিত-ভাষাগত-লৈঙ্গিক সমস্ত ব্যবধান। তখন কমিউনিকেশনের মাধ্যম হয়ে ওঠে এই ক্যাম্পাসগত নৈকট্য।

এরপর ষোলোর পাতায়

সাত-আট সপ্তাহেই মোহভঙ্গ

আমি কী হতে চাই- উত্তর খোঁজার শুরু এখানেই

তৃণা বসাক

জুন-জুলাইয়ের চড়া রোদ আর আকস্মিক কালবোশেখির মতো দেশজুড়ে এখন একটাই হাওয়া, 'কলেজ অ্যাডমিশন'। কাট-অফের দেওয়াল, মেধাতালিকার টানটান উত্তেজনা আর ফর্ম ফিলাআপের পোর্টালি যুদ্ধ পেরিয়ে অবশেষে চেনা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল। স্কুলজীবনের ইউনিফর্ম আর শৃঙ্খল ছেড়ে তরুণ-তরুণীরা পা রাখল এক মায়া জগতে। প্রথম কয়েকটা দিন যে কোনও আঠারো-উনিশের জীবনে অদ্ভুত ফ্যান্টাসি। পছন্দের পোশাকে চত্বরে ঘুরে বেড়ানো, স্টাইলিশ ব্যাগ আর ক্যান্টিনের টেবিলে বসে স্বাধীন বাতাসের স্বাদ নেওয়া এক অন্য আমেজ। কিন্তু এই রঙিন কাচের চশমাটা চোখের সামনে থেকে সরে যেতে বড়জোর কয়েক মাস লাগে। ওরিয়েন্টেশন, ফ্রেশার্স আর সোশ্যাল মিডিয়ায় 'নিউ বিগিনিংস' হ্যাশট্যাগের হিড়িক ফুরোতেই নব্য পড়ুয়াদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে এক রূঢ় ও যান্ত্রিক ভবিষ্যৎ। যে করিডরে প্রথম সপ্তাহে শুধুই নতুন বন্ধু চেনার আনন্দ ছিল, সাত-আট সপ্তাহ পেরোতে না পেরোতেই সেখানে মোহভঙ্গ হয়। পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হওয়ার প্রচ্ছন্ন আত্ম-অহংকার এক নিমেষেই ফিকে হয়ে যায় যখন সামনে এসে দাঁড়ায় সিভি বিল্ডিং, কর্পোরেট ইন্টার্নশিপ আর স্কিল ডেভেলপমেন্টের এক অন্তহীন ইঁদুরদৌড়।

'আমি কী হতে চাই? –এই মহাজাগতিক প্রশ্নের আসল উত্তর খোঁজার কসরতটা শুরু হয় এখানেই। স্কুলজীবন পর্যন্ত স্বপ্নগুলো থাকে সরল, রূপকথার মতো। কেউ বিজ্ঞানী, কেউ ডাক্তার, কেউবা গায়ক হতে চায়। কিন্তু চৌকাঠে পা দেওয়া মাত্রই সেই স্বপ্নের গায়ে লাগে বাজারের গরম হাওয়া। আজকের ইউটিলিটিরিয়ান মাইন্ডসেটের যুগে দাঁড়িয়ে কোনও বিষয়ে কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্য ভর্তি হওয়াটা বেশিরভাগের কাছেই এক ধরনের বিলাসিতা, নয়তো বোকামো। আধুনিক কর্পোরেট শিক্ষা ব্যবস্থা একজন ১৮ বছরের তরুণকে প্রথম দিন থেকেই মনে করিয়ে দেয়, সে কোনও মুক্ত চিন্তার মানুষ নয়, বরং বাজারের একটি হবু 'প্রোডাক্ট'। ফলে ক্লাস শুরুর প্রথম মাসেই শিখতে হয় কীভাবে নিজের জীবনের টুকরো অভিজ্ঞতাগুলোকে কাগজের পাতায় সাজিয়ে লিংকডইনে প্রোফাইল তৈরি করতে হয়। আড্ডার মাঝেই যখন কোনও বন্ধু বলে, 'আমি অলরেডি কম্পিটেটিভ এগজামের কোচিং জয়েন করেছি,' তখন বাকিদের বুকে এক ধরনের শীতল ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা আসে তখন, যখন অনেকে বুঝতে পারে সে আসলে একটি 'ভুল কোর্সের' ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। বাবা-মায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বন্ধুদের দেখাদেখি যে সাবজেক্টটিকে সে বেছে নিয়েছিল, চারটে ক্লাসের পরেই তার ভেতরের অসাড়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রোজেক্টরের আলো আর প্রফেসরের লেকচারের মাঝে বসে তখন মনে হয়—'এই রাস্তাটা তো আমার ছিল না!' কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায় এবং না চাইতেও বয়ে চলতে হয় অনিচ্ছাকৃত ভুলের বোঝা। জীবন কি তাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেবে না? সে অপেক্ষায় থাকে।

তবুও, ক্যাম্পাস তো শুধু সিজিপিএ আর প্লেসমেন্টের খতিয়ান নয়। অভিভাবকদের সযত্ন অথচ কঠিন নজরদারির বাইরে এসে, সম্পূর্ণ অচেনা এক খোলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে এখানেই প্রথম তৈরি হয় নিজের একান্ত ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয়। স্কুলজীবন পর্যন্ত চিন্তাভাবনা মূলত পরিবারের আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও এখানে পা দিয়ে চেনা আগলগুলো হঠাৎ ভেঙে পড়ে। লাইব্রেরির নির্জন কোনায় বসে সুকান্ত-নজরুল-জীবনানন্দের পাতায় নিজের একাকিত্বকে খুঁজে পাওয়া, কিংবা শেক্সপিয়র-শেলি-কীটসে মজে বিশ্বসাহিত্যের মুখোমুখি হওয়া, দেওয়ালে আঁকা লাল-নীল পোস্টার অঙ্কন, ছাত্ররাজনীতির মিছিলে স্লোগানের সঙ্গে পা মেলানো, ক্যান্টিনে বন্ধুদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বব ডিলান থেকে মহীনের ঘোড়াগুলি হয়ে চন্দ্রবিন্দুর গানে খুঁজে পাওয়া অপূর্ব আমেজ— এই প্রথম এক-একটা ছেলে বা মেয়ে নিজের মানসিক গড়ন নিজের মতো করে গড়ে নেওয়ার সুযোগ পায়। বুঝতে শুরু করে, 'আমি কে?' —এই নিজেকে চেনার আসল মহড়াটা শুরু হয় ক্লাস শুরুর এই প্রথম দিনগুলিতেই।

পড়াশোনা তো গাইড বই মুখস্থ করেও পাশ করা যায়, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয় গড়ে তোলার এই লড়াইয়ের কোনও সিলেবাস হয় না। রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে রাষ্ট্র ও অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা ছেলেটি, শ্রুতিনাটকের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেওয়া দল কিংবা ম্যাগাজিনের পাতায় প্রথম প্রতিবাদের স্কেচ ফুটিয়ে তোলে যে মেয়েটি— তাদের রূপান্তর দেখার মতো। কেবল সিজিপিএ দিয়ে এর বিচার হয় না।

এর মাধ্যমে তারা বুঝতে শেখে পৃথিবীটা শুধু ড্রয়িংরুমের মতো সুসজ্জিত নয়। এখানে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়, নিজের কণ্ঠস্বরকে স্পষ্ট করতে হয়।

আবার এই বিশাল বর্ণিল জীবনের আড়ালে লুকোয় মস্ত কিছু ট্র্যাজেডি।

এরপর ষোলোর পাতায়

শহরের বিপুল আনাগোনায় ক্ষীণ হয়ে যাওয়া নিজের সত্তাটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা

বাড়ি ছেড়ে নতুন শহর

মৌসুমী হাজরা

ছোটবেলায় আমরা পড়েছিলাম, 'পড়াশোনা করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'। সেই ভাবনায় গেঁথে যাওয়া বাক্যটি এখন একটু ভিন্ন মোড়ক নিয়েছে, 'পড়াশোনা করতে গেলে গাড়ি না চড়ে তো উপায় নেই'। বাড়িতে খেতে বসে যখন বাবাকে বলি যে, 'আসলে বাইরে পড়তে চাই', তারপর খুব স্বাভাবিক কারণবশতই বলতে হয়, 'সবাই তো বাইরে থাকে'। গ্রামের বাড়িতে একটি অদৃশ্য, কাল্পনিক 'সবাই'-এর উদাহরণের মধ্যেই আমাদের কাছে বাইরে বেরোনোর এক সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এর পরেই শুরু হয় এক দ্বিতীয় পৃথিবী গোছানো। আসলে সেটা কখনোই থামে না— ব্যাগ গোছানো! বাড়িতে জায়গা না থাকার একটি চিরস্থায়ী অভিযোগ কোথাও গিয়ে থেমে যায় নিঃস্ব আলনাটিকে দেখে। সেই আলনার কাছেই থেকে যায় কিছু 'কখনও কাজে লাগবে' গোছের জামাকাপড়। তুলে রাখা কোনও একটি কৌটোতে একটু আচারের অস্তিত্ব, গুছোনোর সময় সেই ব্যাগটির কোনও এক কোনায় জায়গা পায়। বাড়ির পুরোনো আতপ চাল— কখনও সময় না থাকলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ করে খাওয়ার জন্য— নতুন বিছানার চাদর, আর একটু বাড়ির পাতানো ঘি— সবই ব্যাগে জায়গা পায়। 'গাড়িঘোড়া চড়তে' চাইলেও কখনও বাড়ি ফেরা হবে কি না, তা জানা থাকে না— ওই কলেজ পেরিয়ে ইউনিভার্সিটি, তারপর চাকরির খোঁজ, তারপর আরও অনেক কিছু। এরপর এনবিএসটিসি-তে জায়গা পাওয়া বা পাহাড়পুরে জায়গা হবে বলে বিশ্বাস রাখা— সে এক চেনা রাস্তার সফর শুরু।

নতুন শহর। সেখানে নিজের একটা ঘর পেলে মনে হয়, 'ঘরটা বড্ড ছোট, একটা জানলা থাকলে ভালো হত', 'ঘরের পাশেই যে ময়লা ফেলার জায়গাটি রয়েছে, সেটা... আচ্ছা ঠিক আছে'। একটু হাত-মুখ ধুয়ে বাড়িতে ফোন : 'পৌঁছে গেছি। তোমরা কী করছ... না, কোনও অসুবিধা নেই, রাখি তাহলে, কাল ফোন করব।' তারপর ভার্জিনিয়া উলফের 'আ রুম অফ ওয়ানস ওন' এবং আরও অনেক কিছুর কথা মনে পড়ে। কিছুদিন যাওয়ার পর, আস্তে আস্তে সেই ঘরের জানলার পর্দা, একটি পাপোশ জরুরি হয়ে ওঠে; ঘরের পরার জুতো আর বারান্দার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়। ক্রমাগত সেই ঘর আমাদের শেখাতে শুরু করে, কীভাবে বন্ধ দরজাটা আলতোভাবে টেনে খুলতে হয় যাতে জোরে শব্দ না হয়, কীভাবে জলের কলটা বন্ধ করলে আর টপ টপ শব্দ হবে না। এই সব বিষয়ে আমরা অবগত হই, যখন সেই ঘরটিও আমাদের কাছে নতুন, সেও আমাদের তেমনভাবে চেনে না। ভাড়াবাড়িটি একটি সাবলাইম জায়গা— আনন্দ, উচ্ছ্বাস, ভয়, স্বাধীনতা— সব মিলে এক মিশ্র অনুভূতি। 'সকালে কেউ ডাকবে না, আরাম করে ঘুমোব', বা 'ছাদের আকাশভরা তারার নীচে গান শুনব'— কেউ আটকানোর নেই। এটার আনন্দ এতটাই ক্ষণস্থায়ী যে, পরের দিন আর ছাদে ওঠা হয় না। হাওয়া দেয়, শরীর খারাপ হবে বলে জানলাটা বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু কোথাও গিয়ে ভুল করার লাইসেন্স পেয়ে যাওয়ার পরও ভুলটা আর করা হয় না। রান্নাঘরের লাইটটা খারাপ, তাই রাতে রান্না করব না, দিনেই একমুঠো চাল বেশি নিয়ে নিই। টোটোতে ভাড়া বেশি চাইলে বলি, 'আমি এখানে অনেকদিন আছি দাদা'! ধীরে ধীরে পার্থক্য বাসা বাধে, যেখানে আমাদের লড়াই হয়ে ওঠে বেঁচে থাকার অবিচ্ছেদ্য অংশ— সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট! এই সবকিছুর পর শুরু হয় নিজের মতো করে বাঁচার লড়াই... লড়াই, সেটাও। শহরের বিপুল আনাগোনায় ক্ষীণ হয়ে যাওয়া নিজের সত্তাটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। তাই শহর অনেক সময় একটি সংমিশ্রণ— নিজের এবং নিজের মতোই, কিন্তু একদম পৃথক কারও সঙ্গে এক ক্রমাগত সংলাপ, বিতর্ক ও সতর্কতার কথোপকথন। তবে এটি একটি স্বপ্ন, একটি ইচ্ছে, একটি দৃঢ়তা; তাই বাস্তব জীবনের চেয়ে অনেক আলাদা। কলেজে উঠে নিজের বিভিন্ন ধরনের খামতির সঙ্গে পরিচয়, এক শহুরে চিরাচরিত জীবনযাত্রায় খাপ খাওয়াতে না পারায় আকাশসমান মানসিক বিষাদ, আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছে— এই সব টানাপোড়েনের সাক্ষী হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভাড়াবাড়িটি। এর পাশাপাশি সমস্ত জড় বস্তুগুলোর মধ্যে জীবিত থাকে আমাদের কিছু ভুল উচ্চারণ, কিছু তুলনামূলক সহজ বিষয়কে কঠিন বলে ভাবা, আর উত্তরে অনেক কিছু বলতে চেয়েও না বলা।

এই লেখাটি গ্রাম বা শহরের চিরাচরিত বিভাজনের বিষয়ে নয়, বরং একটি সম্পর্কের বিষয়ে— আমরা শহর তৈরি করি, নাকি আমাদের নিজেদের ভেতরেই এক শহর তৈরি হয়? আমরা যে শহর তৈরি করি, সেটা সহজ। শহরের বাসস্ট্যান্ড থাকলে বোঝা যায় মানুষ এখানে আসে। সেই বাস বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ালে বোঝা যায়, মানুষ বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে। বিভিন্ন মানুষের সমন্বয়ে তৈরি একটি শহর। শহরের একটি কলেজ মানে শিক্ষার প্রাঙ্গণ, তাতে বিভিন্ন বিষয় মানে পৃথিবীর বিভিন্ন দিক, ভাবনার বিভিন্ন দিক।

এরপর ষোলোর পাতায়

কিপটে কেরানি ও ইউটিউবার গিন্নি

অমিতাভ সাহা

রজনীবাবুর সঙ্গে রুমাদেবীর সংসার মানেই এখন একটা চলমান দ্বৈরথ। রজনীবাবু স্বভাবগতভাবে একটু হিসেবি মানুষ, সরকারি দপ্তরের ক্লার্ক হিসেবে জীবনের প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখা তাঁর রক্তে। আর সেই মানুষটির স্ত্রী রুমাদেবী যখন হঠাৎ করে 'ইউটিউব স্টার' হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, তখন কর্তার মাথায় আকাশ ভাঙার উপক্রম। মাসদুয়েক হল রুমাদেবীর নতুন শখের আমদানি হয়েছে এবং সেই শখ মেটাতে গিয়ে প্রতি সপ্তাহে তাঁর বাড়তি কিছু ট্যাঁকের কড়ি খসছে।

রুমাদেবী গৃহবধূ, রান্নায় বেশ হাতযশ। পাড়াপড়শিকে পুজোপার্বণে খাইয়ে তিনি তৃপ্তি পান। একদিন প্রতিবেশী এক মহিলা তাঁর হাতের প্রশংসা করতে গিয়ে যেই বলেছিলেন 'আপনি তো চমৎকার রান্না করেন, এই রান্নার রেসিপি সবার সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন তো, একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলে ফেলুন না।' ব্যস, রুমাদেবীর মনে স্বপ্নের বীজ বপন। ইউটিউব চ্যানেল খোলার পর থেকে রজনীবাবুর শান্তির ঘুম উড়ে গেল। রান্নার সরঞ্জাম জোগাড় করা, লাইট-স্ট্যান্ড বসানো, মশলাপাতি কেনা—সব মিলিয়ে সঞ্চয়ের ওপর যেন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম মাসে রুমাদেবী যখন ব্লেন্ডার কেনার জন্য বায়না করলেন, রজনীবাবু বলেছিলেন, 'শিল-নোড়া কী দোষ করেছে?' রুমাদেবী সেই কথা শুনে এমন মুখ ভার করে রইলেন যে রজনীবাবুকে শেষপর্যন্ত ব্লেন্ডার কিনতেই হল। কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি আরও জটিল। রুমাদেবী ভিডিওর জন্য এমন সব উপকরণ চান, যা সাধারণ বাজারের ফর্দ ছাড়িয়ে গিয়ে শৌখিন সবজির দোকানে পৌঁছায়।

একদিন রজনীবাবু বলেই ফেললেন, 'কী হবে এইসব ছাতার রান্নার ভিডিও বানিয়ে? বেকার আমার পয়সার শ্রাদ্ধ করছ। কে দেখে তোমার এইসব ভিডিও?' পালটা তোপ ধেয়ে এল, 'অনেকেই দেখে। নইলে এত লাইক-কমেন্ট আসছে কী করে! সবাই তো আর তোমার মতো কাঠকঞ্জুস নয়। আমি সারাদিন চার দেওয়ালের মধ্যে থাকি। আমারও তো একটু বিনোদন দরকার। তোমার কাছে কোনওদিন বিশেষ কিছু চেয়েছি? সামান্য বাজারের ফর্দটা তো। এরকম করলে অফিসটাইমে তোমার জন্য খাবার রেডি করে দিতে পারব না।'

রজনীবাবু বুঝলেন, 'হোম মিনিস্টার' বিগড়ে গেলে দুর্ভোগ আছে। তাছাড়া রান্নার ভিডিও বানিয়ে গিন্নি যদি আনন্দ পায়, তাতে বাধা না দেওয়াই উচিত। সংসারে শান্তি বজায় থাকলে তাঁর নিজেরও সুবিধা। তাই তিনি আর আপত্তি করলেন না। তবে মনটা সব সময়ই খচখচ করা শুরু করল।

সেই রবিবার সকালে গিন্নির ফরমায়েশমতো বাজারে গিয়ে কেজিখানেক কাতলা মাছ কিনলেন রজনীবাবু। মাছওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করে চারশো টাকার মাছ সাড়ে তিনশো টাকায় নামিয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে ফিরছিলেন তিনি। রজনীবাবুর মনে হল আজ বড় জয় হয়েছে। বাইক নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় হঠাৎ হ্যান্ডেলে ঝোলানো মাছের পলিথিনটা স্লিপ করে নীচে পড়ে গেল। তিনি রাস্তা পার হয়ে গিয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই পেছন থেকে একটা পিক-আপ ভ্যান এসে মাছের পলিথিন ব্যাগের ওপর দিয়ে চলে গেল। পেছনে তাকিয়ে রজনীবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করিয়ে দেখেন, পিক-আপ ভ্যানের চাকা প্যাকেটের ওপর দিয়ে গিয়েছে। মাছ কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এলেও প্যাকেটের ভেতরেই ছিল। একজন দোকানি এগিয়ে এসে বলল, 'ও ফেলে দেওয়া ছাড়া গতি নেই।' রজনীবাবু মাছটা কুড়িয়ে নিলেন। কিন্তু ফেলার বদলে সেটা নিয়েই বাড়ি ফিরলেন। সামান্য অসতর্কতার জন্য এমন মাশুল দিতে হবে, এটা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন।

ঘরে ঢুকতেই বিপত্তি। মাছের অবস্থা দেখে গিন্নি রাগে অগ্নিশর্মা। 'ছি ছি! ওই মাছ তুমি বাড়ি নিয়ে এসেছ? যাও, এক্ষুনি ফেলে দিয়ে এসো।' রজনীবাবু মিনমিন করে বললেন, 'বলছিলাম কী... এই মাছ ধুয়েটুয়ে নিয়ে ভিডিও করা যায় না?' গিন্নি বিরক্ত, 'তোমার কি মাথা খারাপ? গাড়ির চাকা চলে গিয়েছে আর তুমি পয়সা বাঁচাতে এত নীচে নামলে? কপাল আমারই খারাপ। ভেবেছিলাম আজ কাতলা ভাপার ভিডিও বানাব। তুমি যাও, ফ্রেশ মাছ নিয়ে এসো।' রজনীবাবুও নাছোড়বান্দা, 'ফ্রেশ মাছ আনতে টাকা লাগবে না? টাকা কি গাছে ফলে? সাড়ে তিনশো টাকা জলে গেল, আবার বাড়তি খরচ করতে পারব না।'

রজনীবাবুর কথা শুনে গিন্নি পাশের ঘরে গিয়ে মন খারাপ করে বসে রইলেন। রজনীবাবু বুঝলেন, এবার কৌশল বদলাতে হবে। তিনি গিন্নির কাছে গিয়ে হাসি হাসি মুখে বললেন, 'প্লিজ রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি। এক কাজ করো না। কাতলা ভাপা না করে অন্য একটা রেসিপি বানাও না। তাহলেই তো হয়, কাতলা ভাপা রেসিপি তো সবাই জানে।' গিন্নি বললেন, 'কী রেসিপি?' রজনীবাবু বললেন, 'এই ধরো মাছের পিসগুলো জলে সেদ্ধ করে নিয়ে দলাইমলাই করে যদি ফিশ বল জাতীয় কিছু করা যায়।' গিন্নি বললেন, 'ওই মাছে হাত দিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ওই মাছ দিয়ে আমি ভিডিও বানাতে পারব না।'

রজনীর মুখ মিষ্টি, 'শোনো না। মাছের ওপর দিয়ে যখন গাড়ি চলে গিয়েছে, তাই ওই মাছ রান্না করার প্রবৃত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা তো আর ওই মাছ খেতে যাচ্ছি না। যেহেতু গাড়িচাপা পড়ে মাছের পিসগুলো একটু চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে, তাই তোমার রান্নার ভিডিওতে মাছটা শুরু থেকে দেখাবে না। পিসগুলো গরম জলে সেদ্ধ করে নিয়ে কাঁটা ছাড়িয়ে বেশ যখন একটু ঝুরো ঝুরো মতো দেখাবে, তখন থেকে ভিডিও শুট করবে। বাকি রান্নার মালমশলা যা লাগে সেগুলো দেখাবে, প্রিপারেশন সেম থাকবে। তোমার দর্শকরা ধরতেই পারবে না যে মাছ গাড়িচাপা পড়েছিল। এইটুকু করলেই আমার সাড়ে তিনশো টাকা বেঁচে যায়।'

গিন্নি প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু কিপটে স্বামীকে আবার বাজারে পাঠানো অসম্ভব বলে মনে হল। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই মাছ নিয়েই ভিডিও বানাতে শুরু করলেন। রজনীবাবু গিন্নিকে খোশামোদ করার জন্য ভিডিও বানানোর কাজে একটু সহযোগিতা করলেন। গিন্নি ফ্রাইং প্যানে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা ও অন্যান্য মশলা একসঙ্গে ভেজে নিলেন। তারপর ক্যামেরার সামনে বললেন, 'আমি কাতলা মাছের টুকরোগুলো আগে থেকে গরম জলে সেদ্ধ করে কাঁটা ছাড়িয়ে রেখেছি।' বলে ঝুরো মাছটা ভাজা মশলার সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। তারপর মাছের সঙ্গে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়ে বেশ মাখামাখা হয়ে গেলে নাড়ু বানানোর মতো করে কতগুলো মাছের বল বানিয়ে নিয়ে গরম তেলে ভেজে ফিশ বল বানানোর রেসিপিটি কমপ্লিট করলেন এবং ভিডিওটি ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করলেন।

মজার ব্যাপার হল, রুমাদেবী ওনার অন্যান্য রান্নার ভিডিওতে রান্না শেষে রান্না টেস্ট করেও দেখাতেন। কিন্তু এই ভিডিওটিতে রান্না টেস্ট করার জায়গাটি আর দেখালেন না। কারণ, আদতেই উনি রান্নাটি টেস্ট করেননি। ভিডিওতে শুরু থেকে মাছ না দেখালেও ফিশ বলের রেসিপিটি দর্শকমহলে যথেষ্ট প্রশংসিত হল। লাইক আর কমেন্টের বন্যা বয়ে গেল। কেউ লিখল, 'দিদি, মাছটা এত ফ্রেশ দেখাচ্ছে কী করে? টিপস দেবেন?'

রজনীবাবু সেই কমেন্ট পড়ে মনে মনে...

রসরঙ্গ

> গিন্নি প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু কিপটে স্বামীকে আবার বাজারে পাঠানো অসম্ভব বলে মনে হল। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই মাছ নিয়েই ভিডিও বানাতে শুরু করলেন।

ঠাকুমার পাকঘর

রুপোলি মাছের মরিচ ঝোল

শ্যামশ্রী চাকি
রন্ধন বিশেষজ্ঞ, আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা

লালমণিরহাট থেকে রংপুর যাওয়ার রাস্তায় পড়ে মতিবিল, আউশ ধানের খেত আর সেই হারিয়ে যাওয়া কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ। সেই পথেই একবার বিঘত সাইজের কই মাছ ধরেছিলেন ঠাম্মা। বর্ষায় নরম কাঁথার ওমে নিভু নিভু আলোয় শুনতাম কার্তিক পূর্ণিমায় এক থালা চাঁদ ওঠা ভবানী মন্দিরের গল্প, চোরকাঁটা ভরা মাঠ আর সেসব রান্নার কথা যা লেখা হয়নি কোনওদিন।

ঠাম্মার দু'হাতে সোনার চুরির রিনরিন আর আমার ছেলেবেলাটা সুপারির খোলের কাঁচানিতে মশলা তুলে রাখা এক অদ্ভুত জার, যা স্মৃতির আলো ঠিকরায় আজও। কালজানিতে জলের ঘূর্ণি পাক খায়। ঠাম্মার ছোট্ট বারান্দায় শিলনোড়ার শব্দ তোলে বৃষ্টির ছাটের মেঘমল্লার। উনুনে খড়ি গুঁজে কড়াইতে তেল ঢাললে ছড়িয়ে যায় ফোড়নের সুবাস। ওপারের ধানের গোলা, ভরা খেত পেছনে পড়ে রয়। আলপথ ডিঙিয়ে কালজানির পাড়ে থিতু হওয়া আমার ঠাম্মা- যার রান্নার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে তার নিজের রূপকথা।

উত্তরের আকাশে মেঘ ঘনায়, উঠোনজুড়ে ঠাম্মার আবাদি, ঠাম্মার দেশ-মুলুক। পায়ের পাতা ডুবিয়ে ঠাম্মা ঝুড়িতে তুলে আনেন উঠোনের কোনার কুমড়োর ডগা, ক'টা কাঁচা লংকা। রুপোলি ঝিলিক তোলা মাছে ঠাম্মা রাঁধেন এক আশ্চর্য ঝোল, যা আসলে এক স্বাদকাহন।

উপকরণ : নুন-হলুদ মাখা নদীর মাছ, সামান্য কালোজিরে, এক চা চামচ আদাবাটা, কাঁচা লংকা, নুন, কুমড়োর কচি ডগা, দু'ফালি করে কাটা বাদামি আলু, একটি বেগুন।

পদ্ধতি : সর্ষের তেলে মাছ ভেজে তুলে রেখে ওই তেলেই কালোজিরে ও কাঁচা লংকা ফোড়ন দিয়ে সব সবজি ও নুন দিয়ে সাঁতলে নিতে হবে। এরপর এক চা চামচ আদাবাটা দিয়ে তাতে দু'কাপ জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। সবজি সেদ্ধ হয়ে এলে ভাজা মাছ ঝোলে দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে ওপর থেকে কাঁচালংকা ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে খেতে হবে।

স্বপ্নের ক্যাম্পাস

পনেরোর পাতার পর

ইনহিবিশনগুলো খসে পড়ে, চোখে ওঠে ব্যষ্টিগতর বদলে সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গির চশমা। অচলায়তনের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে নতুনত্বের স্বাদ নেওয়ার এই তো সময়। ধীরে ধীরে খুলতে থাকে গোটানো ডানা। মাঝেসাঝে কেটে যায়, ছড়েও যায় তবুও ইকারাস ওড়া থামায় না।

জীবনে আর কখনও প্রেম আসুক না আসুক, কলেজ জীবনে প্রেম আসে একেবারে ঝমঝমে বৃষ্টির মতো। ফাঁকিবাজ ছেলে বা মেয়েটার তখন উপস্থিতি বেড়ে যায়, কলেজে পৌঁছেও পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর ক্লাস মিস হয়। গোটা কলেজজুড়েই বাজতে থাকে ভায়োলিন, উড়তে থাকে ম্যাপল গাছের পাতা, ভাসতে থাকে মনকাড়া ফরাসি সুগন্ধি। নতুন নতুন রোমান্টিক গানে তৈরি হতে থাকে রিল, পুরোনো গানও নিজেকে খুঁজে পায় প্লে-লিস্টে। কখনও লুকিয়ে আঙুল ছোঁয়াছুঁয়ি, কখনও প্রকাশ্যে হাত ধরে ক্যান্টিনে মোমোর প্লেট শেয়ার, ক্লাস বাংক করে সিনেমা-রংটং-শপিং মল হপিং সব চলতে থাকে নিয়মে-বেনিয়মে। লাগাম ধরে কিংবা লাগামছাড়া। ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে কান পাতলেই শোনা যায় কত প্রেমপর্বের সূচনাকথা, যারা হয়তো সেই কলেজের মতোই সুপ্রাচীন।

এই ক্যাম্পাস আবার বিবাদ-বিচ্ছেদ-সংঘাত-সংঘর্ষেরও এক উপন্যাসোপম সাক্ষী। অজস্র জটিল চরিত্র, তাক লাগানো প্লট টুইস্ট, গভীর কান্না, তীব্র হতাশা, রক্ত-ঘামও মিশে যায় ক্যাম্পাসের অলিতে-গলিতে। প্রতিটা ইউনিয়ন রুম, কমন রুম, মাঠের আড্ডা, ক্যান্টিনের পিএনপিসি এমনকি অধ্যাপকদের টেবিলেও উঠে আসে সেইসব দ্বন্দ্ব ও অসহযোগিতার ভূত-ভবিষ্যৎ!

প্রতিটি মানুষই জন্মগতভাবেই পলিটিকাল। তবুও এটা বলাই যায়, বারো ক্লাসের ছেলেমেয়েগুলির রাজনৈতিক জ্ঞান থেকে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিকে যাত্রার পথে তার প্রথম হাতেখড়ি হয় কলেজেই। স্লোগান, ধর্না, বয়কট, মিছিল, ঘেরাও শব্দগুলো তার কাছে একেবারে প্র্যাকটিকাল গুরুত্ব নিয়ে ধরা দেয়। ছাত্র সংসদ যদিও তারা স্কুলেই শিখে ফেলে কারণ অধিকাংশ স্কুলেই ছাত্র সংসদ গঠন করা হয় তার পূর্ণ মন্ত্রীসভা সহ। তবে তা খেলাখেলা মন্ত্রীসভা- সব ক্ষমতাহীন পদ! জেনারেল সেক্রেটারি, ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ, কালচারাল সেক্রেটারি, স্পোর্টস সেক্রেটারি ইত্যাদি পদের সঙ্গে প্রথমবার ব্যক্তিগত স্তরে পরিচয় হয়। নির্বাচনের উত্তেজনা বুঝতে পারে। ভোটার হিসেবে নিজের গুরুত্ব বোঝে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যের টেনশন, তর্ক-বিতর্ক (হালকা হাতাহাতিও), নীতি (!) গত পার্থক্য- সব তার সামনে ফুটে উঠতে থাকে। কেউ কেউ আপন করে নেয় এই ব্যাপারগুলোকে, কেউ কেউ এতটাই দূরে সরে যায় যে নিজেকে অ্যাপলিটিকাল বলতে চায়। কিন্তু তার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে যায় কিছু স্লোগান – 'দলে দলে যোগ দিন', 'জবাব চাই জবাব দাও', 'চলছে না চলবে না' ইত্যাদি এবং আমার প্রিয় 'কর্তৃপক্ষের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও!'

কলেজ জীবনই হয়তো প্রকৃত বন্ধু বানানোর শেষ পর্যায়। তারপরে যে সম্পর্ক হয় সেগুলোকে ওই 'অ্যাকুয়েন্টেন্স' বলা যায়। কলেজ জীবনের বন্ধু তো শুধু ধুলোবালি খেলার সঙ্গী না, সে এক ট্রানজিশন পিরিয়ডের সাক্ষী। গ্রুপ স্টাডি, স্পেশাল নোটস জোগাড়, কাউকে চিঠি পাঠানো, দল বেঁধে কাউকে একটু কড়কে দেওয়া, সিনেমা দেখা, টুকটাক ট্রিপ, পরিবারের লোকজন নিয়ে খোলামেলা কথাবার্তা, আরেকটু বড় হয়ে গোয়া যাওয়ার সেই অপূর্ণ প্ল্যান করা থেকে চিন্তাভাবনাকে কেরিয়ারপন্থী করার যে কষ্টকর পর্যায় তার প্রধান সঙ্গী সেই বন্ধু। যে তোমাকে দেখবে টুকটাক ডব্লিউবিসিএস নিয়ে কথা বলতে, যাকে তুমি দেখবে এসএসসি নিয়ে কথা বলতে। অবাক হয়ে লক্ষ করবে তোমাদের হা হা হি হি-র মধ্যে ঢুকে পড়ছে রাইস, মাহিন্দ্রা, দ্রোনাস, বিকাশ দিব্যকীর্তি স্যর, খান স্যর, নীতু সিং ম্যাম, আমাদের শহর শিলিগুড়ির রাজা স্যর, অলোক স্যর। কথা হবে এমআরের স্যালারি নিয়ে, প্রাইভেট জবের কাজের চাপ নিয়ে, নিজস্ব ব্যবসা খোলার আইডিয়া নিয়ে। তোমার বা তার সদ্য প্রকাশিত কবিতা-গল্প, সদ্য ভাইরাল রিল নিয়ে, 'হিডেন জেম' ফুড স্টল ভিজিট করা নিয়েও কথা হবে। মাস্টার্স করবে কি করবে না সেই নিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ মেসেজ চালাচালি হবে। তারপর একদিন কলেজ শেষ হবে নিজস্ব নিয়মে- তিন বছর বা চার বছরে। এর পরেও যে বন্ধুত্ব টিকে যাবে, ধরা যায় সেই বন্ধুত্ব হবে আজীবনের, মরতে দম তক।

কলেজ ক্যাম্পাসে আমাদের জীবনে আসেন এমন কিছু কারিগর যারা একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যান আমাদের মননে। শুষ্ক সিলেবাসের বাইরে গিয়ে তারা আমাদের শিখিয়ে যান জীবনের নানা চোরাগোপ্তা পথে হাঁটার টেকনিক। তারা কখন আমাদের ভয়ের অধ্যাপক থেকে প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠেন বোঝাই যায় না। ডেড পোয়েটস সোসাইটির জন কিটিংয়ের মতো বা মোহাব্বাতের রাজ আরিয়ান মালহোত্রার মতো তারা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে এই পৃথিবীকে দেখতে, নিজেকে দেখতে! 'কার্পে দিয়েম। সিজ দ্য ডে, বয়েজ। মেক ইয়োর লাইফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি।' একজন মিলেনিয়াল 'কুল আঙ্কল' হয়ে বলতে পারি আমাদের জেনারেশনের কলেজ লাইফের প্রতি যে উৎসাহ বা নস্টালজিক আবেগ কাজ করে সেটা অনেকাংশেই জেন জেড-এর সাইকি থেকে উধাও। কারণ ওদের জীবন থেকে 'কলেজেই প্রথমবার' এই ব্যাপারটার অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে। ওরা অনেক বেশি এবং অনেক আগে থেকেই লাইফ-টেক-লাভ-রিয়েলিটি স্যাভি।

কলেজে পড়াকালীন ফেস্টে দল বেঁধে হইচই করার যে উৎসাহ ছিল তাতে হয়তো রাশ লাগবে, কিন্তু ইচ্ছে তো কলেজ ছাড়ার বহু বছর পরেও ষোলো আনাই থাকবে। যে ক্যাম্পাস তোমাকে প্রথম ওড়ার স্বাধীনতা দিয়েছিল, জানার ১০১টা রাস্তা দেখিয়েছিল সেই ক্যাম্পাস শুধু তোমার জীবনে একটা স্থান হয়েই থেকে যাবে না, নিজেই তোমার গল্পের একটা জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠবে। পৃথিবী ব্যান্ডের গানের মতো হয়তো কলেজ ক্যাম্পাসই আমাদের এভাবে ডাক দেবে মাঝে মাঝে--

'বন্ধু, আমি দাঁড়িয়ে আছি / College-এর গেটে / অপেক্ষায় / চিঠি হাতে, কত কথা লেখা তোমায় / একটু হলেও / পড়ো খুলে / ভালোবাসা / যদি নাইবা দিলে / তবু আমি / থাকব অপেক্ষায়।'

বলিউডে কলেজ-জীবন

'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার' সিনেমার একটি দৃশ্য।

'ছিছোড়ে' সিনেমার একটি মুহূর্ত।

বাড়ি ছেড়ে নতুন শহর

পনেরোর পাতার পর

এর মধ্যে সাহিত্যের "টু বি অর নট টু বি" (To be or not to be)-এর সঙ্গে গণিতের 'ইজ' (is) অথবা 'মাস্ট বি' (must be)-এর কথা হতে পারে; তবে স্তর জটিলতার ইঙ্গিত দেয়। শহর যেটি নিজের মধ্যেই এত গতিশীল, সেটি কীভাবে আমাদের একইরকমভাবে তৈরি করতে পারে? তাই শহরকে জটিল করে না দেখাই ভালো। নিজের মধ্যে নতুন করে শহর তৈরি না করাই শ্রেয়, সেটার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা কোনওটিই তো নেই! তবে জীবনের সব টানাপোড়েন বুঝে যখন আমরা মোটামুটি শহুরে হয়ে যাই, যখন আমরা আর 'বাইরের মানুষ' নই, তখনই আমাদের বেরিয়ে যেতে হয়। হয়তো বা কোনও নতুন গন্তব্যে, যেখানে আমরা আবার নতুন, এবং সমানভাবে 'প্রান্তিক'।

কেন্দ্র আর প্রান্ত কখনও একইভাবে পৃথিবীকে দেখতে পারে না। এই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই আলাদা, তাতে কোনও স্তর থাকা কোনও বাহুল্যপূর্ণ শহরের মতো স্বভাবগত নয়। গ্রামের প্রত্যন্ত জায়গা থেকে উঠে আসার পর যে ছেলেটি একটি নতুন ঘর পেয়েছিল, যেখানে তার নিজস্ব সত্তার অনেকটা জড়িয়ে রয়েছে, একদিন সেও উত্তরাধিকার সূত্রে জায়গা করে দেয় এক নতুনকে। এখন সে হয়তো চাকরিসূত্রে বাইরে, কিন্তু কোনওদিন ঘরে ফিরে এসে বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া জানলা বন্ধ করতেই মনে পড়ে, শেষ কখন বাইরে যাওয়ার আবদার করেছিল! শেষ কখন আবার বলেছিল, 'সবাই তো যায়!' ভাড়াবাড়ির বার্ধক্য আসে।

কী হতে চাই

পনেরোর পাতার পর

আমাদের চারপাশের বহু ছেলেমেয়ের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অবদমিত কবি, চিত্রশিল্পী, সুরকার বা থিয়েটারকর্মীর নিজস্ব স্বপ্নিল জগৎ গতানুগতিক পড়াশোনার যান্ত্রিকতায় এক চরম অস্তিত্ব-সংকটের মুখে এসে দাঁড়ায়। শুরু হয় তীব্র মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে মন খুলে নীল আকাশে মেঘের মতো ভেসে বেড়ানো, ম্যাগাজিনে আঁকাআঁকি, নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা বা অভিনয়ের ব্যাকুলতা; অন্যদিকে সিজিপিএ ধরে রাখার টেনশন, ইন্টার্নশিপের ডেডলাইন আর প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে না পড়ার এক তীব্র সামাজিক ও পারিবারিক চাপ। এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে প্রতিদিন কত শত অবদমিত শিল্পীসত্তা ভেসে যায়, তার কোনও হিসাব নেই। ল্যাপটপে অ্যাসাইনমেন্ট টাইপ করার সময় ঘরের কোনায় পড়ে থাকা ধুলোবালি মাখা গিটার বা শুকিয়ে যাওয়া অ্যাক্রিলিক রঙের প্যালেট নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কেরিয়ারের বাজারে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে গিয়ে সৃজনশীল সত্তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার যে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও একাকিত্ব ১৯-২০ বছরের তরুণের মনে তৈরি হয়, তা কোনও মার্কশিটে ধরা পড়ে না। সে যখন নাটকের গ্রুপের রিহার্সালে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছেটাকে চেপে রেখে লাইব্রেরির কোনায় বসে ইকনমিক্সের গ্রাফ মুখস্থ করে, তখন সেই সমঝোতার নামই হয় 'কেরিয়ার ফোকাসড'। অথচ, এই অন্তর্দ্বন্দ্বটাই আজকের অধিকাংশ পড়ুয়ার জীবনের সবচেয়ে বড় এবং অলিখিত সত্য।

অন্যদিকে, এই জীবনের অন্যতম রঙিন এবং আবেগঘন টুকরোটি হল প্রেম। বাড়ি থেকে দূরে, সম্পূর্ণ নতুন এক পরিবেশে যখন একজোড়া চোখ এসে অন্য একজোড়া চোখের সামনে দাঁড়ায়, তখন বুকের ভেতরে বেজে ওঠে যেন অরিজিৎ সিং। যেন দমকা হাওয়ার মতো এসে হৃদয়কুঠুরির কড়া নেড়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। দুরুদুরু বুকে, কিছুটা সংকোচ আর কিছুটা তীব্র আকর্ষণে তারা খুঁজে পায় জীবনের সেই 'বলিউডি' প্রথম প্রেম। ক্যান্টিনের দু'কাপ চা আর ঝালমুড়ি ভাগ করে খাওয়া, লাইব্রেরিতে বই খোঁজার বাহানায় আঙুল ছুঁয়ে যাওয়া, কিংবা বৃষ্টির দিনে এক ছাতার নীচে সহযাত্রী হওয়া বা ইচ্ছে করে ভিজতে চাওয়া... মন বলে ওঠে— 'তোমার প্রিয় ঋতু বর্ষা তাই/ সারা বছর ধরে মেঘ জমাই/ যদিও ইচ্ছেরা সাদাসিধে/ সারাবছর থাক না রেনিডে।' ট্র্যাফিক জ্যাম, সিমেস্টারের চাপ আর ভবিষ্যতের চিন্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মনে হয় এই বুঝি জীবনের একমাত্র সার সত্য। কিন্তু জীবন তো আর সিনেমার সেট নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, করিডরে শুরু হওয়া সেই রঙিন সুতো মাঝপথেই ছিঁড়ে যায়। ইঁদুরদৌড়ের যুগে যখন একজনের প্লেসমেন্ট হয় চেন্নাই, বেঙ্গালুরু বা পুনেতে আর অন্যজন চাকরির খোঁজে শিলিগুড়ি বা কলকাতায়; কিংবা জাত-পাত-ধর্মের চেনা সামাজিক দেওয়ালগুলো এসে মাঝখানের দূরত্বটা বাড়িয়ে দেয়; অথবা ক্রমশ জীবন-জটিলতায় যখন এক মনের সঙ্গে অপর মনের গতি মেলে না, তখন সেই প্রথম প্রেমকে মাঝপথেই ফেলে আসতে হয়। আসির আরমানের গানের ভাষায় ঠিক যেন দূরপাল্লার অধরা গাড়ি। সেই ক্ষত বুকে নিয়ে হাসিমুখে জীবনের এই রুক্ষ পথে একা এগিয়ে যাওয়ার পোশাকি নামকেই আমরা বলি 'ম্যাচিওরিটি'।

তাহলে কি এই জীবন মানে শুধুই এক যান্ত্রিক কারাগার? একদমই নয়। এর সৌন্দর্য এখানেই— তা নিখুঁত নয়, তা ভাঙাগড়ার এক কোলাজ। এই ইঁদুরদৌড়, এই ভুল কোর্সের ফাঁদ, এই প্রেমের উত্থান-পতন আর শিল্পীসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝেই কোনও কোনও বিকেলে একটা ম্যাজিক ঘটে যায়। যখন ক্লাসরুমের শেষ বেঞ্চে বসে কোনও এক তরুণী নিজের অস্তিত্বের সংকট কাটিয়ে উঠতে খাতায় আঁকিবুঁকি কাটে আর তাকে সাহস জোগায় নাছোড়বান্দা এক তরুণ; যখন একটা গ্রুপ প্রোজেক্টের মডেল প্রতিযোগিতা জেতার পর একদল ছেলেমেয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে যৌথ জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে; কিংবা যখন ফেয়ারওয়েলের দিন বসে চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে এক গলা মিলিয়ে গান গাইতে গিয়েও কান্না লুকোবার বৃথা চেষ্টায় সুর ভুল করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে— তখনই মনে হয়, এই জীবন বৃথা নয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন কেরিয়ারের বাজারকে মেনে নিয়েও যারা নিজেদের ভেতরের সেই অবদমিত মানুষটিকে, সেই চির তারুণ্যকে, সেই অবাধ্য শিল্পীটিকে কোনও এক জাদুবলে বা এক অদ্ভুত জেদে বাঁচিয়ে রাখতে পারে— দিনের শেষে জীবনের আসল লড়াইটা তারাই জেতে। তখন তারা পরবর্তী সাদা-কালো হিসেবি জীবনের মোড়ে দাঁড়িয়েও, ফেলে আসা রঙিন সময়কে স্মরণ করে কোনও এক নিঝুম দুপুরে ফিরে যেতে চায় ফের... সেই সহজ সুন্দর নস্টালজিয়া মোড়া দিনগুলোর কাছে।

ইয়ে হাত...

ভোজিনহা

লিওনেল এমপাসি

কুমার অলকেন্দু দাস

হাতের ওপর হাত রাখা সহজ নয়। তেমনি হাত দু'দিকে (বা একদিকেও!) প্রসারিত করাও হাতের মোয়া নয় একেবারেই। বিশেষত সেটা যদি হয় গোলপোস্টের সামনে, মুখোমুখি যখন ধেয়ে আসা স্ট্রাইকার বা উল্কাবেগে উড়ে আসা বল! ফুটবল তো শুধু আক্রমণ, মাঝমাঠ, রক্ষণের গল্প নয়, গোল করাটাই যেখানে পার্থক্য গড়ে দেয়, তাই গোল বাঁচানোটাও বটে! এ-বিশ্বকাপও তার ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য ব্যতিক্রম নয়ই বা কেন! পরপর ঝলসে ওঠা গোলরক্ষকদের তালিকায়, চেনা নামের বদলে অচেনা নামের সংখ্যা যে এবারে অনেক বেশি!

যেমন শুরুতেই কেপ ভের্দের ভোজিনহা। গোটা ম্যাচে স্পেনের সাতাশটা গোলমুখী প্রচেষ্টা, অথচ ভোজিনহা-প্রাচীর ভেদ করতে পারেনি একটিও। শুধু ৪-১-৪-১ লো-ব্লক করে সেন্ট্রাল স্পেস কমিয়ে আনাই তো নয়, ভোজিনহা না থাকলে সেদিন স্পেনের বিরুদ্ধে ওই ড্র তো হয়ই না। প্রাক্তন স্যুইস গোলরক্ষক জুবেরবুলার ব্যাখ্যা করেছেন কেপ ডিফেন্ডারদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভোজিনহার কীপিং- ফেরান তোরেসের শটের সময় কীভাবে কেপ ডিফেন্ডাররা দ্বিতীয় পোস্ট কভার করছেন আর প্রথম পোস্টে ভোজিনহা, পজিশন সামান্য ভুল হওয়ায় ফেরানকে পুরোপুরি দেখতে না পেলেও শট ধরে ফেলছেন ঠিকঠাক; ডানদিক থেকে ফাবিয়ান রুইজ বল নিয়ে উঠে আসার সময় দাঁড়াচ্ছেন প্রথম পোস্টে, সামনে জটলা কম থাকলে উড়ে আসা সেন্টার গ্র্যাব করছেন, সেটাই আবার কর্নারের সময় প্রথম পোস্টের বদলে দাঁড়াচ্ছেন মাঝখানে, জটলার কারণে ভিউ কম থাকায় প্রথম পোস্টে আসা বল গ্র্যাবের বদলে পাঞ্চ করে ক্লিয়ার আর দ্বিতীয় পোস্টে এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে বাইরে। একইভাবে ভূমিকা নিচ্ছেন বল ডিস্ট্রিবিউশনেও। এই ভোজিনহাই আবার নকআউটে এসে আউটিংয়ে ভুল করে ফেলবেন যখন আর্জেন্টিনার লিসান্দ্রো মার্টিনেজের বাড়ানো লংবল বাঁ পায়ে নিয়ে আস্তে করে তাঁর মাথার ওপর দিয়ে লব করে দেবেন মেসি। সেই ভোজিনহাই তারপর বাকি গোটা ম্যাচে অতিমানবিক হয়ে উঠবেন, ডিফেন্স অর্গানাইজেশন বা বডি ফেইন্টে যেমন ছিটকে দেবেন মেসি বা লাউতারোকে তেমনি নামের পাশে জ্বলজ্বল করবে দশ-দশটা সেভ, যার মধ্যে পাঁচটা মেসির! মোটে সাড়ে পাঁচলাখের কাছাকাছি জনসংখ্যা নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের নীল জলরাশির বুকে লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত দেশটির ফুটবল-স্বপ্নের নায়ক ও অধিনায়ক ভোজিনহা, প্রথম বিশ্বকাপ খেলতে এসে স্পেন, উরুগুয়ের মতো দল সমন্বিত গ্রুপে অপরাজিত থেকে নকআউটে আর্জেন্টিনার নাভিশ্বাস তুলে দেওয়া 'নীল হাঙর'দের কাণ্ডারী ভোজিনহা, অর্থের অভাবে নিজের মা-কে আমেরিকায় আনতে না-পারা, 'টেরিজিয়াম'এর মতো বিরল ছানিরোগের দরুণ সূর্যালোকে ঝাপসা হয়ে আসা দৃষ্টিশক্তি আর মরচে ধরা রিফ্লেক্স নিয়ে চল্লিশ বছরের 'বুড়ো' ভোজিনহা, নিজের প্রথম তথা শেষ বিশ্বকাপে, কোন যাদুবলে দিয়ে গেলেন এ সম্মোহন?

ভোজিনহার সঙ্গেই আসবে ডিআর কঙ্গো'র গোলরক্ষক লিওনেল এমপাসির নাম। প্যারিসে জন্ম, পিএসজি-র যুব অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ, তারপর ফ্রান্সের জুনিয়র জাতীয় দল। জীবনের বেশিরভাগটাই কেটে গিয়েছে দ্বিতীয় ডিভিশনের কিছু ক্লাবে। ২০২২ সালে সিদ্ধান্ত নেন নিজের পিতৃভূমি কঙ্গোর জাতীয় দলের হয়ে খেলার। সেখান থেকে রূপকথা। ২০২৩-এ কঙ্গোকে 'আফকন'এর সেমিফাইনালে তোলা, এ-বছর 'আফকন'-এ শেষ ষোলো পেরোতে না পারলেও, ১৯৭৪এর পর এই প্রথমবার বিশ্বকাপে এল কঙ্গো। প্রথম ম্যাচে পর্তুগালের সঙ্গে ১-১ ড্র, দ্বিতীয় ম্যাচে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে মিনিট কুড়ির মধ্যেই অন্তত পাঁচখানা সেভ করলেন, ম্যাচটা কঙ্গো হেরে গেলেও গোটা ম্যাচে মুনোজের হেড বা লুইস দিয়াজের ক্লোজ শট প্রতিহত করা মিলিয়ে মোট আটটা সেভ। নকআউটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক গোলে এগিয়ে থেকে যখন গোটা বিশ্বকে ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে কঙ্গো তখন পরপর জুড বেলিংহ্যামের হেড বা বক্সের ধার থেকে মারা জোর শট দারুণ রিফ্লেক্সে আটকে দিচ্ছেন এমপাসি, বেরিয়ে এসে হেডারের সঙ্গে ডুয়েল জিতছেন লাফিয়ে পাঞ্চ করে, হ্যারি কেনের একের পর এক বিপজ্জনক ক্রস আর গোলমুখী শট আটকে দিচ্ছেন অবিশ্বাস্যভাবে। আসলে অনুমানক্ষমতা, আউটিং ইত্যাদির চাইতেও, এমপাসি একজন বিশ্বমানের শটস্টপার, সেটার ওপর ভর করেই নিজের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে গেলেন এমপাসি। একটা হ্যারি কেন নামক জিনিয়াসের জন্য অবশ্য শেষরক্ষাটা হল না। ম্যাচ শেষে ক্লান্ত এমপাসির মুখে দেখা গেল সামান্য একচিলতে হাসি, নিজের অতিমানবিক পারফরম্যান্সের ব্যাখ্যা হিসেবে অনুবাদকের মাধ্যমে বললেন স্রেফ একটা বাক্য, 'শরীরটা ছেড়ে দিয়েছিলাম বিজ্ঞানের হাতে!'

প্যারাগুয়ের অরল্যান্ডো গিল এই বিশ্বকাপের অন্যতম গোলরক্ষকদের তালিকায় উঠে এসেছেন এক নম্বরে। ফিফার পরিসংখ্যান বলছে এই বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত গিল সেভ করেছেন সর্বমোট আঠাশটি, প্যারাগুয়ে বিদায় নিলেও যে-রেকর্ড এই বিশ্বকাপে ভাঙা কঠিন, কারণ এখনও টিকে থাকা দেশগুলির মধ্যে গিলের কাছাকাছি রয়েছেন একমাত্র স্যুইৎজারল্যান্ডের গ্রেগর কোবেল (কলম্বিয়াকে অতিরিক্ত সময় অবধি আটকে রেখে শেষে টাইব্রেকারে দুরন্ত জয় এনে দিয়েছেন যিনি, কোয়ার্টার ফাইনালের আগে পর্যন্ত ১৬টি সেভ করে!)। গ্রুপপর্বের শেষ দুই ম্যাচ ক্লিনশিট, শেষ বত্রিশে উঠে জার্মানিকে টাইব্রেকারে রুখে দিয়েছেন গিল, কাই হাভের্তজ ও নিক উওল্টেমেডের দু'টো স্পটকিক বাঁচিয়ে; শেষ ষোলোতেও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এমবাপের একটি পেনাল্টি ব্যতীত আর একটিবারের জন্যেও বল গলতে দেননি। জার্মানি ও ফ্রান্স দু'ম্যাচেই হয়েছেন সেরা। বছর চারেক আগেই সদ্যোজাত সন্তান 'প্রি-ম্যাচিওর্ড' হয়ে জন্ম নেওয়ায় চিকিৎসার খরচ জোগানোর জন্য অর্থাভাবে যখন একে একে নিজের অনূর্ধ্ব-বিশ জাতীয়দলের জার্সি, বুট, গ্লাভস বেচে দিচ্ছেন গিল, ২০২৪ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার লোরেঞ্জো ক্লাবের বেঞ্চেই যখন কাটছে দিন, সেখান থেকে ২০২৫ থেকে চাকা ঘুরতে শুরু করা, এবছর জাতীয় দলে ডাক পাওয়া, সেখান থেকে বিশ্বকাপ- স্বপ্নের রাস্তায় এতদূর আসার কথা কি গিল তখনও ভেবেছিলেন?

অরল্যান্ডো গিল

শুধু কি ভোজিনহা-এমপাসি-গিল? গিলের আঠাশ সেভের মতোই জ্বলজ্বল করছে আর-একটা পরিসংখ্যান-এক ম্যাচে (ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে) ১৫টি সেভ, যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, যে-রেকর্ডের মালিক দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগরের বুকে মাত্র ৪৪৪ বর্গকিমি জায়গা নিয়ে থাকা ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কুরাসাও-এর গোলরক্ষক এলয় রুম। ইংল্যান্ড ম্যাচে ক্লিনশিট রেখে নজর কেড়েছেন ঘানার গোলরক্ষক বেঞ্জামিন আসারে। আবার স্যুইস গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেলের ঠিক পরেই রয়েছেন ইরানের আলিরেজা- শৈশবে মেষপালকের জীবন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাস্তা বা গাড়ি ধোয়ার মতো কাজ করে আসা জীবন, সেখান থেকে আজ বিশ্বকাপের মতো মঞ্চ। আমেরিকায় দলের থাকার অনুমতি না মেলায় বারংবার এপ্রান্ত-ওপ্রান্তের ভ্রমণের ধকল সয়েও গ্রুপপর্বে অপরাজিত ইরানের মূল চালিকাশক্তি।

রয়েছেন নরওয়ের ওরজান নাইল্যান্ড- ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয়ের ক্ষেত্রে হাল্যান্ডের পাশাপাশি যার ভূমিকা কোনও অংশে কম নয়। রয়েছেন মরক্কোর ইয়াসিন বোনো, পর্তুগিজ দিয়োগো কোস্টা, মিশরের শোবেইর। নামী নামেদের চাইতে অনামী নামের সংখ্যাধিক্যেই পরিপূর্ণ এ বিশ্বকাপ, দেখে চলেছে একের পর এক দস্তানার যাদু! যদিও স্পেনের উনাই সিমোন কিংবা ইংল্যান্ডের জর্ডন পিকফোর্ডের মতো নামী গোলরক্ষকও নজর কেড়ে চলেছেন নিয়মিত।

বিশ্বকাপ ঢলে পড়ছে তার শেষাঙ্কের দিকে, শেষবেলায় কি বারপোস্টের সামনে ডানা মেলা বাকি রয়েছে এখনও কারোর? আগের আসরের মতো ফের জ্বলে উঠবেন দিবু মার্টিনেজ, বা অন্য কোনো নাম? সেটা অবশ্য কেবল সময়ই জানে!

বড় বড় টিমে অ্যায়সি ছোটি ছোটি বাতে..

অর্পণ গুপ্ত

বিশ্বকাপ রিগড। মেসির হাতে কাপ তুলে দিতে বদ্ধপরিকর ফিফা। আর্জেন্টিনাকে দেয়া হচ্ছে বিশেষ সুবিধা। এমনই হাজার অভিযোগে জর্জরিত এবারের বিশ্বকাপ। অথচ, কেবল তো আর্জেন্টিনা নয়, বরং ক্রোয়েশিয়া-পর্তুগাল ম্যাচে পর্তুগাল, সেনেগাল-বেলজিয়াম ম্যাচে বেলজিয়ামসহ অনেক দলই সুবিধা পেয়েছে বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে। দুটি দলের খেলায়, গুরুত্বপূর্ণ খেলায় বরাবর কেন ফিফটি-ফিফটি ডিসিশানের ক্ষেত্রে প্রেফারেন্স পায় তথাকথিত 'বড়' দল? এর উত্তর খুঁজতে গেলে কিছু উদাহরণের দিকে আমাদের তাকানো প্রয়োজন।

২০০৬ সালে ইতালি-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এই শতকের প্রথম দশকে হওয়া বিশ্বকাপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটে। ইতালির সাইডব্যাক ফ্যাবিও গ্রোসো ইনজুরি টাইমে অস্ট্রেলিয়ার বক্সে ঢুকে পড়েন। অস্ট্রেলিয় ডিফেন্ডার লুকাস নেইল ট্যাকল করলে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ফ্রান্সিস্কো তোত্তির পেনাল্টি গোলে ইতালি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে। অথচ সারা ম্যাচ ইতালিকে আটকে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়দের চমৎকার ফুটবল, এমনকি ইতালির মিডফিল্ডার মার্কো মাতেরাজ্জি লালকার্ড দেখায় তারা ১০ জন হয়ে যেতে ম্যাচ ঢলতে থাকে অস্ট্রেলিয়ার দিকেই। ওই একটা পেনাল্টি স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয় অস্ট্রেলিয়ার। এ নিয়ে আজও ক্ষুব্ধ অস্ট্রেলিয়ানরা। যে ট্যাকলে পেনাল্টি পেয়েছিল ইতালি তা কি সত্যিই পেনাল্টি ছিল? এর উত্তরও নিশ্চিতভাবে বহুমাত্রিক। রেফারিং-এর ক্ষেত্রে ক্রিকেটের মতো ডিসিশান রিভিউ সিস্টেম-এর মতো 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' হয় না। এক্ষেত্রে জড়িয়ে থাকে ইন্টেনশনাল-আনইন্টেনশনালের মতো শব্দবন্ধ যা দাঁড়িয়ে থাকে হিউম্যান ইন্টারপ্রিটেশনের ওপর অর্থাৎ শেষত একজন মানুষ সিদ্ধান্ত নেন একজন খেলোয়াড়ের মুভমেন্ট, যা আইনগতভাবে ভুল, তা ইন্টেনশনাল কিনা, যদি না হয় সেক্ষেত্রে তিনি ফাউল না-ই দিতে পারেন। ভি এ আর আসার পরেও ফুটবলে রেফারিং-এর এই গোড়ার জায়গাটি বদলায়নি এবং এখানেই আসে আসল মজা। ২০০৬ সালের ইতালি দলটির দিকে তাকালে দেখবে আন্দ্রে পির্লো-ফ্রান্সিসকো তোত্তি-ফ্যাবিও ক্যানাভারো-জিয়ানলুইজি বুঁফোর মতো একঝাঁক তারকা দিয়ে তৈরি সে দল। ব্রাজিল-ফ্রান্স-জার্মানি ও ইতালি এই চারদলই ছিল সে বিশ্বকাপের সবচেয়ে প্রভাবশালী দল। রাউন্ড অফ সিক্সটিনে ইতালি ছিটকে গেলে ফিফার বাণিজ্যিক মডেলটিতে নিঃসন্দেহে প্রভাব পড়ত। এখন প্রশ্ন হল তাহলে কি সবক্ষেত্রেই বাজারমূল্যে এগিয়ে থাকা দল বা খেলোয়াড়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়? অনেকে এই বিশ্বকাপেরই উদাহরণ টেনে বলতে পারেন জিনেদিন জিদানের ঢুঁসোর কথা। ফাইনালে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বিপননযোগ্য খেলোয়াড় জিদানকে লালকার্ড দেখাতে কার্পণ্য করেননি রেফারি। এখানে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা আশু প্রয়োজন, তা হল, জিদান যে ঘটনাটি ঘটান তা হিউম্যান ইন্টারপ্রিটেশনের ওপর ডিপেন্ডেন্ট কোনও ফাউল না। তা সরাসরি অন্যায়-অফেন্স। এক্ষেত্রে লালকার্ড না দেখালে তা আইনগতভাবে ভুল এবং রেফারি এর জন্য শাস্তি পেতে পারেন। তাই এই ঘটনাটিকে প্রভাবশালীদের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ধরা চলে না। এই শতকের ক্লাবফুটবলে এই ধরণের উদাহরণের ক্ষেত্রে সবার আগে উঠে আসে রিয়াল মাদ্রিদের নাম। গত দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শেষ অবধি মানে মোটামুটি ২০১৪ থেকে ২০১৯-২০ সাল পর্যন্ত সময়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। নির্দ্বিধায় তাঁদের পারফরম্যান্স অন্য যেকোনও দলের চেয়ে অনেক বেশি সুসংহত ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কিন্তু তারপরেও প্রায় প্রতিটি ক্লাবই তাঁদের চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলিতে রেফারির পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন। সবচেয়ে ভয়াবহ অভিযোগটি আসে ২০১৬ সালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে সের্জিও র‍্যামোসের গোলের ক্ষেত্রে। প্রতিপক্ষের দাবি ছিল র‍্যামোস অফসাইড, কিন্তু তখনও ভিডিও অ্যাসিস্টেন্ট রেফারির প্রচলন শুরু না হওয়ায় রেফারি বেনেফিট অফ ডাউটে গোল দিয়ে দেন। যদিও খালি চোখে দেখে এই সিদ্ধান্ত ৫০-৫০ ডিসিশান বলে মনে হওয়ায় কোনও ভুল নেই।

২০১৮ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের দিকে তাকালে দেখা যায় আরও এক অভিযোগ। লিভারপুলের তারকা মহম্মদ সালাহ-কে সের্জিও র‍্যামোস কাঁধের অংশ দিয়ে পেঁচিয়ে, নিজের হাত জড়িয়ে মাটিতে ফেলে দেন। শোল্ডার ডিসলোকেশানের কারণে সঙ্গে সঙ্গে মাঠ থেকে উঠে যেতে হয় সালাহকে অথচ লালকার্ড না দেখিয়ে র‍্যামোসকে মাঠে রেখে দেন রেফারি। এ নিয়ে সরব হন লিভারপুল কোচ যুর্গেন ক্লপও। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই একই তত্ত্ব- যে দল বানিজ্যিকভাবে উঁচু স্থান দখল করে, যে দল বাজারের চাহিদার জোগানে অগ্রণী, রেফারির সিদ্ধান্ত সিংহভাগ ক্ষেত্রেই এমন ৫০-৫০ চান্সের ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে চলে যায়। তথ্যের দিকে তাকালে দেখব রিয়াল মাদ্রিদের অফিশিয়াল সাইটের তথ্য অনুযায়ী তাঁদের সমর্থক সংখ্যা ইউরোপ ও বাকি দুনিয়া মিলে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ান যা যেকোনও ক্লাবের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে, ২০২৪/২৫ সালের তথ্য অনুযায়ী রিয়াল মাদ্রিদ ইউরোপের হায়েস্ট রেভেন্যু জেনারেট করানো ক্লাব যাঁদের আয় প্রায় ১ বিলিয়ানেরও বেশি। একই জিনিস দেখা গিয়েছিল ২০০৯-২০১২ সালের বার্সেলোনার ক্ষেত্রে। লিওনেল মেসির উত্থান-পেপ গুয়ার্দিওলার টিকিটাকা মডেল যখন বিশ্বের শোরগোল ফেলে দিচ্ছে সে সময়ে বার্সেলোনার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। ঠিক সে সময়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একাধিক সিদ্ধান্ত যা অনায়াসে বিপক্ষে যেতে পারত তা যেতে থাকে বার্সেলোনার পক্ষে। গত শতাব্দীর দিকে তাকালে এই উদাহরণ ভুরিভুরি দেয়া যায়। ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপের দিকেই তাকানো যাক। সেমিফাইনালে ব্রাজিল চিলির বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে জেতে। সেই ম্যাচে গ্যারিঞ্চা দুটি গোল করেছিলেন। কিন্তু ম্যাচের শেষদিকে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়কে তিনি মেজাজ হারিয়ে লাথি মারেন এবং মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হন। সে সময় বর্তমান ফুটবল নিয়মের মতো কার্ড ব্যবস্থা (হলুদ বা লাল কার্ড) ছিল না, তবে মাঠ থেকে বের করে দেওয়ার পর ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি শাস্তির সিদ্ধান্ত নিত। সাধারণত মাঠ থেকে বের করে দিলে পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ হতে হত। কিন্তু ব্রাজিলের ফুটবল ফেডারেশন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে। তৎকালীন রাজনৈতিক চাপ ও চিলির রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুরোধে ফিফা গ্যারিঞ্চাকে ফাইনাল খেলার অনুমতি দেয়। ফাইনালে ব্রাজিল চেকোস্লোভাকিয়াকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতে।

১৯৬২ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে চিলির বিপক্ষে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হলেও ফাইনাল খেলেন গ্যারিঞ্চা।

আলজিরিয়ার বিপক্ষে মেসির সেই ফাউল, যার পরেও তাঁকে কার্ড দেখাননি রেফারি।

এখন প্রশ্ন হল, এই কাজটি সে সময়ের জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা গ্যারিঞ্চার বদলে যদি অন্য কোনও দেশের কোনও অখ্যাত খেলোয়াড় করত তাহলেও কি এই সিদ্ধান্ত পালটে যাওয়ার ঘটনা ঘটত? উত্তর এক কথায় বললে- 'না'; ঠিক যেমন ১৯৮৬ সালের মারাদোনার কুখ্যাত 'হ্যান্ড অফ গড'। মারাদোনা বিরাশিতে রেকর্ড ট্রান্সফার ফি-র বিনিময়ে বার্সেলোনার আসেন। আর চুরাশিতে সেই সংখ্যাকেও টপকে বিশ্বরেকর্ড করা ফি-দিয়ে আসেন নাপোলিতে। ছিয়াশির মেক্সিকোতে মারাদোনা এসেছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে। হ্যান্ড অফ গড-এর ক্ষেত্রে মারাদোনা ব্যতীত অন্য কোনও খেলোয়াড় থাকলে নিশ্চিতভাবেই রেফারি গোল দেয়ার ক্ষেত্রে আরেকটু সময় নিতেন, আরেকবার লাইন্সম্যানের সঙ্গে আলোচনা করতেন- কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয় না। বিরাশিতে বিশ্বব্যাপী টেলিভিশ এসে যাওয়ার পর মারাদোনা হয়ে ওঠেন লাতিন আমেরিকার পোস্টারবয়। তাই মারাদোনাকে বিশ্বকাপে নায়ক কিংবা খলনায়ক যেকোনও ভূমিকাতেই পাগলের মতো দেখতে চেয়েছে দর্শক- এই বাজার চাহিদাই অবচেতনে প্রভাব ফেলেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মারাদোনার সেই হ্যান্ড অফ গড

এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। অত্যন্ত কড়া রেফারি আমরা দেখেছি। অ্যান্টনি টেলর কিংবা মাতেও লাহোজের মতো রেফারিরা এই বাজার ও বানিজ্যিক চাপের বিরুদ্ধে গিয়ে সিদ্ধান্ত দেন। নব্বই-এর জার্মানি- লোথার ম্যাথাউজ-রুডি ভয়লারের জার্মানি। বিশ্বকাপ ফাইনালে পেনাল্টি বিতর্কের কথাই ধরা যাক। আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার রবার্তো সেনসিনির ট্যাকলে বক্সে পড়ে যান রুডি ভয়লার। অথচ, টিভি রিপ্লেতে দেখা গেছে অতি সামান্য কনট্যাক্ট হয়েছে ভয়লারের সঙ্গে। একই অপরাধে বহুক্ষেত্রেই পেনাল্টি দেয়া হয়নি। কিন্তু রেফারি দিলেন। সে সময়ে ইতালিতে মারাদোনার ভয়ঙ্কর জনপ্রিয়তা স্বত্বেও সিদ্ধান্ত গেল মারাদোনার বিপক্ষে।

এত দূর না গিয়ে আমাদের কলকাতা ময়দানের দিকে তাকালেও দেখব ঘরোয়া লিগে বড় দলের বিপক্ষে খেলা থাকলে বড়দলের প্রভাব রেফারিকে বহুক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। কলকাতা লিগে ছোটদলগুলির বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে বড় দলের পেনাল্টি পাওয়া নিয়ে একাধিকবার বিতর্ক হয়েছে।

অর্থাৎ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে প্রভাবশালী দল বা খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে চিরকাল প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হতে পারেনি। হ্যাঁ, একাধিক ব্যতিক্রম আছে- কিন্তু প্রবণতা ধরা হলে প্রভাবশালী বা বলা ভাল বাজারমূল্যে উঁচু দরে থাকা দল বা খেলোয়াড়েরা ইন্টারপ্রিটেড ডিসিশানের ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়ে এসেছেন চিরকাল। আর্জেন্টিনা কাতার বিশ্বকাপ থেকেই জনপ্রিয়তার নিরিখে অনেক দলকে ছাপিয়ে গেছে। কাতারে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের ঢল নেমেছিল। আমেরিকাতেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। সঙ্গে আছেন লিওনেল মেসি। বিশ্বে তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় স্পোর্টসপার্সন এই মূহুর্তে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর-সঙ্গে তাঁর বিশ্বব্যাপী কলোসাস ইমেজ, তাঁর অবিশ্বাস্য প্রভাব- তাই গত একশো বছরের ট্রেন্ড মেনেই আর্জেন্টিনা বহুক্ষেত্রে এই ধরণের ৫০-৫০ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রেফারির সুবিধা পাচ্ছে।

২০০৬ বিশ্বকাপের সেই বিতর্কিত ফাউল, যার কারণে পেনাল্টি পায় ইতালি।

কিন্তু তাতে কি সম্পূর্ণ টুর্নামেন্টকেই আজকের ভাষায় 'রিগড' বলা চলে? না। কারণ, এই যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে তাতে অনেকক্ষেত্রেই একটি ফ্যাক্টর কাজ করছে তা হল - 'সাবকনসাস বায়াস', লিওনেল মেসির নামের ওজন যা একেবারেই কোথাও গিয়ে আর্জেন্টিনাকে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে না নৈতিকভাবে, তা দিচ্ছে। রেফারিরা চেষ্টা করছেন মেসি-কে 'প্রটেক্ট' করতে। তাঁদের ইন্টারপ্রিটেশন তাই আর্জেন্টিনার পক্ষে যাচ্ছে। স্বেচ্ছায় নয়, খানিক অবচেতনে। এর পিছনে মেসির ফুটবল যেমন আছে তেমনই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা এবং বাজারমূল্যটিও সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। ঠিক যে প্রভাবের সুবিধা পেয়েছিলেন মারাদোনা-গ্যারিঞ্চা।

ঠিক এই কারণেই রিয়াল মাদ্রিদের পরপর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতায় রেফারির পক্ষপাতের অভিযোগ থাকলেও তা রিয়াল মাদ্রিদের এই জয়গুলির ক্রেডেবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। রিয়াল মাদ্রিদের ওই দল ওই দশকের শ্রেষ্ঠ দল প্রশ্নাতীতভাবেই। একইভাবে ছিয়াশির মারাদোনা কিংবা বাহান্ন-র গ্যারিঞ্চাও কেবল রেফারির দাক্ষিণ্যে জিতেছেন একথা বলা আসলে বালখিল্যতা- একথা একেবারেই সত্যি যে রেফারি বা প্রতিষ্ঠানের উচিত মাঠে নামা কোনও প্রাক-ধারণা ছাড়া, মাঠের ভেতর প্রত্যেকে সমান-এই ধারণাই হওয়া উচিত উপজীব্য- কিন্তু ঔচিত্য আর বাস্তবের তফাত থাকে। একথা কষ্টদায়ক হলেও সত্যি। ফুটবলে রেফারিং-এর ইন্টারপ্রিটেশন চিরকাল প্রভাবিত হয়েছে খেলোয়াড় বা দলের গ্র্যাভিটির দ্বারা। কেবল আর্জেন্টিনা বলে নয়, এই বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বকাপ সহ বিশ্বফুটবলের একটা শতাব্দীর ইতিহাস যা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

> অবশ্যই আমি গোল করতে চাই, কিন্তু মাঠে নেমে শুধু গোল করার কথাই ভাবি না। আমি দলকে সাহায্য করার কথা ভাবি। আমি জানি আমার দৌড় প্রতিপক্ষের অনেক খেলোয়াড়কে টেনে আনে, যার ফলে আমার সতীর্থরা ফাঁকা জায়গা পেয়ে যায়।
>
> -লামিনে ইয়ামাল

বুলফাইট থেকে ট্যাকটিক্যাল মাস্টারক্লাস

স্পেনের বিশ্বকাপ স্বপ্নের কারিগর
ডে লা ফুয়েন্তে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১১ জুলাই : স্প্যানিশ কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের কাছে ফুটবল যেন অনেকটা বুলফাইটিংয়ের মতো। তিনি নিজেকে 'তাউরিনো' বা বুলফাইটিং-পাগল বলতে ভালোবাসেন। প্রতি বছর মাদ্রিদের প্লাজা দে তোরোস দে লাস ভেন্টাসে এই মারণ-খেলার বার্ষিক আসরে তাঁর উপস্থিতি প্রায় বাধ্যতামূলক। ২০২3 সালে স্পেনের দায়িত্ব নেওয়ার সময় তাঁর মনে হয়েছিল, 'এ তো বিশাল এক ষাঁড়'। আজ তিন বছর পর, ইউরো কাপের মুকুট মাথায় নিয়ে এবং ২০১০ সালের পর প্রথমবার স্পেনকে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তুলে তিনি প্রমাণ করেছেন, যে কোনও ষাঁড়কে শিং ধরে কাবু করতে তিনি সিদ্ধহস্ত।

আগামী ১৪ জুলাই ডালাসে সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নামার আগে ডে লা ফুয়েন্তের দলের প্রতিটি জয়ই যেন রক্তপাতহীন বুলফাইটিং। স্প্যাংলি সুট পরা ম্যাটাডোররা যেমন আগ্রাসী ফুটওয়ার্কে ষাঁড়কে ক্লান্ত করে, স্পেনও ঠিক সেভাবেই ছোট ছোট পাসের বুনন আর হাইপ্রেসিং দিয়ে প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

২০১০ সালের স্পেন যদি একটি নির্দিষ্ট দর্শনের প্রতীক হয়, তবে ডে লা ফুয়েন্তের দল ট্যাকটিক্যাল নমনীয়তার চূড়ান্ত উদাহরণ। তিনি এমন একজন দার্শনিক যিনি নিজের ধারণার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে ভয় পান না। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ২-১ গোলের জয়ে তাঁর এই মুনশিয়ানা ছিল স্পষ্ট। পেড্রিকে বসিয়ে ফাবিয়ান রুইজকে খেলানোর সিদ্ধান্ত ছিল মূলত মাঝমাঠে পেশিশক্তি বাড়ানোর জন্য। রুইজের পজিশনাল মুভমেন্ট বেলজিয়ান মিডফিল্ডারদের ব্যতিব্যস্ত করে এবং তিনিই প্রথম গোলটি করেন। আবার বেলজিয়াম সমতা ফেরানোর পর স্পেন যখন মাঝমাঠের দখল হারাচ্ছিল, তখন ঠিক সময়ে পেড্রিকে নামিয়ে চেনা তিকিতাকার ছন্দে দলকে ফিরিয়ে আনেন তিনি। ড্যানি ওলমোর ভাষায়, '১১ জন আক্রমণ করে, ১১ জনই রক্ষণ সামলায়।'

২০১৩ সাল থেকে স্প্যানিশ ফেডারেশনের বয়সভিত্তিক দলে কাজ করার সুবাদে দলের প্রায় সব খেলোয়াড়ের সঙ্গেই তাঁর নাড়ির টান। রড্রি, উনাই সিমোন, মিকেল মেরিনো, পেড্রি, ড্যানি ওলমোদের তিনি নিজের হাতে তৈরি হতে দেখেছেন। তিনি কোনও স্বৈরাচারী কোচ নন, বরং একজন স্নেহশীল পিতৃসুলভ চরিত্র। খেলোয়াড়দের ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেজেন্টেশন দেখিয়ে ক্লান্ত করার চেয়ে, তিনি তাঁদের দাবা, স্প্যানিশ তাস বা গলফ খেলতে উৎসাহিত করেন। সাফল্যের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ভালো মানুষ হওয়ার ওপর জোর দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন, 'যে খেলোয়াড় নিজেকে দলের ঊর্ধ্বে মনে করে, সে দলের সম্প্রীতি নষ্ট করে।'

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মহারণের আগে স্পেন টানা ৩৬ ম্যাচ অপরাজিত, যা ইতালির বিশ্বরেকর্ডের (৩৭ ম্যাচ) ঠিক এক ধাপ পিছনে। এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের মাঝেও মাটিতে পা রেখে চলছেন তিনি। তিনি জানেন, লামিনে ইয়ামালের মতো তরুণদের প্রতিভার সঙ্গে দলগত আত্মত্যাগই এই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি। তাঁর কথায়, 'প্রতিটি ম্যাচই নতুন চ্যালেঞ্জ। আমাদের দলে দারুণ ফুটবলারের পাশাপাশি চমৎকার সব মানুষ আছে। রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে তাকালে আমি খুব নিশ্চিত বোধ করি।' ডালাসে এমবাপেদের বিরুদ্ধে স্পেনের এই ট্যাকটিক্যাল ম্যাটাডোরের কৌশল কী হয়, গোটা ফুটবল বিশ্ব এখন সেদিকেই তাকিয়ে।

> প্রতিটি ম্যাচই নতুন চ্যালেঞ্জ। আমাদের দলে দারুণ ফুটবলারের পাশাপাশি চমৎকার সব মানুষ আছে। রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে তাকালে আমি খুব নিশ্চিত বোধ করি। -লুইস ডে লা ফুয়েন্তে, স্পেনের কোচ

১৬ বছর পর স্পেনকে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তুললেন লুইস ডে লা ফুয়েন্তে।

গোল না পেলেও ফ্রান্স-ম্যাচের আগে
আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে
ইয়ামাল

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১১ জুলাই : ম্যাচের তখন ৮০ মিনিট। বেলজিয়ামের বক্সের ঠিক বাইরে রড্রির পা থেকে বল গেল লামিনে ইয়ামালের কাছে। চারপাশ থেকে ধেয়ে এলেন তিন বেলজিয়ান ফুটবলার। হঠাৎ কাঁধের এক মায়াবী দুলুনি, আর তাতেই যেন আধ্যাত্মিক গুরুর মন্ত্রমুগ্ধ ভক্তদের মতো সম্মোহিত হয়ে গেলেন বিপক্ষের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা। ইয়ামাল উলটোদিকে ঘুরে গিয়ে এক জাদুকরি ব্যাক-হিল বাড়ালেন পেড্রো পোরোকে। পাসটা থেকে গোল হয়তো হয়নি, কিন্তু ওই একটা মুহূর্তই বুঝিয়ে দিল এই স্প্যানিশ তরুণের ফুটবলশৈলী কতটা ভয়ংকর ও মোহময়। ম্যাচের মাত্র দুই মিনিটের মাথায় বেলজিয়ান প্রেসিং ভেঙে তিনি যেভাবে আক্রমণে উঠেছিলেন, তাতে ভয় পেয়ে তাঁকে ফাউল করতে বাধ্য হন লেফট ব্যাক ম্যাক্সিম ডি কুইপার। জেরেমি ডোকুর মতো দক্ষ ট্রিকস্টারকেও তিনি ব্যাক হিল নাটমেগে বোকা বানিয়েছেন, যা দেখে বিপক্ষ শিবিরের কেভিন ডি ব্রুয়েনও মুগ্ধ হয়েছেন। টাচলাইনে তাঁর সেই মসৃণ, বাধাহীন টার্নগুলো যেন সালসা নাচের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চলতি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত তাঁর নামের পাশে মাত্র একটি গোল, নেই কোনও অ্যাসিস্ট। লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপে, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড বা হ্যারি কেনের মতো তারকারা যখন গোলের বন্যায় ভাসছেন, তখন ইয়ামালের এই পরিসংখ্যান নিশ্চিত খুব একটা নজর কাড়ছে না। কিন্তু ফুটবলের সৌন্দর্য তো শুধু গোলের অঙ্কে মাপা যায় না! বেলজিয়ামের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয়ে তিনি গোল পাননি ঠিকই, কিন্তু মাঠের সবচেয়ে নজরকাড়া খেলোয়াড় ছিলেন তিনিই। গ্যালারিতে স্প্যানিশ সমর্থকদের মন্ত্রোচ্চারণের মতো গর্জন যেন প্রমাণ করে, তিনি একাই বিপক্ষ শিবিরে কতটা ত্রাস সৃষ্টি করতে পারেন। ফাবিয়ান রুইজের প্রথম গোলটির নেপথ্যেও ছিল তাঁর অনবদ্য অবদান। কোচ লুইস ডে লা ফুয়েন্তের মতে, এটি হল 'ইয়ামাল ২.০', আর তাঁর এই ফুটবল-কৌশল আস্ত একটা পাটিগণিতের মতো। ইয়ামাল যখন প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়কে নিজের দিকে টেনে নেন, তখন মাঠের অন্যান্য জায়গাগুলো অরক্ষিত হয়ে পড়ে। চোট সারিয়ে ফেরা এই তরুণ তুর্কির শটে হয়তো আগের সেই বিধ্বংসী জোর কিছুটা অনুপস্থিত, তবে তাঁর ড্রিবলিংয়ের ক্ষিপ্রতা আর প্রতিপক্ষকে বোকা বানানোর শৈলী আগের মতোই নিখুঁত।

সালসার ছন্দে বেলজিয়ানদের সম্মোহন

আগামী ১৪ জুলাই ডালাসে সেমিফাইনালের মহারণে স্পেনের সামনে এবার শক্তিশালী ফ্রান্স। এমবাপে, ওসমানে ডেম্বেলে ও মাইকেল ওলিসের মতো তারকাখচিত ফরাসি আক্রমণভাগের বিরুদ্ধে স্পেনের লড়াইটা এক রাজকীয় রূপ নিতে চলেছে। চলতি আসরে একের পর এক প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালে এসেছে ফ্রান্স। অন্যদিকে, স্পেন টানা পাঁচটি ক্লিন শিট রাখার পর বেলজিয়ামের বিপক্ষে মাত্র একটি গোল হজম করেছে। তবে ফরাসিদের এই আধিপত্য নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' ইয়ামাল। তীব্র আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, যদি ফ্রান্সের কাউকে ভয় পাওয়ার থাকে, তবে সেটা স্পেনেরই পাওয়া উচিত। তিনি আরও মনে করিয়ে দেন যে স্প্যানিশ দলই ফরাসিদের আগেরবার টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়েছিল। ইউরো ২০২৪-এর সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে ২-১ গোলে এবং ২০২৫ সালের উয়েফা নেশনস লিগ ফাইনালে ৫-৪ গোলের রুদ্ধশ্বাস ব্যবধানে হারিয়েছিল স্পেন। সেই পরিসংখ্যান টেনেই ইয়ামালের স্পষ্ট বার্তা, 'হয় তারা টানা তিনবার বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠবে, নয়তো আমরা ওদের তিনবার হারাব। তবে আমরা মোটেই ঘাবড়াচ্ছি না'।

গোলের খরা নিয়ে সমালোচনাকে হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছেন এই বার্সেলোনা তারকা। তাঁর কথায়, 'অবশ্যই আমি গোল করতে চাই, কিন্তু মাঠে নেমে শুধু গোল করার কথাই ভাবি না। আমি দলকে সাহায্য করার কথা ভাবি। আমি জানি আমার দৌড় প্রতিপক্ষের অনেক খেলোয়াড়কে টেনে আনে, যার ফলে আমার সতীর্থরা ফাঁকা জায়গা পেয়ে যায়।' বিশ্বকাপের মতো আসরে ট্রফি জেতাটাই যে আসল লক্ষ্য, তা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন, স্পেন বিশ্বকাপ জিতলে তাঁর গোলের সংখ্যা কেউ মনে রাখবে না। গোলের হিসাব নিয়ে চলা এই মাতামাতিকে একপ্রকার কটাক্ষ করেই ১৮ বছর বয়সি এই জাদুকরের মন্তব্য, 'গোলের এই ব্যাপারটা সবার মাথায় ঢুকে গেছে। কিন্তু মনে রাখবেন, ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপেও আমি মাত্র একটাই গোল করেছিলাম। এবারও একটা করেছি। তাই সবার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।'

ভাইরাল লামিনের ভাই

স্পেন বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার আনন্দে যখন সবাই লামিন ইয়ামালের ম্যাজিক নিয়ে মেতে, তখন গ্যালারিতে বসে সোশ্যাল মিডিয়া কাঁপাচ্ছে তাঁর ৩ বছর বয়সি সৎ ভাই কেইনে! বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জয়ের পর স্পেনের জার্সিতে গ্যালারিতে বসে এই খুদের হাত নাড়া আর জিভ ভেঙানোর ভিডিও এখন ভাইরাল। কেইনে লামিনের মায়ের দিক থেকে ভাই এবং তাঁদের দুজনের মধ্যে ১৫ বছর বয়সের পার্থক্য। লামিন জানিয়েছেন, ছোটবেলায় তাঁর নিজের যে জিনিসগুলোর অভাব ছিল, তা ভাই কেইনেকে দিতে পেরেই তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি। ব্যালন ডি'অর অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বার্সেলোনার ম্যাচ-সব জায়গাতেই দাদাকে সমর্থন করতে হাজির থাকে এই ছোট্ট কেইনে!

স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে ভাই কেইনেকে দেখে হাত নাড়ছেন লামিনে ইয়ামাল।

ফাইনালে মেসির বিরুদ্ধে বাইসাইকেল কিকের
স্বপ্নে গাভি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কানসাস সিটি, ১১ জুলাই : বিশ্বকাপের ফাইনালে বাইসাইকেল কিকে এক অবিশ্বাস্য জয়সূচক গোল! আর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। যে কোনও তরুণ ফুটবলারের কাছে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ফ্যান্টাসি হয়তো আর কিছুই হতে পারে না। আজকাল ঠিক এই স্বপ্নটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে স্প্যানিশ মিডফিল্ডার গাভিকে। ১৬ বছরের দীর্ঘ খরা কাটিয়ে স্পেনের ঘরে ফের ট্রফি তুলে দেওয়ার অদম্য জেদ এখন লা রোহা শিবিরের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে। দলের আরেক কান্ডারি রড্রি তো সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতার সুযোগ পেলে তিনি অনায়াসে ব্যক্তিগত ব্যালন ডি'অরের সম্মানও ত্যাগ করতে রাজি।

বেলজিয়ামকে ছিটকে দিয়ে সেমিফাইনালে এখন স্পেনের সামনে শক্তিশালী ফ্রান্স। চলতি আসরে গাভি হয়তো প্রথম একাদশে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছেন না, কিন্তু তাতে তাঁর স্বপ্নের উড়ান থামেনি। এই তরুণ তারকার কথায়, 'আমরা এখানে চ্যাম্পিয়ন হতেই এসেছি। কোচ জানেন, যখনই দলের প্রয়োজন হবে, আমি নিজের সেরাটা দিতে প্রস্তুত।' বার্সেলোনার প্রাক্তন ছাত্র বলেই হয়তো মেসির প্রতি তাঁর এক অদ্ভুত টান। তাই গাভির কল্পনাজুড়ে শুধুই ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সেই বহু প্রতীক্ষিত বাইসাইকেল কিকের স্বপ্ন। ভারতীয় ফুটবলে একসময় শ্যাম থাপা বা বাইচুং ভুটিয়ার বাইসাইকেল কিক নিয়ে যে উন্মাদনা ছিল, কানসাসে বসে গাভির এই স্বপ্নের কথা শুনে যেন সেই নস্টালজিয়াই ফিরে এল।

আসলে এবারের টুর্নামেন্টে স্পেনের গায়ে ফেভারিটের ভারী তকমা না থাকাটাই তাদের জন্য শাপে বর হয়েছে। গাভির মতে, দলের ভেতরের ঐক্যটাই তাঁদের আসল শক্তি। কে মাঠে নামল আর কে বেঞ্চে বসল, তা নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই; বরং নিঃশব্দে নিজেদের কাজটা করে যাওয়াই এখন স্প্যানিশ আর্মাডার মূল লক্ষ্য। রড্রিও মনে করেন, অযথা হইচই না করে নীরবে বিপক্ষকে ঘায়েল করাতেই তাঁদের আনন্দ বেশি। গাভি মাঠে থাকুন বা না থাকুন, স্প্যানিশ স্কোয়াডের এই নিবিড় একতা প্রমাণ করে দিচ্ছে-বিশ্বমঞ্চে এবার এক নিঃশব্দ বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে স্পেন।

> আমরা এখানে চ্যাম্পিয়ন হতেই এসেছি। কোচ জানেন, যখনই দলের প্রয়োজন হবে, আমি নিজের সেরাটা দিতে প্রস্তুত।
>
> -গাভি

বিশ্বকাপ আনকাট

হারের পর ল্যামেন্সের পাশে কুর্তোয়া

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনের কাছে ২-১ গোলে হেরে বেলজিয়ামের বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন দলের তরুণ গোলরক্ষক সেন্নে ল্যামেন্স। ৭১ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া থিবো কুর্তোয়ার জায়গায় নেমেছিলেন তিনি। আর তাঁর হাত ফসকে যাওয়া বল থেকেই স্পেনের জয়সূচক গোলটি করেন মিকেল মেরিনো।

ম্যাচ শেষে হতাশ ল্যামেন্সকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দেন কুর্তোয়া। তিনি বলেছেন, 'একজন গোলকিপার হিসেবে আমি জানি এটা কতটা যন্ত্রণার। ও একজন দারুণ কিপার এবং এই ভুল থেকে ও অনেক কিছু শিখবে।' নিজের চোট প্রসঙ্গে কুর্তোয়া জানান, তিনি খেলা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোচ পুরোপুরি ফিট না হওয়ায় তাঁকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

ফিক্সিং-তত্ত্বে স্কালোনির কড়া জবাব

টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে থাকা আর্জেন্টিনাকে কি ফিফা বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে? সহজ সূচি থেকে শুরু করে ভিএআর-এর বিতর্কিত সিদ্ধান্ত- সব মিলিয়ে আর্জেন্টিনার ম্যাচগুলোতে 'ফিক্সিং'-এর অভিযোগ তুলেছেন সমালোচকরা। কোয়ার্টার ফাইনালে সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে এই বিষয়ে কড়া জবাব দিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। তিনি বলেছেন, 'যারা আমাদের টানা দুইবার চ্যাম্পিয়ন দেখতে চায় না, এটা তাদের সাজানো বিদ্রোহ।' স্কালোনি জানান, এই সমালোচনা তাঁদের আরও ভালো খেলতে উদ্বুদ্ধ করছে। ভিএআর প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, রেফারিরা টুর্নামেন্টের শুরুতেই সব নিয়ম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা ঠিক সেই নিয়ম মেনেই কাজ করছেন।

রেগে আগুন রয় কিন!

মরক্কোর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপের পেনাল্টি নিতে ৩ মিনিটেরও বেশি সময় নেওয়া ঘিরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রয় কিন! আইটিভি-র সম্প্রচারে তিনি সরাসরি রেফারিদের সমালোচনা করে বলেন, 'এভাবে একজন স্ট্রাইকারকে ১৯২ সেকেন্ড দাঁড় করিয়ে রাখাটা চূড়ান্ত অন্যায়। এতে স্ট্রাইকারের ফোকাস নষ্ট হয় এবং গোলকিপার বাড়তি সুবিধা পায়।' অবাক করার বিষয় হল, এই ম্যাচের রেফারিং প্যানেলের সবাই ছিলেন আর্জেন্টিনার! ফ্যানরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ তুলেছেন যে, পেনাল্টির এই বিলম্ব পুরোটাই 'সাজানো' ছিল, যাতে এমবাপের মনোযোগ নষ্ট হয়। শেষপর্যন্ত এমবাপে পেনাল্টি মিস করলেও, পরে গোল করে ফ্রান্সকে সেমিফাইনালে তুলেছেন।

রোনাল্ডোকে ট্রোল ফ্যানদের

বিশ্বকাপ থেকে পর্তুগালের বিদায়ের রেশ এখনও কাটেনি। আর তার মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর একটি পোস্ট ঘিরে তোলপাড়! ২০১৬ সালের ইউরো কাপ জয়ের দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রোনাল্ডো সেই ট্রফি জয়ের ছবি পোস্ট করে লেখেন, 'লক্ষ মানুষের জয়।' আর এতেই চটেছেন পর্তুগিজ ফ্যানরা। স্পেনের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে মাত্র কয়েক দিন আগেই বিদায় নেওয়ার পর এমন 'অতীত-বিলাস' মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। ফ্যানদের কটাক্ষ, রোনাল্ডো কেবল অতীত নিয়েই বেঁচে আছেন! প্রসঙ্গত, স্পেনের কাছে হারের পর রোনাল্ডো বলেছিলেন যে, পর্তুগালের কাছে বিশ্বকাপ আর ইউরো জয়ের মাহাত্ম্য সমান।

ছিটকে গিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে লুইস

বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়ার কষ্ট ভুলে নতুন জীবনে পা রাখলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তরুণ ডিফেন্ডার রিকো লুইস। ইংল্যান্ড দলের হয়ে আমেরিকায় যাওয়ার সুযোগ না পেলেও, সেই সময়টা তিনি কাজে লাগালেন নিজের বিয়ের জন্য! গত ৭ জুলাই এক সুন্দর অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিনের বান্ধবী অ্যামেলিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন ২১ বছর বয়সি এই ফুটবলার। তাঁর বিয়ের ছবিতে ম্যান সিটির সতীর্থ নিকো ও'রিলি থেকে শুরু করে জিয়ানলুইগি ডোনারুম্মা- অনেকেই শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। গত মরশুমে সিটির হয়ে মাত্র ১১টি ম্যাচ খেলার কারণেই ইংল্যান্ড দলে সুযোগ পাননি তিনি। তবে বিশ্বকাপের মরশুমে তাঁর এই নতুন শুরু নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্ত হয়ে থাকবে।

কান্নার পর থিম পার্কে নেইমার

বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় নরওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিদায় নেওয়ার পর মাঠেই হাউহাউ করে কেঁদেছিলেন নেইমার। কিন্তু সেই কান্নার কয়েক দিন পরেই তাঁকে দেখা গেল ফ্লোরিডার বিখ্যাত 'ইউনিভার্সাল অরল্যান্ডো রিসর্ট'-এ একেবারে ফুরফুরে মেজাজে! আরও মজার বিষয় হল, ৩৪ বছর বয়সি এই ব্রাজিলীয় সুপারস্টার থিম পার্কের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন একটি ইলেক্ট্রিক মোবিলিটি স্কুটারে চেপে! মাথায় টুপি, চোখে রোদচশমা এবং ক্যাজুয়াল পোশাকে নেইমারকে প্রথমে অনেকেই চিনতে পারেননি। কিন্তু পরে তাঁকে ঘিরে ভিড় জমতেই তিনি ফ্যানদের দিকে হাত নেড়ে 'থাম্বস আপ' দেখান। ঠিক কী কারণে তিনি ওই স্কুটার ব্যবহার করছিলেন তা পরিষ্কার না হলেও ফ্যানদের মতে, ফ্লোরিডার প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতেই হয়তো এই ব্যবস্থা। জাতীয় দল থেকে তাঁর আকস্মিক অবসরের ঘোষণার পর, অবসরের এই ফুরফুরে মেজাজ সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ নজর কেড়েছে।

পেনাল্টি পেলে এখনও মেসিই কোচের প্রথম পছন্দ

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কানসাস সিটি, ১১ জুলাই : ছোট্ট অ্যালি যেন বিমানবন্দরটাকেই আস্ত ফুটবল মাঠ বানিয়ে ফেলেছে। মায়ের হাত ধরে উড়ানে ওঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তার ছোট্ট পায়ের কারিকুরি মুগ্ধ করল যাত্রীদের- কারণ, তাকে যে লিওনেল মেসি হতে হবে! আটলান্টা থেকে কানসাসগামী বিমানের ভেতরেও সেই একই উন্মাদনার রেশ। পাইলট যখন স্পিকারে সহাস্যে প্রস্তাব দিলেন, 'আর্জেন্টিনাকে নিয়ে একটা গান হয়ে যাক!', তখন চোখের পলকে গোটা বিমান গেয়ে উঠল 'মুচাচোস'। কানসাসের মাটিতে পা রাখতেই বাসচালকের প্রশ্ন, 'সুইসো না আর্জেন্টিনো?' কোরাসে দৃপ্ত জবাব এল, 'আর্জেন্টিনো!' ফ্যান পার্ক থেকে শুরু করে শহরের রাজপথ- সবই এখন নীল-সাদা স্রোতের নিরঙ্কুশ দখলে।

কানসাসের রাজপথে নীল-সাদা স্রোত

কিন্তু এই প্রবল উচ্ছ্বাসের বিন্দুমাত্র আঁচ পৌঁছানোর উপায় নেই স্পোর্টিং কেসি ট্রেনিং সেন্টারে। তিন স্তরের দুর্ভেদ্য নিরাপত্তায় মোড়া মেসিদের অনুশীলন শিবির। নির্ধারিত মিটিং পয়েন্টে জোড়া তল্লাশির পর বাসে করে মাঠের ধারে নিয়ে যাওয়া, আর সেখানেও ফিফার কড়া নজরদারি। এমন নিশ্ছিদ্র প্রহরার মধ্যেও লাতিন আমেরিকা থেকে শুরু করে এশিয়া মহাদেশের অগণিত সাংবাদিক ভিড় জমিয়েছেন শুধুমাত্র একটি মানুষকে চাক্ষুষ করার তীব্র বাসনায়। কানসাসে দলের এই বেস ক্যাম্পটি কোনও বাড়াবাড়ি রকমের জৌলুসে মোড়া নয়, তবে তা দলের নিখুঁত প্রয়োজন অনুযায়ী সাজানো। কোচ লিওনেল স্কালোনি চিরকালই এমন। কাতার বা রাশিয়ার মতোই তিনি আড়ম্বরহীন, শান্ত পরিবেশ পছন্দ করেন। দলের এক নম্বর মহাতারকার বর্ণময় গ্ল্যামারের আড়ালে তিনি ঢাকা পড়ে থাকলেও, তিনিই আসলে গোটা দলকে এক অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রাখা নীরব কান্ডারি।

কোয়ার্টার ফাইনালের আগে সাংবাদিক সম্মেলনেও স্কালোনির সেই শান্ত অথচ দৃঢ় চরিত্রের প্রকাশ ঘটল। ৩৯ বছর বয়সি মেসিকে নিয়ে ওঠা সমস্ত বয়সের প্রশ্ন তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন অবলীলায়। তাঁর কথায়, যারা মনে করছিল এই বয়সে এসে মেসি আর আগের মতো খেলতে পারবেন না, তারা আসলে তাঁকে চেনেই না। স্কালোনি স্পষ্ট বলে দেন, 'যতদিন ও চাইবে, ততদিন ও-ই সেরা থাকবে।' ফিটনেস কোচের সঙ্গে মেসির প্রস্তুতির প্রশংসা করে তাঁর মন্তব্য, লিও প্রায় একটি মেশিন যে নিজের সবটুকু উজাড় করে দেয়। অস্ট্রিয়া ও মিশরের বিরুদ্ধে পেনাল্টি ফস্কালেও, স্পট কিকের দায়িত্ব থেকে মেসিকে সরানোর কথা তাঁর মাথাতেই আসেনি। দলে লিয়ান্দ্রো পারেডেস বা অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের মতো পেনাল্টি বিশেষজ্ঞ থাকলেও, স্কালোনির সাফ কথা, 'পেনাল্টি পেলে সিদ্ধান্তটা আমি লিও-র ওপরই ছেড়ে দিয়েছি, যদি চায়, তবে ও-ই পেনাল্টি নেবে।' মেসির স্নায়ুচাপ সামলানোর অবিশ্বাস্য ক্ষমতাই যে দলের মানসিক দৃঢ়তার অন্যতম ভিত্তি, তা কোচের কথায় স্পষ্ট।

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

প্রতিপক্ষ সুইৎজারল্যান্ডকে অবশ্য এতটুকুও হালকাভাবে নিচ্ছেন না তিনি। ৭২ বছর পর বিশ্বকাপের শেষ আটে পৌঁছানো এবং কলম্বিয়াকে ছিটকে দেওয়া সুইসদের সম্পর্কে তাঁর সতর্কবার্তা, 'খাতায়-কলমে কোনও সহজ প্রতিপক্ষ নেই।' সুইসরা শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিশ্বকাপে তাদের নিজস্ব একটা ঐতিহ্য রয়েছে বলেও তিনি মনে করিয়ে দেন। অন্যদিকে, ফিফার পক্ষ থেকে রেফারিংয়ে আর্জেন্টিনাকে অন্যায্য সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছিল, তাও কড়া ভাষায় নস্যাৎ করেছেন স্কালোনি। তাঁর মতে, ভিএআর প্রযুক্তির যুগে পক্ষপাতিত্বের কোনও সুযোগ নেই, এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। টানা ১১ ম্যাচ অপরাজিত থাকা তাঁর এই দল শুধুমাত্র জয়ের জন্য নয়, বরং এমন একটা দল হিসেবে মানুষের মনে থেকে যেতে চায়, যারা 'কখনও হাল ছাড়ে না'।

কানসাসের রাস্তায় ঘুরলে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট, নীল-সাদা সমর্থকদের মনে এখন আর শুধু অহংকার নেই, আছে এক অদ্ভুত প্রার্থনা। পরপর দুটি রুদ্ধশ্বাস নকআউট ম্যাচে খাদের কিনারা থেকে ফেরার পর তাঁরা অনেকটাই সাবধানী। প্রবীণ আর্জেন্টাইন সাংবাদিক ফ্রান্সিসকো যেমন বলছিলেন, 'কাজটা একেবারেই সহজ নয়, তবে আমাদের বিশ্বাস আছে।' সমস্ত বিতর্ক আর সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে, সমর্থকদের এখন একটাই নিরিবিলি চাওয়া— শেষ চারের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁদের মহানায়কের বিদায়বেলাটা যেন চূড়ান্ত সম্মানের হয়।

> পেনাল্টি পেলে সিদ্ধান্তটা আমি লিও-র ওপরই ছেড়ে দিয়েছি, যদি চায়, তবে ও-ই পেনাল্টি নেবে।
> -লিওনেল স্কালোনি

অনুশীলনের ফাঁকে কোচ লিওনেল স্কালোনির সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো ও লিওনেল মেসি।

হ্যাকারদের নিশানায় আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনার কাছে ৩-২ গোলে হারের বদলা নিতে এবার সরাসরি সাইবার হামলা চালাল মিশরীয় হ্যাকাররা! ১০ জুলাই আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ডেটাবেস হ্যাক করে অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে সাংবাদিকদের ভুয়ো ই-মেল পাঠানো হয়। ই-মেলে দাবি করা হয়, 'আর্জেন্টিনা জেতেনি, রেফারিকে কিনে ম্যাচ চুরি করা হয়েছে।' শুধু তাই নয়, ডার্ক ওয়েবে 'হোসাম হাসান' ছদ্মনামে এক হ্যাকার এই চুরি যাওয়া ডেটাবেস বিক্রিরও দাবি করেছে! এএফএ দ্রুত এইসব ই-মেল ভুয়ো বলে নিশ্চিত করে সাইবার তদন্ত শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, শেষ ষোলোর ওই হাইভোল্টেজ ম্যাচে ফরাসি রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তে মিশরের গোল বাতিল এবং মহম্মদ সালাহর পেনাল্টি নাকচ হওয়া নিয়েই মিশরীয়দের এই চরম ক্ষোভ!

বোস্টনের আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে ডালাসে নয়া স্বপ্নের খোঁজে এমবাপেরা

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

মায়ামি, ১১ জুলাই : টেক্সাসের তপ্ত হাওয়ায় এখন একটা চাপা উত্তেজনা। ডালাসের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়াম প্রস্তুত হচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা এক লড়াইয়ের জন্য। একদিকে স্পেনের পাসিং ফুটবলের ঐতিহ্য, অন্যদিকে ফ্রান্সের গতি আর জমাট কৌশলের মিশেল। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্প্যানিশ আর্মাডার মুখোমুখি হওয়ার আগে ফরাসি শিবিরে উঁকি মারলে একটা অদ্ভুত প্রশান্তি চোখে পড়বে। দিনকয়েক আগে বোস্টনের গ্যালারিতে বসে আতোয়াঁ গ্রিজম্যান হয়তো সেই প্রশান্তিই দেখছিলেন। তিন বছর আগে তাঁর বদলে কিলিয়ান এমবাপেকে অধিনায়কের আর্মব্যান্ড দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, দিদিয়ের দেশঁর সেই বাজি যে কতটা নির্ভুল ছিল, তা আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

ডালাসের মহারণে নামার আগে এমবাপে আজ শুধু একজন বিধ্বংসী ফরোয়ার্ড নন, তিনি এই দলের অবিসংবাদিত পথপ্রদর্শক। নিজের কুড়িতম বিশ্বকাপ ম্যাচে কুড়ি নম্বর গোলটি করে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, বড় মঞ্চের স্নায়ুর চাপ তিনি কতটা অনায়াসে সামলাতে পারেন। তবে এবারের এমবাপে আগের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। তাঁর কথায় এখন তারকাসুলভ অহমিকার বদলে শোনা যায় সতর্কতার সুর। বোস্টনে ম্যাচ শেষে ক্লান্ত কিন্তু তৃপ্ত এমবাপে, মিক্সড জোনে বলছিলেন, বর্তমান দলটি তাঁর খেলা সেরা দল নয়। তবে এই দলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রবল। ইউরো কাপ ২০২০-তে তারকাখচিত ফরোয়ার্ড লাইন নিয়ে ভরাডুবির তিক্ত স্মৃতি এমবাপেকে শিখিয়েছে, শুধু কাগজে-কলমে শক্তিশালী হলেই ট্রফি জেতা যায় না। তাই ডালাসে নামার আগে তরুণ সতীর্থদের তিনি বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন জাতীয় দলের জার্সির ওজন আর বিশ্বমঞ্চের গুরুত্বের কথা।

স্পেনের মতো বল-পজেশন ভিত্তিক দলের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হতে চলেছে দেশঁর এক নিখুঁত ও সহজ গেমপ্ল্যান। আধুনিক ফুটবলে প্রায় সব দল যখন উইং-ব্যাকদের আক্রমণে তুলে বিপক্ষের রক্ষণে ভিড় বাড়ায়, দিদিয়ের তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হাঁটছেন। স্পেনের সেন্ট্রাল ডিফেন্সকে অকেজো করতে তিনি ফরাসি আক্রমণভাগকে দুটি নির্দিষ্ট জোড়ায় ভাগ করেছেন। একদিকে কিলিয়ান এমবাপে ও দেজিরে দুয়ে, অন্যদিকে ওসমানে ডেম্বেলে ও মাইকেল ওলিসে। এই দুই জুটি সব সময় মাঠের দুই প্রান্তে অবস্থান করছে। ফলস্বরূপ, প্রতিপক্ষের দুই সেন্টার-ব্যাক কার্যত মার্ক করার মতো কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না। দুই প্রান্ত দিয়ে ফ্রান্স একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতি তৈরি করে বিপক্ষ রক্ষণকে অনায়াসে বোকা বানাচ্ছে।

বোস্টনে মরক্কোর বিরুদ্ধে এমবাপের গোলটিতে এই কৌশলের নিখুঁত প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল। দুয়ে যখন এমবাপের পাশ দিয়ে তীব্রগতিতে দৌড় শুরু করেন, তখন প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডার বিভ্রান্ত হয়ে কিছুটা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হন। ঠিক সেই মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে ডিফেন্ডারকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে বল জালে জড়িয়ে দেন ফরাসি অধিনায়ক। আবার ডেম্বেলের গোলের ক্ষেত্রেও এমবাপের নিঃস্বার্থ দৌড় বিপক্ষ রক্ষণকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। স্পেনের বিরুদ্ধেও এই কম খেলোয়াড় ব্যবহার করে ফাঁকা জায়গা তৈরির কৌশল তুরুপের তাস হতে পারে।

আক্রমণভাগের এই জোড়া ফলার পাশাপাশি ফ্রান্সের রক্ষণও নিশ্ছিদ্র। স্পেনের ক্ষিপ্র প্রতি-আক্রমণ রুখতে দেশঁ তাঁর দুই ফুল-ব্যাক লুকাস ডিগনে ও জুলস কৌন্দেকে ওভারল্যাপ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁদের মূল দায়িত্ব নিজেদের জায়গাতেই কড়া পাহারায় থাকা। কোনও অহেতুক জটিলতা নেই, স্রেফ নিজেদের চেনা কাজটা নিখুঁতভাবে করার এই সহজ মন্ত্রেই আজ অপ্রতিরোধ্য ফ্রান্স। বোস্টন জয়ের আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে, দেশঁর কৌশলগত তীক্ষ্ণতা আর এমবাপের পরিণত নেতৃত্বে ডালাসের সেমিফাইনালে স্প্যানিশ বাধা টপকাতে বদ্ধপরিকর ফরাসি শিবির।

স্পেনের রক্ষণ ভাঙতে ফরাসিদের ভরসা কিলিয়ান এমবাপে।

এবার ক্লাব বিশ্বকাপের আয়োজকও হতে চায় আমেরিকা

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
জয় মণ্ডল

মায়ামি, ১১ জুলাই : বিশ্বকাপের ব্যবসায়িক ও ক্রীড়া সাফল্যকে পুঁজি করে এবার ২০২৯ ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের দৌড়ে নামতে চাইছে আমেরিকা। টুর্নামেন্টের সহ-আয়োজক হিসেবে ইতিমধ্যেই তারা ফিফার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে। তবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি এখনও স্পষ্ট না হওয়ায় আমেরিকা আনুষ্ঠানিকভাবে দরপত্র জমা দেয়নি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশ্বকাপ টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান অ্যান্ড্রু জিউলিয়ানি এবারের টুর্নামেন্টের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করে জানিয়েছেন, আমেরিকায় ফুটবল নিয়ে মানুষের চাহিদা এখন আকাশছোঁয়া।

ফিফার হিসেব অনুযায়ী, এবারের বিশ্বকাপে তারা ইতিমধ্যেই প্রায় ৬৫ লক্ষ টিকিট বিক্রি করেছে, যা তাদের ১১০০ কোটি ডলারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রাকে অনায়াসে ছাপিয়ে যাবে। তাই আমেরিকার মতো দেশে আরও একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করাটা ফিফার কাছেও লাভজনক। তাছাড়া মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ফিফার সখ্য কারও অজানা নয়। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুরোধে ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ডের নির্বাসন যেভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে, তা সেই সম্পর্কেরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

২০২৯ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এই আয়োজক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার কথা। সাধারণত ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ আয়োজক স্পেন বা মরক্কোকেই ২০২৯ সালের ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু ব্রাজিল এবং কাতারের মতো দেশও এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে প্রবল আগ্রহী। ২০২৯ সালের ক্লাব বিশ্বকাপে ফিফা দলের সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৮ করার যে পরিকল্পনা করেছে, তাতে ইউরোপীয় ক্লাবগুলির পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আর এখানেই আমেরিকার পরিকাঠামো এবং টিকিট বিক্রির আক্রমণাত্মক কৌশল তাদের অন্য দাবিদারদের থেকে অনেকটা এগিয়ে রাখছে।

ট্রাম্পের আমন্ত্রণে খেলেছিলেন কেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, ইংল্যান্ডের তারকা ফুটবলার হ্যারি কেনের সঙ্গে গলফ খেলেছেন তিনি। বায়ার্ন মিউনিখ তারকার গলফ খেলার দক্ষতার প্রশংসাও শোনা যায় মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানের মুখে। যদিও ট্রাম্পের মন্তব্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল সেই সময়। তবে এবার ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন নিজেই জানিয়ে দিলেন, ট্রাম্পের আমন্ত্রণে বছর দেড়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রে, ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচে গলফ খেলেছিলেন তিনি। কেন এই কথাও বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গলফ খেলার অভিজ্ঞতা অসাধারণ।'

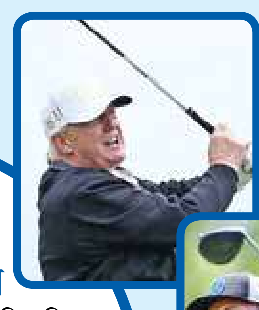

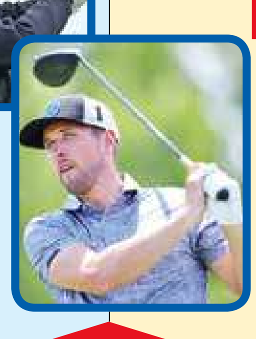

কানসাসের বুকে হঠাৎই মোহনবাগান ও পেলের গল্প

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

> স্কুলে পড়েছি তো! পেলে যে মোহনবাগান ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়েছিলেন, সেটাও জানি।

কানসাসের রাস্তায় ক্রেগ ও লুক।

কানসাস সিটি, ১১ জুলাই : 'ইন্ডিয়াতে মোহনবাগান বলে একটা ক্লাব আছে না?'- কানসাসের রাস্তায় অচেনা এক মার্কিন নাগরিকের মুখে এমন নিখুঁত উচ্চারণে নামটা শুনে চমকেই উঠেছিলাম। আমেরিকার অন্যান্য শহরে বিশ্বকাপের আসর বসলেও, স্থানীয়দের মধ্যে ফুটবল নিয়ে এক অদ্ভুত উদাসীনতা চোখে পড়েছিল। কিন্তু কানসাস সিটি একেবারেই ব্যতিক্রম। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই এখানে আর্জেন্টিনা ও ইংল্যান্ডের বেস ক্যাম্প। তাই গোটা শহরজুড়েই এক প্রাণবন্ত ফুটবল-উৎসবের মেজাজ।

ডাউনটাউনের ফিফা ফ্যান পার্ক থেকে বাসে করে ওভারল্যান্ড পার্ক কনভেনশন সেন্টারে ফিরছিলাম। বাসের লাইনে অপেক্ষারত অবস্থায় আলাপ হল ক্রেগ ও লুকের সঙ্গে। ক্রেগ একসময় স্থানীয় সংবাদপত্রে কাজ করতেন, পরে জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে যুক্ত হন। আর লুক নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা, এমবিএ পড়ছেন। কথায় কথায় আমি ভারত থেকে এসেছি শুনেই ক্রেগের সেই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। বিস্ময় সামলে জানতে চাইলাম, এত দূরে বসে তিনি মোহনবাগানের নাম জানলেন কী করে! একগাল হেসে ক্রেগের উত্তর, 'কেন, স্কুলে পড়েছি তো! পেলে যে ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়েছিলেন, সেটাও জানি।'

পাশে দাঁড়ানো তরুণ লুকও সায় দিয়ে জানালেন, তাঁদের 'সোশ্যাল সায়েন্স' বা সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে এই ইতিহাস পড়ানো হয়। শুধু ফুটবল নয়, ভারতের এক প্রখ্যাত মহিলা নেত্রীর কথাও তাঁদের বেশ জানা, যার বর্ণনায় স্পষ্টতই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই উঠে এল। ফুটবল যে কীভাবে হাজার হাজার মাইলের ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচিয়ে দুটো ভিন্ন সংস্কৃতিকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলে, কানসাসের এই ছোট্ট বাস স্টপ যেন তারই এক জীবন্ত উদাহরণ হয়ে রইল।

দায়িত্বে জেসুস

জাতীয় দলের নতুন হেড কোচ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে জোর্জে জেসুসের নাম ঘোষণা করল পর্তুগালের ফুটবল ফেডারেশন। বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পরই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান রবার্তো মার্টিনেজ। ওই জায়গায় ৭১ বছর বয়সি জেসুসকে নিযুক্ত করল পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন।

দেশের হয়ে খেলা ছাড়লেন মানে

বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর লড়াইয়ে বেলজিয়ামের কাছে অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ গোলে হেরে বিদায় নেওয়ার পরই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন সেনেগালের কিংবদন্তি সাদিও মানে! আল-নাসেরের এই ৩৪ বছর বয়সি তারকা দেশের হয়ে ১৩২টি ম্যাচ খেলে ৫৫টি গোল করেছেন। অবসরের ঘোষণায় মানে বলেছেন, 'আমি এই পতাকার জন্য নিজের সবটা উজাড় করে দিয়েছি।' ২০২২ সালে সেনেগালকে প্রথমবার আফকন চ্যাম্পিয়ন করানো এই ফুটবলার ভবিষ্যতে কোচ বা টেকনিকাল স্টাফ হিসেবে দেশের ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন। লিভারপুলের প্রাক্তন এই তারকার বিদায়ে সেনেগাল ফুটবলে একটা যুগের অবসান ঘটল।

খুনের হুমকি কলম্বিয়ান তারকাকে

চলতি বিশ্বকাপে সুইৎজারল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে কলম্বিয়া। এই ম্যাচে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন কলম্বিয়ান মিডিও জামিন্টন ক্যাম্পাজ। ফলে তাঁকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। ক্যাম্পাজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে প্রবল সমালোচনার পাশাপাশি তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে কলম্বিয়ার ফুটবল ফেডারেশন। তারা এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেছে। ক্যাম্পাজকে দেওয়া হুমকি আন্দ্রে এসকোবার ট্র্যাজেডিকে আরও একবার জাগিয়ে তুলেছে। ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল কলম্বিয়া। সেই ম্যাচে আত্মঘাতী গোল করেছিলেন এসকোবার। দেশে ফেরার পরে প্রকাশ্যে তাঁকে খুন করা হয়েছিল।

ইংল্যান্ড শিবিরে বেকহ্যাম-ম্যাজিক

শনিবার মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে নরওয়ের বিরুদ্ধে মহাগুরুত্বপূর্ণ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে ইংল্যান্ড শিবিরে আচমকাই হাজির খোদ ডেভিড বেকহ্যাম! ইন্টার মায়ামির মালিক বেকহ্যাম তাঁর দলের 'ফ্লোরিডা ব্লু ট্রেনিং সেন্টার'-এ ইংল্যান্ড দলকে অনুশীলনের সুযোগ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনুশীলন চলাকালীন তিনি মাঠে উপস্থিত থেকে হ্যারি কেনদের তাতিয়েও দিয়েছেন। ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি জানিয়েছেন, বেকহ্যাম তাঁদের ভালো খেলার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এই কিংবদন্তি ফ্যান হিসেবে দলের পাশে থাকায় পুরো দল দারুণ অনুপ্রাণিত। এর পাশাপাশি ইংল্যান্ড দলের জন্য আরও একটি খুশির খবর হল, ডেকলান রাইস এবং মার্ক গুয়েহি দুজনেই চোট সারিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন। যদিও লাল কার্ড দেখায় এই ম্যাচে খেলতে পারবেন না জারেল কোয়ানসা, যা কোচ টমাস টুচেলের জন্য একটি বড় ধাক্কা।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

☺ দেবার্পিতা মজুমদার (সিমরণ):- তোমার শুভ জন্মদিনে এই কামনা করি ঈশ্বর তোমার ইচ্ছে পূরণ করুক। আনন্দ আর সুখ তোমার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে থাকুক। আশীর্বাদান্তে-মা, বাবা, দিদন, ঠাঁপটা, দাদান, কাজু, কুট্টি দিদন ও সকল পরিবারবর্গ। শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি।

কৃষ্ণাদের নিয়ে ছেলেখেলা
বাটলার-ব্রুকের

ইংল্যান্ড-২৫৭/৩
ভারত-১৬৩/৫
(১৬ ওভার পর্যন্ত)

সাদাম্পটন, ১১ জুলাই : রাস্তায় তীব্র যানজট।

আর তার প্রভাব ভারত-ইংল্যান্ড পঞ্চম টি২০ ম্যাচে! ভারতীয় সময় রাত ৭টার বদলে ৭.৩০ মিনিটে ম্যাচ শুরু। এমনই অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটল এদিন। গত বছর ওভালে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচেও এক কাণ্ড ঘটে যানজটের কারণে।

এদিন তারই পুনরাবৃত্তি। টিম হোটেল থেকে স্টেডিয়ামে আসার পথে সাদাম্পটনের ‘বিখ্যাত’ (নাকি কুখ্যাত?) যানজটে আটকে যায় ভারতীয় দলের টিমবাস। টস শুরুর মিনিট পাঁচেক আগে শ্রেয়স আইয়াররা স্টেডিয়ামে পৌঁছোন।

যানজটে আধঘণ্টা দেরিতে শুরু ম্যাচ!

ফলস্বরূপ, মিনিট তিরিশের বাড়তি অপেক্ষা।

সমর্থকদের যে অপেক্ষাকে অবশ্য ব্যর্থ হতে দেননি জস বাটলার। গত ১৮-১৯ ম্যাচে রান নেই। সিরিজের শেষ ম্যাচকে বেছে নেন ছন্দে ফেরার জন্য। বাটলারি চালের পাশে হ্যারি ব্রুকের তাণ্ডব। টসে জিতে শ্রেয়স বোলিং নেওয়ার পর রোজবোল স্টেডিয়ামের বাইশ গজে কার্যত ইংল্যান্ড ব্যাটারদের ‘ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক’। ভারতীয় বোলাররা দর্শক মাত্র।

ভারতীয় একাদশে একাধিক পরিবর্তন। একটানা তিন ম্যাচে ব্যর্থতার পর বাদ বৈভব সূর্যবংশী। শুকনো মুখ, উদাস চাহনিতে বিস্ময় বালকের মনের ‘কথা’ পড়া যাচ্ছিল। প্রত্যাবর্তন বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক সঞ্জু স্যামসনের। ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে পেস-অলরাউন্ডার সূর্যাংশ শেরগে।

শিবম দুবে তৎপরতা দেখাতে পারলে প্রথম ওভারেই ব্রুকের উইকেট পেয়ে যেতেন সূর্যাংশ। উঁচু ক্যাচ। থার্ডম্যানে জাজমেন্টের ভুলচুক। ইংল্যান্ড অধিনায়ক ব্রুক তখন ৩ রানে। পরের দুই বল গ্যালারিতে পাঠিয়ে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। যা আর আটকানো যায়নি। অক্ষর প্যাটেলের এক ওভারে ২৫ রান নেন। বাকি বোলারদের হালও তথৈবচ। ১৯ বলে ৫০ ব্রুকের। ইংল্যান্ড অধিনায়ক হিসেবে দ্রুততম।

অর্ধশতরান করে হ্যারি ব্রুক।

বাটলারের হাফ সেঞ্চুরি ৩৪ বলে।

ফিল সল্টকে (৬) দ্বিতীয় ওভারে ফিরিয়ে শুরুটা যদিও ভালোই করেছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। কিন্তু ব্রুকের ক্যাচ ফেলা সবকিছু ঘেঁটে দেয়। বাটলার এদিন শুরু থেকেই স্বমেজাজে। টানা ব্যর্থতার চাপ সরিয়ে ছন্দে ফেরার তাগিদ পরিষ্কার। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন ভারতীয় ফিল্ডিং এবং বোলাররা।

পাওয়ার প্লে-তে ৬১/১। ৫২ বলে ১০০ রানের যুগলবন্দি। বাটলার-ব্রুকের শটের ফুলঝুরিতে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রানের জুটি। ২০২২-এ দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক-ডেভিড মিলার ১৭৪ রান করেছিলেন। আজ ২৩৩ রানের যুগলবন্দিতে ভারতীয় বোলিংকে ক্লাবস্তরে নামিয়ে আনেন ব্রুক-বাটলার।

ব্রুক আগে হাফ সেঞ্চুরি করেন। বাটলার অপরদিকে হাফ সেঞ্চুরির পর আরও বিধ্বংসী। ৩৪ বলে ৫০। পরের ১৭ বলে ৫০ থেকে ১০০-য়! অক্ষরকে ছক্কা হাঁকিয়ে ৯৫ থেকে দ্বিতীয় টি২০ শতরান বাটলারের। পরের বলেই জীবন দান। বাউন্ডারি লাইনে বাটলারের ক্যাচ ফেলে বসেন সূর্যাংশ।

বাটলার-ব্রুকের তাণ্ডবের পাশে নির্বিষ বোলিং, ক্যাচ মিসের প্রতিযোগিতা নিশ্চিতভাবে গৌতম গম্ভীরের কপালের ভাঁজ বাড়াবে। মাঝে স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটে মাঠে ঢুকে শ্রেয়সদের গুরুত্বপূর্ণ টিপসও দেন হেড কোচ। লাভের লাভ কিছু হয়নি। ১০ ওভারে ১১১/১। ১৫.৪ ওভারে ২০০/১!

শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন শিবম। ততক্ষণে অবশ্য অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আগের তিন বলে ১৬ রান নেন বাটলার। চতুর্থ বলে আউট।

শতরানের পর জস বাটলার।

নামের পাশে ৬৪ বলে ৮টি ছক্কা ও ১২টি চারের সাহায্যে বিস্ফোরক ১৩১। বাটলারের কেরিয়ারের সর্বোচ্চ। ইংল্যান্ড ব্যাটারদের মধ্যে দ্বিতীয়। রেকর্ড ছাপিয়ে ক্লাসিক ইনিংসে বুঝিয়ে দিলেন, ফর্ম নয়, ক্লাসই স্থায়ী’। জ্যাকব বেথেল (০) পরের বলেই গোল্ডেন ডাক। শিবমের হ্যাটট্রিক আটকে ছক্কা হাঁকান উইল জ্যাকস (অপরাজিত ৭)। ব্রুক অপরাজিত থাকেন ৯৫ রানে। ৮টা ছক্কা ও ৪টি চার। শেষদিকে বেশ কিছু বল নষ্ট না করলে সেঞ্চুরি স্বাদ নিয়েই হয়তো ফিরতেন। শেষপর্যন্ত ভারতের সামনে ২৫৮ রানের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে থামে ইংল্যান্ড (২৫৭/৩)।

জবাবে পালটা দেওয়ার মেজাজে শুরু করেও চাপে ভারত। জোফ্রা আর্চারের শিকার হয়ে অভিষেক শর্মা (৩) দ্রুত ফেরার ঈশান কিষানের (৩৫ বলে ৫৬) সঙ্গে পালটা মার শুরু করেন সঞ্জু স্যামসন (১৪ বলে ২৭)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৬ ওভারে ভারতের স্কোর ১৬৩/৫। ক্রিজে তিলক ভার্মা (৩১) ও সূর্যাংশ (১)। শ্রেয়স ২৮ রানে আউট হন।

ফেডেরারের টেনিসে মুগ্ধ শচীন
আলকারাজের ড্রপ শটে ক্রিকেটের ‘স্বাদ’ গিলের

লন্ডন, ১১ জুলাই : ক্রিকেট আর টেনিসের মেলবন্ধন!

শুভমান গিলের গলায় হঠাৎ তেমনই সুর। সৌজন্যে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার ‘ড্রপ শট’। ওডিআই সিরিজের আগে উইম্বলডনের রয়্যাল বক্সে বসে টেনিস উপভোগ করার ফাঁকে শুভমানের এহেন উপলব্ধি।

ভারত অধিনায়ক বলেছেন, ‘আলকারাজ যেভাবে ড্রপ শট খেলে, তা আমাকে ক্রিকেটের শর্ট আর্ম জ্যাবের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটা আমার ট্রেডমার্ক শটও। অত্যন্ত কার্যকর।’ নিজের স্বপ্নের ডিনার পার্টিতে ক্রিকেট-টেনিসের ককটেল! জানান, সেরেনা উইলিয়ামস, রজার ফেডেরার, শচীন তেন্ডুলকার স্যর, স্যর ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে ডিনার তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো।

পুরুষদের সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখার পাশাপাশি প্রিয় তারকা ফেডেরারের সঙ্গেও দেখা করে কিংবদন্তি টেনিস তারকার প্রতি শ্রদ্ধার কথাও তুলে ধরেন শুভমান। বলেছেন, ‘আমার ফেভারিট রজার ফেডেরার। অনেককে রজারের এফোর্টলেস টেনিসে কথা বলতে শুনি। কিন্তু এই জায়গায় পৌঁছোতে কতটা পরিশ্রম করতে হয়েছে বুঝতে পারি।’

উইম্বলডন দেখতে হাজির শুভমান গিল (উপরে)।

> কিছু কিছু র‌্যালির শেষ নেই। আমাদের বন্ধুত্ব তেমনই। তোমার সঙ্গে সময় কাটানো সবসময় উপভোগ করি রজার।
> -শচীন তেন্ডুলকার

রজার ফেডেরারের সঙ্গে ব্রায়ান লারা ও শচীন তেন্ডুলকার।

রজারকে নিয়ে মুগ্ধতা ঝরে পড়ল শচীনের গলাতেও। সস্ত্রীক উইম্বলডন টেনিসের স্বাদ নেওয়ার পর ডিনার পার্টিতে রজারের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান। পরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে আবেগঘন বার্তায় মাস্টার ব্লাস্টার লিখেছেন, ‘কিছু কিছু র‌্যালির শেষ নেই। আমাদের বন্ধুত্ব তেমনই। তোমার সঙ্গে সময় কাটানো সবসময় উপভোগ করি রজার।’

বিশ্বকাপ খেলে ফিরেই মৃত্যু দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাডামসের

জোহানেসবার্গ, ১১ জুলাই : দক্ষিণ আফ্রিকা ফুটবলের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের অকাল পতন। মাত্র ২৫ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিশ্রুতিমান আন্তর্জাতিক ফুটবলার জেইডন অ্যাডামস। চলতি ফিফা বিশ্বকাপেই জাতীয় দলের (বাফানা বাফানা) জার্সি গায়ে স্বপ্নের অভিষেক হয়েছিল এই তরুণ মিডফিল্ডারের। মামেলোডি সানডাউনসের হয়ে কয়েক মাস আগেই সিএএফ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি।

বিশ্বকাপের মঞ্চে অ্যাডামসের যাত্রাটা মোটেও সহজ ছিল না। চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে নামার ঠিক দুই সপ্তাহ আগে দিদাকে হারান তিনি। সেই শোক বুকে চেপেও পেশাদারিত্বের নিদর্শন রেখে দেশের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন অ্যাডামস। শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে কানাডার কাছে ইনজুরি টাইমের গোলে হেরে দক্ষিণ আফ্রিকা ছিটকে গেলেও, অ্যাডামসের পারফরমেন্স নজর কেড়েছিল।

অ্যাডামসের মেন্টর ব্রেনডিন জনসন এই মর্মান্তিক খবরে শোকে পাথর। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ থেকে ফিরে আগামী মরশুম নিয়ে ভীষণ ইতিবাচক ছিলেন অ্যাডামস। গত বৃহস্পতিবারও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। ফুটবলের বাইরের সময়টা পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে ভালোবাসতেন এই তরুণ। তাঁর মৃত্যুর কারণ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। বিশ্বকাপ অভিষেকের স্মৃতি তরতাজা থাকতেই এমন এক তরুণ প্রতিভার অকাল বিদায়ে শোকস্তব্ধ গোটা ফুটবল বিশ্ব।

নিউজিল্যান্ড সফরে ভারত

কলকাতা, ১১ জুলাই : নভেম্বরের ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতের পুরুষ ফুটবল দল। ১২ নভেম্বর অকল্যান্ডে ও ১৫ নভেম্বর ক্রাইস্টচার্চে কিউয়িদের বিরুদ্ধে দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। ১৯২৬ সালে ভারতীয় সেনা হকি দলের নিউজিল্যান্ড সফরের মাধ্যমে শুরু হওয়া দুই দেশের সম্পর্কের শতবর্ষ উদযাপন হবে বছরব্যাপী। তারই অংশ হিসেবে এই দুইটি ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৬ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ভারতীয় ফুটবলারদের জন্য অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি পরীক্ষার বড় মঞ্চ।

কড়া পদক্ষেপের পথে বোর্ডও
গম্ভীরের সাপোর্ট টিমে ভাঙনের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : বিশ্বকাপ জয়ের মধুচন্দ্রিমা আপাতত অতীত। আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড - জোড়া সিরিজ হারে টলমল ভারতীয় ক্রিকেট। সাফল্যের চূড়া থেকে একেবারে মাটিতে আছাড়। লজ্জার যে কাহিনীর নেপথ্য কারণ খুঁজে বার করতে পর্যালোচনার ‘হুঁশিয়ারি’ ইতিমধ্যেই দিয়ে রেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

কাঠগড়ায় নির্বাচক কমিটি থেকে ভারতীয় থিংকট্যাংক। দায়িত্বে থাকা একাধিক সাপোর্ট স্টাফের ওপর কোপ পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এরমাঝেই নতুন খবর গৌতম গম্ভীর এবং তাঁর সাপোর্ট স্টাফ টিম নিয়ে। বর্তমান সাপোর্ট স্টাফ টিমের কার্যপদ্ধতিতে নাকি অসন্তুষ্ট গম্ভীরেরই একাধিক সহকারী! যাঁদের কেউ কেউ টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব ছাড়ার কথাও ভাবছে।

২০২৪-এর জুলাই মাসে গম্ভীর সহ নতুন কোচিং গ্রুপ দায়িত্ব নিয়েছিল। শুরুটা শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে। পরে বোলিং কোচ হিসেবে যোগ দেন মর্নি মরকেল। মাঝে অভিষেক নায়ার সরে দাঁড়ান। পরিবর্তে ব্যাটিং কোচ হিসেবে দলে ঢোকেন সীতাংশু কোটাক। প্রাথমিকভাবে দুই বছরের চুক্তি, যা আরও এক বছর বাড়ানোর কথাও বলা রয়েছে।

যদিও ভারতীয় দলের দলের একাধিক সাপোর্ট স্টাফ মেয়াদ ফুরোনোর আগেই সরে যেতে চাইছেন। কেউ কেউ বর্তমান দায়িত্বে খুশি নন। কারও আবার অসন্তোষ কার্যপদ্ধতি নিয়ে। তাছাড়া বিসিসিআইয়ের খাঁড়া তো রয়েইছে। সবমিলিয়ে টিম গম্ভীর শীঘ্রই ভাঙতে চলেছ বলে সূত্রের দাবি। সেক্ষেত্রে বিকল্প সাপোর্ট স্টাফ অন্তর্ভুক্ত করা হবে টিম গম্ভীরে নাকি পুরো খোলনলচে বদলানো হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

দলের কম্বিনেশন, দল নির্বাচনে অযথা কাঁটাছেড়ার বিরুদ্ধে বোর্ডের একটা বড় অংশ। তাদের মধ্যে, এর ফলে আদপে দলেরই ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি পালাবদলের পর্বের যুক্তিতে ভারতীয় দলের ব্যর্থতাকে আড়াল করার প্রয়াসে চিঁড়ে ভিজবে না বলেও গম্ভীরদের প্রতি ইতিমধ্যে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে বোর্ডের তরফে।

অতীতে একাধিক সিরিজে ভিভিএস লক্ষ্মণকে কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী বেশ কিছু সিরিজেও লক্ষ্মণে ভরসা রাখছে বোর্ড। হেড কোচ হিসেবে লক্ষ্মণকে চাইছেন কেউ কেউ। তবে ভিভিএস আদৌ কতটা আগ্রহী হেড কোচের দায়িত্ব নিয়ে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। সবমিলিয়ে টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে পালাবদলের হাওয়া। ফলাফলের জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেডের টানা হার চাপে ফেলেছে গৌতম গম্ভীরকে।

ইস্টবেঙ্গলের সামনে আজ ব্যারেটোর জর্জ টেলিগ্রাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুলাই : রবিবার কলকাতা লিগের বোধন। উদ্বোধনী ম্যাচে ঘরের মাঠে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল খেলবে তমলুক খেলাঘর জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে। টানা দুইবার কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। এবার তাদের হ্যাটট্রিকের হাতছানি। এই বছর দল ছেড়েছেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল বেসরা, গুইতেরা। তবে মনোতোষ মাঝি, বিক্রম প্রধান, তন্ময় দাসদের ধরে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। টানা দুইবার খেতাব জয়ের অন্যতম কারিগর জেসিন টিকে ও পিভি বিষ্ণুও রয়েছেন। এবারেও জেসিন-বিষ্ণু জুটিতে বাজিমাত করতে চায় লাল-হলুদ শিবির। তাল ঠুকছে জর্জ টেলিগ্রাফও। তাদের ডাগআউটে থাকবেন মোহনবাগানের ঘরের ছেলে হোসে র‌্যামিরেজ ব্যারেটো। খেলোয়াড়ি জীবনে ডার্বিতে বহুবার ইস্টবেঙ্গলের জালে বল পাঠিয়েছেন। কলকাতা লিগে কোচ হিসেবে অভিষেক ম্যাচেও বিপক্ষে সেই ইস্টবেঙ্গল।

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

অর্ধশতরানের পথে স্মৃতি মান্ধানা (উপরে)। ৫ উইকেট নিয়ে ক্রান্তি গৌড়।

ক্রান্তির পাঁচে সুবিধায় স্মৃতিরা

লন্ডন, ১১ জুলাই : ক্রান্তি গৌড়ের পাঁচ শিকারে লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চালকের আসনে হরমনপ্রীত কাউরের ভারত।

প্রথম ইনিংসে ভারতের দলের ২৮৫ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ঘরের মাঠে ১৭০ রানে অল আউট ইংল্যান্ড মহিলা ক্রিকেট দল। একাই পাঁচ উইকেট নেন ক্রান্তি। ২০০৬ সালে ঝুলন গোস্বামীর পর টেস্টে এটাই ভারতীয় মহিলাদের প্রথম পাঁচ উইকেট শিকার। লর্ডসে প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে ক্রান্তি এই কৃতিত্ব দেখালেন। জোড়া শিকার স্নেহ রানা ও সায়ালি সাতঘারের। একটি উইকেট নেন দীপ্তি শর্মা। ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫২ রান করেন অ্যামি জোনস। এছাড়া অধিনায়ক নাতালি সিভার-ব্রান্টের ব্যাট থেকে এসেছে ৪৪ রান।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের স্কোর ১ উইকেটে ১৪৪ রান। ২৫৯ রানে এগিয়ে ভারত। শেফালি ভার্মা ৩৩ রান করে আউট হয়েছেন। ক্রিজে স্মৃতি মান্ধানা (৬৩) ও ইয়াস্তিকা ভাটিয়া (৩৫)।

তালমিছরি মানেই
দুলালের তালমিছরি
সাবধান
কেনার সময়ে অবশ্যই শিশির লেবেলে
দুলালের তালমিছরি
লেখা দেখেই কিনুন
স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নেবেন না
আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত

সর্দি-কাশি উপশমে ও ক্লান্তি নিবারণে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী
দুলালের তালমিছরি
৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৭৪৩৯৬ ৭৪৮১১

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA 22
NAAC ACCREDITED
UGC APPROVED
AICTE APPROVED
28 Students Cracked JAM Last in 3 Years
Deloitte Flipkart tcs
18LPA Highest Package Offered
84% Overall Placement
100+ Industrial Recruiters
ADMISSION OPEN-2026

Engineering & Science
- B.Tech(CE, ME, ECE, EE, CSE, CSE AI & ML)
- B.Tech (Lateral Entry)
- B.Sc. in Data Science & AI
- M.Tech - CSE
- M.Tech - Structural Engineering
- M.Tech - Water Resource
- B.Sc. Mathematics (Hons.)
- B.Sc. Chemistry (Hons.)
- B.Sc. Physics (Hons.)
- M.Sc. Physics
- M.Sc. Chemistry
- M.Sc. Mathematics
- B.Sc. (Pass)

Computer Application
- BCA
- Int. MCA
- MCA

Law
- BBA-LLB (Hons.)
- LL.B (3 Years)
- LL.M (2 Years)

Nursing
- ANM
- GNM
- B.Sc. Nursing

SCAN & APPLY

Management & Commerce
- BBA
- B.Com (Hons.)
- B.A. Economics (Hons.)
- B.Sc. Economics & Data Analytics (Hons.)
- MBA
- MBA for working Professionals
- M.Com
- MA./M.Sc. Economics

Physical Education
- D.P.Ed
- B.P.E.S(LE)
- B.P.Ed
- M.P.E.S
- B.P.E.S

Special Education
- D.Ed. Spl. Ed. (IDD)
- B.Ed. Spl. Ed. (ID)
- Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (ID)
- Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (Visually Impaired)
- M.Ed. Spl. Ed. (ID)

Allied Health Science
- Bachelor of Medical Laboratory Science - BMLS
- Bachelor in Optometry
- Bachelor of Dialysis Therapy Technology (BDTT)
- B.Sc. in Cardiac Care Technology
- Bachelor of Emergency Medical Technologist
- B. Sc. in Health Information Management
- Bachelor of Medical Laboratory Science - BMLS(LE)
- Master of Medical Laboratory Science(MMLS)
- Master of Dialysis Therapy (MDT)

Liberal Arts
- B.A. (Pass)
- B.A. English (Hons.)
- B.A/B.Sc. Psychology (Hons.)
- MA English
- M.A/M.Sc- Psychology

Clinical Psychology
- B.Sc. Clinical Psychology (Hons.)
- Professional Diploma in Clinical Psychology

Yoga & Naturopathy
- PG Diploma in Yoga Therapy

Education
- MA Education
- B.Ed
- M.Ed

Pharmaceutical Sciences
- D. Pharm
- B. Pharm

Academic Partners
Microsoft Learn for Educators
Red Hat Academy
paloalto CYBERSECURITY ACADEMY
aws academy Member Institution
ORACLE Academy
Around 3,500 students received scholarships of 12 CRORES from 24 Different Government, ICFAI University, and UGC schemes
Apply Online : https://iutripura.in | NO DONATION, NO CAPITATION FEE
P.O. & P.S. Siliguri, Ashrampara, Pin - 734001, Ph: 0353-3501891, 9933377454
University Campus: Kamalghat, Mohanpur, Agartala -799210, Tripura (W)
Ph: 0381-2865752/62, 8415952506, 6909879797

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা প্রদীপ রায় - কে

01.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 41B 85094 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার আর্থিক দায়বদ্ধতাকে জাগিয়ে তুলেছে এবং ভবিষ্যতের খরচের ভার বহনে আমাকে আরও সন্তুষ্ট করেছে। আমি মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করে এই বিশাল পুরস্কারের বিজয়ী হতে পেরেছি। এই বিশেষ উপলক্ষে আমি ডিয়ার লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে সফল হয়ে ঐতিহ্য রায়চৌধুরী ও মানসী সিং।

জোড়া পদক ঐতিহ্যর

রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই : সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে শনিবার ১টি সোনা, ১টি রুপো ও ১টি ব্রোঞ্জ জিতল উত্তর দিনাজপুর। অনূর্ধ্ব-২৩ মেয়েদের হ্যামার থ্রোয়ে সোনা জিতেছে ঐতিহ্য রায়চৌধুরী। একইসঙ্গে ডিসকাস থ্রোয়ে ঐতিহ্য রুপো জিতেছে। অনূর্ধ্ব-২০ মেয়েদের ডিসকাস থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে মানসী সিং।

জিতল বোলডাঙ্গা

মালদা, ১১ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগে শনিবার জিতেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব ও সর্না একাদশের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা হন সর্না একাদশের রাইজ মুর্মু। দ্বিতীয় ম্যাচে বোলডাঙ্গা আদিবাসী চাদু মার্শাল ৩-১ গোলে হারিয়েছে কালীতলা জিতু সংঘকে। বোলডাঙ্গার জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা বিশু মুর্মু। তাদের অন্য গোলটি সাগুন মুর্মুর। কালীতলার একমাত্র গোলটি করেন সমীর মুর্মু।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রাইজ মুর্মু।
ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

ক্রিকেট কোচিং শুরু জেলা সংস্থার

কোচবিহার, ১১ জুলাই : এই প্রথম বৃষ্টির মরশুমে ক্রিকেটের কোচিং ক্যাম্প শুরু করল জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এতদিন শীতের মরশুমেই প্রশিক্ষণ চলত। তবে ইন্ডোর পরিষেবা চালু হওয়ায় শনিবার থেকে বর্ষার মরশুমেও প্রশিক্ষণ চালু হল। সিএবি-র ক্রিকেট কোচ সন্দীপ গঙ্গোপাধ্যায় সহ চারজন কোচের তত্ত্বাবধানে অনূর্ধ্ব-১৩ ও ১৫ বছরের ৩০ জন করে মোট ৬০ জন ক্রিকেটারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সংস্থার সচিব সুব্রত দত্তের কথায়, ‘আগামীতে বয়সভিত্তিক খেলাগুলিতে এই ক্রিকেটাররাই জেলার প্রতিনিধিত্ব করবে।’

দ্বিতীয় অভিরূপ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই : কলকাতায় ৭৪তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় পদক এল আলিপুরদুয়ারের ঝুলিতে। দ্বিতীয় হয়েছে অভিরূপ রায়।